

প্রচ্ছদ: রথীন কুণ্ডু

মুদ্রাকর: শ্রীফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

অবকা প্রিণ্টার্স

২৫।৩, তারক চ্যাটার্জী লেন,

কলিকাতা-৫

বর্গী এল দেশে

(ঐতিহাসিক নাটক)

ব্রজেন্দ্র কুমার দে, এম-এ, বি-টি প্রণীত।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ
নবরঞ্জন অপেরা কর্ত্তৃক অভিনীত

—ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—
৩২৮ ১০৫) রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬
হইতে প্রকাশিত।

সন ১৩৫৭ সাল।

চতুর্থ সংস্করণ।]

অভিনয় শিক্ষা—ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ সঙ্কলিত ও মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ভূমিকা লিখিত। যাত্রা ও থিয়েটারের অভিনয় শিখিতে ও শিখাইতে, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হইতে, অভিনয় সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় শিক্ষা করিতে এমন পুস্তক আর হয় নাই। বহু ফটো চিত্র সহ। মূল্য ৪'০০।

সূর্য্য মহল—দেবেন্দ্র নাথ বহুর প্রণীত রোমাঞ্চকর ঐতিহাসিক নাটক। মেবারের স্বাধীনতা রক্ষায় যুগে যুগে কত বীর সন্তান আত্মোৎসর্গ করেছে তার ইয়ত্বা নেই। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে কূট ষড়-যন্ত্রের গরল উদ্গীরণে শাসিতের চক্রে নিপীড়িত হয়েছে মানুষ। সেই মানুষ যেদিন জেগে ওঠে সেদিন সব অন্যায়ের সমূলে বিনাশ হয়। অভিনয়ে আত্মহারা ও একাগ্রতার সৃষ্টি করে। সৌখীন সম্প্রদায়ের উপযুক্ত জমজমাট নাটক। মূল্য তিন টাকা।

অভিষেক—কানাই লাল নাথ প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক। রাজা মাণ্ডলিকের বংশগত প্রথা, রাজরক্ত পরিয়ে তার সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর অভিষেক করতে হবে। এত বাধা বিঘ্নের মধ্যেও কি মাণ্ডলিক তার অভিষেক সম্পন্ন করেছিল? পড়ুন উত্তর পাবেন, অভিনয়কালে সুনাম বজায় থাকবে। মূল্য তিন টাকা।

বাগ্দী ডাকাত বা রাজ বিদ্রোহী—অনিল দাস প্রণীত কাল্পনিক নাটক। কেন •বাগ্দী হল ডাকাত? ঘরের মেয়ে কেন ছুটে গেল অত্যাচারীর হাত থেকে নিজের সবকিছু রক্ষা করতে। ডাকাত সত্যিই কে? অত্যাচার আর অবিচারের বিরুদ্ধে শোষিত সমাজ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করেছে ডাকাত কে। অভিনয়ে যশ অবধারিত।

বৌ-বেগম—গৌর ভড় প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক। নারী আর সিংহাসনের লোভে ভারতের বুকে রক্তের প্লাবন—অশ্রুর বৈতরণী—দুঃখের ঝঞ্ঝা—কান্নার হাহাকার। ভারতের ইতিহাসের এক রক্তাক্ত অধ্যায়। রাজ্যহারা হিন্দুর বৌ হলো মুসলমানের বেগম। সৌখীন সম্প্রদায়গুলির যশের পিরামিড। মূল্য তিন টাকা।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য—আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক। নিউ গণেশ অপেরার কোহিনূর। অবাঙালী হিন্দুমুসলমানের বাঙালী বিদ্বেষণ, রাজকরের নামে নির্বিচারে বাংলা শোষণ। বাঙালী মেয়েদের মর্য্যাদা হরণের প্রতিবাদে বাংলার ছেলে প্রতাপাদিত্যের প্রবল প্রতাপশালী ভারতসম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ। স্বাধীনতা রক্ষায় জী ন পণ। মূল্য তিন টাকা।



পরম স্নেহাস্পদ সুলেখক ও নাট্যরসিক

শ্রীঅমরনাথ আচার্য্য

করকমলেষু—

ভূমিকা

—:(*):—

"বর্গী এল দেশে" আর্য্য অপেরার জন্য লেখা হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ নাটক তাঁহারা নিতে পারেন নাই। নবরঞ্জন অপেরা নাটকখানি গ্রহণ করিয়া যে ভাবে অভিনয় করিয়াছেন, তাহা শুধু নবরঞ্জনের পক্ষেই সম্ভব। গত পনের বছরের মধ্যে এমন সাবলীল যাত্রাভিনয় আমরা দেখি নাই।

নবাব আলিবর্দ্দীর প্রজাহিতৈষণা, শরফুন্নেসা বেগমের বীরত্ব ঐতিহাসিক ঘটনা। কোন নাট্যকার ইঁহাদের প্রজানুরঞ্জনের কথা নাটকে স্থান দেন নাই। মঞ্চের উপর ভাস্কর পণ্ডিতকে যাঁহারা নরদেবতা-রূপে দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই নাটকের ভাস্করকে দেখিয়া আমাকে প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করিয়াছেন। যে দস্যুর অত্যাচারের কাহিনী এতদিন পরেও বাংলার শিশুকে ভয়ে জর্জ্জরিত করে, মারাঠাদের কাছে সে দেবতা হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালীর কাছে দস্যু ছাড়া আর কিছু নয়।

নাটকে সুর সংযোজনা করিয়াছেন গীতিকণ্ঠ অমিয় ভট্টাচার্য্য। প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে "বাঙ্গালী হওয়া কি পাপ" ইত্যাদি গানটি আমার শিক্ষক-বন্ধু শ্রীযুক্ত শশাঙ্কভূষণ মৌলিক মহাশয়ের রচনা। ইঁহাদের নিকট আমি ঋণ স্বীকার করিতেছি।

এই নাটক দেখিয়া বা পড়িয়া একজন বাঙ্গালীর মনেও যদি একটুখানি দেশাত্মবোধ জাগে, তাহা হইলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি—

মকর সংক্রান্তি
সন ১৩৬৮ সাল। } গ্রন্থকার।

কুশীলবগণ।

—পুরুষ—

আলিবর্দ্দী	....	বাংলার নবাব।
সিরাজউদ্দৌলা	... ...	ঐ দৌহিত্র।
মোস্তাফা খাঁ	....	সেনানী।
মোহনলাল	....	মনসবদার।
জানকীরাম	... ...	দেওয়ান।
গঙ্গারাম	....	কবি।
সমরু	... ...	রাজকর্ম্মচারী।
আক্রাম খাঁ	... ...	নাগরিক।
ভাস্কর পণ্ডিত	....	মারাঠী ব্রাহ্মণ। পেশোয়ার সেনানী।
দিবাকর	....	ঐ ভ্রাতা।
আলিভাই	....	সহকারী।
মধুরাও	... .	হাবিলদার।
সজল	....	আক্রাম খাঁর প্রতিবেশী।

—স্ত্রী—

শরফুন্নেসা	....	আলিবর্দ্দীর বেগম।
কাকলী	....	গঙ্গারামের স্ত্রী।
সিতারা	....	আক্রামের স্ত্রী।
মেহেরউন্নিসা	... .	ঐ কন্যা।

অভিনয়কালে নাটকের নাম পরিবর্ত্তন নিষিদ্ধ।

রক্তের হোলি—নগেন্দ্র নাথ মাইতি প্রণীত লোমহর্ষক ঐতিহাসিক নাটক। চিতোর যেমন রাজপুতের প্রাণকেন্দ্র, তেমনি চিতোরের গৌরব রক্ষার জন্য কত রাজপুত বীর ও বীরাঙ্গনার জীবন রক্ত-রঞ্জিত ও অগ্নিদগ্ধ হ'য়েছে—ইতিহাস যুগে যুগে তার সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে। চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ কর'তে হলে জীবনকে রক্তের হোলি খেলায় উৎসর্গ কর'তে হবে জেনেও রাণা রায়মলের জীবদ্দশায় সিংহাসনের লালসা তাঁর পুত্রদের মধ্যে যে কতখানি প্রবল হয়ে উঠেছিল, সেই মর্ম্মান্তিক কাহিনীর উত্তর দেবে নাটকের প্রতিটি চরিত্র। মূল্য তিন টাকা।

ক্ষুধিত কঙ্কাল—দেবেন নাথ প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক। ক্ষুধিত কঙ্কাল? কঙ্কালের ক্ষুধা? কঙ্কাল কি কাঁদে? কঙ্কাল কি কথা কয়? উদন কে? কোথা থেকে এল? হাড়মালার কি ইতিহাস? কেন-কার জন্য তার আত্মবলিদান? রোমাঞ্চকর ঘটনার আঘাতে আঘাতে পাঠক ও শ্রোতারা অভিভূত হবেন। মূল্য তিন টাকা।

মা ও ছেলে—কানাই নাথ প্রণীত কাল্পনিক নাটক। দরিদ্রের মেয়ে তাপসী আর রাজকুমার মানবেন্দ্র প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে হতে চলেছিল স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু কার ইংগিতে হয়ে গেল মা ও ছেলে? নাট্যগতিতে যবনিকা পর্য্যন্ত ছত্রে ছত্রে বিস্ময়। আর সে বিস্ময় প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে ভাস্বর হয়ে আছে। মূল্য তিন টাকা।

জনতার মুকুট—ব্রজেন দে কৃত ঐতিহাসিক গৌরবগাঁথা। নির্য্যাতিত মনুষ্যত্বের পুঞ্জীভূত বেদনা একদিন মুখর হয়ে ওঠে, গড়ে ওঠে সামন্ত চক্র—বিদ্রোহ করে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে। রক্তের প্লাবন ছুটলো, হাজার হাজার মাথা মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। তারপর—জনতার হল জয়। বহুদিন পর ব্রজেন বাবুর সার্থক নাটক। মূল্য তিন টাকা।

রক্তের আলপনা—ব্রজেন দে কৃত, আর্য্য অপেরায় অভিনীত। মরীচিমালী সূর্য্যের নন্দন কর্ণকে আপনারা জানেন, কিন্তু তার আর একটি ভাগ্যহীন পুত্র শিলাদিত্যের অমর কীর্তি-কাহিনী শুনিয়াছেন কি? তারই বৈচিত্রময় জীবন-কাহিনী নাটকের মধ্যে। সহজে অভিনয় হয়। দাম ৩৲

কে দেবে কবর—অনিল দাসের বিভীষিকাময়ী কাল্পনিক নাটক। হিন্দু সমাজের কঠোর অনুশাসন, ইস্লাম ধর্ম্মের গোঁড়ামী, হিন্দুর শত্রু ও মুসলমানের দুষমনদের লোমহর্ষণ কীর্ত্তিকলাপ, সতী নারীর আর্তনাদের সঙ্গে পিশাচের পৈশাচিক হাসি, শাসকের নির্ম্মম কশাঘাতে প্রজাপুঞ্জের বুকফাটা হাহাকার—পাঠক ও শ্রোতাকে বিচলিত করবে। মূল্য তিন টাঃ

বর্গী এল দেশে

——:(*):——

সূচনা।

পথ।

[নেপথ্যে গুলির শব্দ, আর্ত্তনাদ —"রক্ষা কর, রক্ষা কর, বর্গী— বর্গী"। সঙ্গে সঙ্গে জয়ধ্বনি—"জয় পেশোয়া রঘুজী ভোঁসলের জয়।" পুনরায় গুলির শব্দ]

গীতকণ্ঠে গ্রামবাসিগণের প্রবেশ।

গ্রামবাসিগণ।—

গীত।

ঐ ঐ বর্গী এল, বর্গী এল পালা রে ভাই পালা,
পড়্‌লে পিছে হবি মিছে, জুড়িয়ে যাবে জীবন-জ্বালা।
ব্যাটাদের নাইক ধরম, নাইক ভরম, লজ্জা চোখে নাই,
পুরুষের মাথা কাটে, মেয়েদের শাড়ী টানে,
ঘর আগুনে করে ছাই;
মরেছে বাদশা নবাব, কে দেবে কিসের জবাব?
শুনছি নাকি পণ্ডিতের পো পর্‌বে গলায় মুণ্ডমালা।

[দুইজন রমণী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

১ম রমণী। ওলো, ও ক্ষেন্তি, আমার দোক্তার কৌটো কোথায় ফেলে এলি?

২য়া রমণী। আনতে ভুলে গেছি বৌদি।

১মা রমণী। নিজের জিনিষ গুছিয়ে আনতে তো ভুল হয় নি। চুলের ফিতে, পায়ের আলতা, মায় নখ পালিস পর্য্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিয়ে আসতে পারলি, আর ভুল হ'লো আমার দোক্তার কৌটো? এখন পানের সঙ্গে খাবো কি তাই বল্।

২য়া রমণী। দু'চারদিন দোক্তা নাই বা খেলে।

১মা রমণী। দু'চার দিন! তুই বলিস্ কি খেন্তি? এ কি ডাল-ভাত পেয়েছিস? আমার যে এখনি ঢোঁয়াঢেকুর উঠছে। কোথায় রেখেছিস্ দোক্তার কৌটো?

২য়া রমণী। রান্নাঘরের তাকের উপর।

১মা রমণী। তোর মরণ হয় না কেন? এখন আমি যাই কি ক'রে?

২য়া রমণী। যেও না বৌদি। ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

১মা রমণী। হায় হায় রে, সবে পরশু আমি এক কৌটো দোক্তা করেছি। সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে?

১ম গ্রামবাসীর প্রবেশ।

১ম গ্রামবাসী। সব গেল, ওগো সব গেল। গরু বাছুর সব পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল।

১মা রমণী। যেতে দাও—যেতে দাও, আবার সব্ হবে। বলি আমার দোক্তার কৌটো এনেছ?

১ম গ্রামবাসী। খেঙুরি তোর দোক্তার কৌটো। গরু বাছুর ম'রে ছাই হ'য়ে গেল, বিত্তিব্যাসাৎ বর্গীরা হাতিয়ে নিলে, আর ওর দোক্তার শোক উথ্‌লে উঠ্‌ল।

১মা রমণী। তোমার গায়ে লাগবে কিসে? পরশু এক কৌটো দোক্তা করেছি।...দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও না, নিয়ে এস কৌটোটা।

২য়া রমণী। না দাদা, যেও না, বর্গীরা মেরে ফেলবে। ও ছাই-ভস্ম দোক্তা যাক্ গে।

১মা রমণী। এতবড কথা তোর চুলোমুখি? তুই দোক্তাকে বলিস ছাইভস্ম? নরকেও তোব স্থান হবে না। তুই মরে শাঁকচুন্নী হবি। হায় রে আমার দোক্তা!

২যা রমণী। চুপ কর না বৌদি।

১ম গ্রামবাসী। হায় আমার গরু বাছুর রে!

২যা রমণী। থাম না দাদা! এত জিনিষ গেল, আর এই তুচ্ছ জিনিষেব মাযা ছাডতে পাচ্ছ না তোমরা? চল চল,—পালাই চল।

অন্যান্য গ্রামবাসীদের প্রবেশ।

[তাহাদেব মাথায় ও কাঁধে গাটরি, বোচকা, ছাতা, হাতে জুতা ইত্যাদি এবং একজনেব বুকে ঘুমন্ত ছেলে ছিল]

২য় গ্রামবাসী। ছোট ছোট, দাডালে কেন? আজ আর কারও রক্ষা নাই। এব নাম বর্গী। ওরে, ও ক্যাবলা, এবার চোখ চেয়ে হেঁটে চল্। কতক্ষণ আর ঘুমন্ত ছেলেকে বইবো? চোখ মেল, চোখ মেল, বর্গী এল।

ছেলে। বাবা, বর্গী খাবো।

২য় গ্রামবাসী। ব্যাটা সারাদিন কেবল খাই—খাই। চোখ মেলেই খেতে চাইবে। চল্ চল্। ও প্যালারাম, এগোও না।

১ম গ্রামবাসী। আরে মশাই, এগুই কি ক'রে? মেয়েছেলেরা যে চল্‌তে পাচ্ছে না।

২য় গ্রামবাসী। ওদের সঙ্গে নেবার দরকারটা কি? ফেলে রেখে চল না। বউ গেলে বউ পাবে, কিন্তু প্রাণ গেলে ত প্রাণটা পাবে না।

১মা রমণী। মুয়ে আগুন!

ছেলে। বাবা, বউ খাবো।

১মা রমণী। মিনসেটা কে রে ক্ষেন্তি?

২য়া রমণী। ঘোষপাড়ার মাণিক ঘোষ।

১মা রমণী। আটকুঁড়ীর ব্যাটার নিজের পরিবার নেই কিনা, তাই লম্বা লম্বা কথা।

২য় গ্রামবাসী। বলছে মাণিক ঘোষের যদি বউ থাকত, তাহলে বোধহয় বর্গীদের ভেট দিত।

২য় গ্রামবাসী। বদমায়েস মাগীর কথা শুনেছ প্যালারাম?

১মা রমণী। বদমায়েস তুমি, বদমায়েস তোমার মা-মাসী। গয়লার বালাই নিয়ে মরি। একে মরছি দোক্তার শোকে, তার উপর উনি আবার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে এলেন।

ছেলে। বাবা, ছিটে খাবো।

২য়। গ্রামবাসী। আমি তোর বউকে লাঠিপেটা করবো, তবে নাম আমার মাণিক ঘোষ। [প্রহারোদ্যোগ]

[১মা রমণী লাঠি কাড়িয়া লইয়া তাহাকেই প্রহার করিল]

১ম গ্রামবাসী। এই এই, কি কচ্ছ [নিজেও দুই এক ঘা দিল]

২য় গ্রামবাসী। এতবড় সাহস! আমাকে প্রহার! আমি যদি বিশুদ্ধ গয়লার সন্তান হই, তোকে আমি পৈতে ছিঁড়ে অভিশাপ দেবো—যাঃ, পৈতেটাই ত ফেলে এসেছি!

ছেলে। বাবা, পৈতে খাবো।

[নেপথ্যে গুলির শব্দ]

১ম গ্রামবাসী। এল, এল, বর্গী এল। পালা, পালা, যে যেদিকে পারিস্ পালা।

২য় গ্রামবাসী। ওরে, ও পেলু, আমাকে নিয়ে চল্। আমার যে মাজা ভেঙ্গে দিয়েছে।

জনার্দ্দনের প্রবেশ।

জনার্দ্দন। কেন পালাবি তোরা? তোদের গাঁ, তোদের ভিটে-মাটি ছেড়ে কেন যাবি কাপুরুষের দল? কে বর্গী? আমাদের উপর কি তাদের অধিকার? কোথায় মহারাষ্ট্র,—সেখান থেকে একদল ডাকাত বাজের মত উড়ে এসে তোদের দোরে হানা দেবে, আর তোরা নিজেদের ঘর-বাড়ী ফেলে বউ-ছেলে নিয়ে চলে যাবি?

২য় গ্রামবাসী। না গিয়ে করবো কি ঠাকুর? দেখছ না কাণ্ড-কারখানা?

জনার্দ্দন। দেখ্ছি। দশটা বর্গী হাজার হাজার গ্রামবাসীকে ভয়ার্ত্ত পশুর মত তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষগুলো লাঠির ঘা খেয়ে মর্ছে, তবু একবার প্রতিরোধ ক'চ্ছে না? পায়ে মাড়ালে পিপীলিকাও দংশন করে। আমরা কি পিপীলিকার চেয়েও অধম?

১ম গ্রামবাসী। কিন্তু—

জনার্দ্দন। আয় তোরা, গাঁয়ে ফিরে আয়। ওরে অজ্ঞান! "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" পালিয়ে যাবি কোথায়? এখানে যদি বর্গীরা বাধা না পায়, সমগ্র দেশটাই দ'লে চষে দিয়ে যাবে। তোরা এ ঘাটে না ম'রে আর এক ঘাটে গিয়ে মর্বি। আয়—আয়,

ওরে, তোরা সবাই না হয় আমার বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নে। সবাই মিলে একসঙ্গে হুঙ্কার দিলে বর্গীর প্রাণ কি কেঁপে উঠবে না?

২য়া রমণী। কি দিয়ে ওদের ঠ্যাকাবে দাদাঠাকুর? তোমাদের হাতে ত অস্ত্র নেই।

জনার্দ্দন। নাই থাক্। তুমি আছ, আমি আছি, বাঁশঝাড়ে বাঁশ আছে, ঘর ভেঙ্গে তোদের হাতে হাতে ইঁট দেবো, ঠাকুর ঘর থেকে শালগ্রামশিলা এনে ওদের মাথায় ছুঁড়ে মারবো।

১ম গ্রামবাসী। তাতেই কি বাঁচবে দাদাঠাকুর?

জনার্দ্দন। না-ই বাঁচলুম ভাই। অমর হ'য়ে ত আসি নি। মরবো,—কিন্তু মরার আগে জানিয়ে দিয়ে যাবো যে বাঙ্গালীরা ভীরু নয়; বাঙ্গালীরা মরে কিন্তু হটে না।

ছেলে। বাবা, বাঙ্গালী খাবো।

জনার্দ্দন। আমি বৃদ্ধ, মরতে হয় তোদের সবার আগে আমি মরবো। তোরা আমার পেছনে আসতে পারবি না? আয় মাণিক আয় প্যালারাম, আর সবাইকে ডাক্—সবাই মিলে সমস্বরে বল্— "বাঙ্গালীর জয় হোক্, বর্গী দস্যুদের ধ্বংস হোক্।"

দুইজন সশস্ত্র বর্গীর প্রবেশ।

১ম বর্গী। কোন্ ব্যাটা রে?

২য় বর্গী। এই বুড়ো হারামজাদা!

সকলে। চুপ্।

১ম বর্গী। ওরে, ও গোকুল, দুটো মেয়ে রে! ধর্ ধর্। [দুই জনে দুই রমণীকে ধরিতে গেল]

জনার্দ্দন। খবরদার! [উভয়কে যষ্টিপ্রহার, নারীদ্বয়ের ছুটাছুটি,

মাণিকের নাম জপ, প্যালারামের কম্পন, ছেলের মাণিকের পৃষ্ঠে আরোহণ]

বর্গীদ্বয়। তবে রে বুড়ো শূয়ার! [জনার্দ্দনকে অস্ত্রাঘাত, জনার্দ্দনের পতন ; গ্রামবাসীদের পলায়ন]

জনার্দ্দন। প্যালারাম, মাণিক,—আঃ, নিয়ে গেল, মেয়েদের নিয়ে গেল।

বর্গীদ্বয়। এইবার কোথায় পালাবে পিয়ারি?

১মা রমণী। এগুস নি ড্যাকরা। ভাল হবে না, ধর্ম্ম আছে।

বর্গীদ্বয়। ধর্ম্ম! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

২য়া রমণী। তোমরা কি মনে করেছ বাঙ্গলা দেশটা অরাজক? নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ যখন একথা শুনবেন, তোমাদের ধ'রে নিয়ে গিয়ে জ্যান্ত কবর দেবেন

১ম বর্গী। আলিবর্দ্দী খাঁর মাথায় পয়জার মারি। ধর্ গোকুল, ধর্,—[উভয়ে রমণীদের ধরিতে অগ্রসর হইল]

মেহেরউন্নিসা আসিয়া উভয়ের পৃষ্ঠে গুলি করিল।

১ম বর্গী। উঃ, হা ভগবান্!

২য় বর্গী। ইয়া আল্লা!　　　　　　　[উভয়ের পলায়ন।

মেহের। হ্যাঁগা, তোমাদের মিন্সেরা কোথায়?

১মা রমণী। যমে নিয়েছে মা, যমে নিয়েছে। তোমার কাছে দোক্তা আছে?

২য়া রমণী। চুপ কর বৌদি, আবার দোক্তার নাম কর্‌লে আমি তোমায় খুন কর্‌বো। দাদাঠাকুরকে ধর। দাদাঠাকুর! ইস, একে রক্তে ভেসে গেল! [দুইজনে জনার্দ্দনকে বসাইল]

জনার্দ্দন। তুমি কে মা ?

মেহের। আমি এই গাঁয়েরই মেয়ে, বাবার নাম আক্রাম খাঁ।

জনার্দ্দন। স্বামী স্ত্রীকে ফেলে পালিয়ে গেল, ভাই গেল বোনকে ফেলে, আর তুই কোথাকার কে, তুই এলি দুহাতে অস্ত্র ধ'রে এদের রক্ষা করতে ? কবে বাঙ্গলার সব মেয়েগুলো এমনি ক'রে নিজেদের রক্ষা করতে শিখবে ? আমার কাছে আয়। কি আশীর্ব্বাদ করবো তোকে মা ?

মেহের। এই আশীর্ব্বাদ করুন, যমের ভয়ে যেন পাপকে আমি আশ্রয় না দিই।

জনার্দ্দন। তাই ভাল। আমার সময় হয়েছে। বড় পিপাসা। আমার মুখে তুই একটু জল দিবি ?

মেহের। আমি যে মুছলমানের মেয়ে।

জনার্দ্দন। না রে না, তুই হিন্দু নোস, মুছলমান নোস, তুই মানুষ। তুই বাঙালী। জল, জল,—

জলপাত্রহস্তে প্যালারামের প্রবেশ।

প্যালারাম। জল এনেছি দাদাঠাকুর।

জনার্দ্দন। জল দে মা, জল দে। [মেহের জল পান করাইল] আঃ—আবার যেন আসি এই বাঙ্গলার মাটিতে। সেদিন ঘরে ঘরে যেন দেখতে পাই তোর মত মহিষমর্দ্দিনী।

সকলে। দাদাঠাকুর,—

জনার্দ্দন। বাঙ্গলার শান্তি হোক্ বাঙ্গলার শান্তি হোক।

[সকলের সাহায্যে প্রস্থান।

———

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বর্দ্ধমান – কবি গঙ্গারামের গৃহ।

শিশুপুত্র বিশুর হাত ধরিয়া কাকলীর প্রবেশ।

বিশু। ছেড়ে দাও না মা, কত আর শুয়ে থাকবো? আজ তিনদিন তুমি আমায় একেবারেও বেরুতে দাও নি। আমার বুঝি বাইরে যেতে ইচ্ছা করে না?

কাকলী। ইচ্ছে কর্‌লেই হ'লো? জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, আর তুমি বাইরে যাবে? দস্যি ছেলে, কেবল খেলা আর খেলা। দুটো দিন ঘরে মন বসে না?

বিশু। কি ক'রে বস্‌বে? শুয়ে থাকলেই জানালার ফাঁক দিয়ে আকাশটা আমায় ডাকে।

কাকলী। আকাশ তোমায় ডাকে হতভাগা ছেলে! কবির ব্যাটা কবি হয়েছ? শুয়ে থাক চুপ ক'রে।

বিশু। তবে তুমি ব'সো আমি তোমার কোলে মাথা রেখে ঘুমুই। ব'সো।

কাকলী। এখানে বসবো কি রে? এ যে খোলা বারান্দা। ঘরে চল্‌।

বিশু। না, ঘরে নয়। ঘর থেকে আকাশ ভাল দেখা যায় না। জান মা, আকাশটা কেবলি আমায় বল্‌ছে—"আয় না—সময় হয়েছে, খেল্‌বি আয়।"

কাকলী। থাক্ বাবা, আর কবিত্ব কর্‌তে হবে না। এক কবির জ্বালায় আমি অস্থির, আবার তুমি কবি হ'লে আমার ভিটেয় ঘুঘু চর্‌বে। এই যে বসেছি, শোও। [উপবেশন, বিশুর মাতৃক্রোড়ে শয়ন]

বিশু। মা, সেই ঘুমপাড়ানির গানটা গাও না।

কাকলী। না—না, গান শোনে না। গেরস্থের বউ, বারান্দায় ব'সে গান গাইলে পাড়ার লোকে বল্‌বে কি?

বিশু। বলুক। বাবা ত কিছু বলবে না। গাও না মা, নইলে আমি উঠলুম।

কাকলী। ওরে, শো—শো, গাইছি।

গীত।

খোকা ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো, বর্গী এল দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেবো কিসে?
খোকার বাবা উড়ে গেছে বেয়ে আকাশ তরী,
আনতে গেছে খোকার তরে ডানাকাটা পরী,
বাজারে শাঁখ শানাই বাঁশী,
উলু দেবে খোকার মাসী,
"এনেছি মা তোমার দাসী," বল্‌বে খোকন হেসে,
বর্গীরা সব সেলাম দেবে খোকনে বর-বেশে।
বর্গী এল দেশে॥

[বিশু ঘুমাইয়া পড়িল]

কাকলী। দস্যি ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে। যাই, ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিই গে। দুপুর গড়িয়ে গেল কবির এখনও দেখা নেই। কোন্ গাছতলায় ব'সে মনের আনন্দে কীর্ত্তন ক'চ্ছে। এদিকে পরিবার যে ভাত নিয়ে ব'সে আছে সে খেয়ালই নেই।

মেহেরউন্নিসার প্রবেশ।

মেহের। ও দিদি, দেখবে এস, তোমাদের গাছ থেকে ডাব পেড়ে নিচ্ছে।

কাকলী। কে রে মেহের?

মেহের। আমি কি চিনি? এক মুখপোড়া গাছ থেকে ধুপ ধাপ ক'রে ডাব ফেলছে, আর এক দাড়িওয়ালা কুড়িয়ে পাহাড় জমাচ্ছে।

কাকলী। কই, আমি ত কাউকে ডাব পাড়তে বলি নি।

মেহের। এ ওই দাড়িওয়ালার কাজ। তুমি এস না একবার।

কাকলী। কি ক'রে যাই বল্ ত? ছেলেটা কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে।

মেহের। আমার কোলে দাও না ততক্ষণ।

কাকলী। উঠে পড়বে যে। তার চেয়ে তুই আমার কর্ত্তাটিকে খুঁজে নিয়ে আয় ভাই।

মেহের। তোমার কর্ত্তা খালের ধারে ব'সে রাধার মানভঞ্জন করছে। মানভঞ্জন না হ'তে কি আর উঠবে? রাজ্যের যত অকর্ম্মা বুড়ো এসে বাহোবা বাহোবা ক'চ্ছে আর হরিবোল দিচ্ছে। আমার বাবা আবার একপাশে দাঁড়িয়ে তোবা তোবা ক'চ্ছে।

কাকলী। যা'ক্, সব ছারখার হ'য়ে যাক্! যার সম্পত্তি সে যদি না রাখতে পারে, আমি আর কি করবো?

মেহের। ওমা, ওই যে আসছে গো! এই লোকটাই ত গাছে উঠেছিল।

মধুরাওয়ের প্রবেশ।

মধুরাও। দড়ি আছে, দড়ি?

মেহের। দড়িও আছে, কলসীও আছে।

মধুরাও। কলসী চাইছে কে? শুধু দড়ি। আমার দড়িটা ছিঁড়ে গেছে। দাও—দাও চট্‌পট্‌।

মেহের। ব'সো না; তামাক সাজি, খাও। দুটো আলাপ-সালাপ কর, তারপর—

মধুরাও। সময় নেই। কেন বাজে বকছ? দাও, দড়ি দাও।

কাকলী। কার হুকুম নিয়ে তুমি আমাদের গাছে উঠেছ?

মধুরাও। হুকুম? হুকুম নিতে হবে নাকি?

কাকলী। তবে কি? পরের জিনিষে হাত দিতে গেলে মালিকের হুকুম নিতে হয় জান না?

মধুরাও। জানি। কিন্তু এটা যে বাঙ্গলা দেশ তাও তো তোমরা জান। বাঙ্গলা দেশের মাঠের ফসল গাছের ফল আর পুকুরের মাছ নিতে হ'লে হুকুমের দরকার হয় না। পাঞ্জাব পাঞ্জাবীদের জন্য, বিহার বিহারীদের সম্পত্তি, উড়িষ্যা উড়িয়াদের দেশ; কিন্তু বাঙ্গলা সকলের, বাঙ্গলার ফলজলে সবারই সমান অধিকার।

মেহের। বটে! বেওয়ারিশ মাল পেয়েছ? কি নাম তোমার?

মধুরাও। নাম দিয়ে কি হবে তোর? আমার নাম মধুরাও।

কাকলী। কোথাকার লোক তুমি?

মধুরাও। আমি মারাঠি।

মেহের। কপালে ডোরা কাটা দেখেই বুঝতে পেরেছি। ডাব পাড়ছিলে কেন? তোমার বাপের শ্রাদ্ধে ক'টা ডাব লাগবে?

মধুরাও। শ্রাদ্ধে কে বল্‌লে? পণ্ডিতজীর অসুখ করেছে, তাঁরই জন্যে ডাব নিয়ে যাচ্ছি।

কাকলী। কে তোমার পণ্ডিতজী?

মধুরাও। পণ্ডিতজীর নাম শোন নি? মহামান্য পেশোয়ার সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত।

কাকলী। বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে।

মধুরাও। বেরিয়ে যাবো কি রকম? চালাকি পেয়েছ? আমরা বর্গী, তা জান?

কাকলী। বর্গী! আবার দেশে বর্গী এল!

মেহের। দুত্তোর বর্গীর নিকুচি করেছে। আমি ডাবগুলো বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি দিদি।

মধুরাও। এই, খবরদার, ও পণ্ডিতজীর ডাব।

মেহের। পণ্ডিতজীর বাবাকেলে ডাব। তোর পণ্ডিতজীকে ছাই খেতে বল্‌ গে যা।

মধুরাও। বেয়াদবি করিস্‌ না ছুড়ি, ভাল হবে না ব'লে দিচ্ছি।

মেহের। কি হবে রে মুখপোড়া? ডাবও পাড়বি, আবার চোখও রাঙাবি? ওঃ—ভারি আমার বর্গী? বর্গীর ভয়ে মাটির ভেতর সেঁধিয়ে যাবে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ। মেহের অত জুজুর ভয় করে না।

মধুরাও। কে এই হতভাগা মেয়েটা?

মেহের। মেয়েটা তোর মায়ের বোন মাসী।

[প্রস্থান।

মধুরাও। এই মেয়েটা কে?

কাকলী। কেন?

মধুরাও। আমি ওর বাপের বিয়ে দেখিয়ে দেবো? বর্গীর সঙ্গে মস্করা! ওর বাপের নাম কি?

কাকলী। বলবো না।

মধুরাও। বলবি না হারামজাদি?

কাকলী। বেরিয়ে যাও বর্ব্বর।

বিশু। [উঠিয়া] কি হয়েছে মা? এই লোকটা কে? কেন বাড়ী ব'য়ে এসে তোমাকে চোখ রাঙাচ্ছে?

মধুরাও। আমি কে? শুনবি? আমি বর্গী।

বিশু। বর্গী তুমি! তোমাদেরই নাম শুনলে শিশু ভয়ে মূর্চ্ছা যায়, রোগী অকালে মরে যায়, জন্তু জানোয়াররা পর্য্যন্ত ছুটে পালিয়ে যায়? আমাদের ঘরে কেন এসেছ বর্গী? আমাদের ত ক্ষেতে ধান নেই যে কেটে নেবে, গোয়ালে ত গরু নেই যে দড়ি খুলে নিয়ে যাবে, সোনা-দানা গয়না-গাঁটিও কিছু নেই যে দু'হাতে লুট করবে।

মধুরাও। চুপ কর্ হারামজাদা।

বিশু। মা, একটা লাঠি দিতে পার?

কাকলী। না বিশু, চল্, ঘরে যাই। দেশের রাজা যেখানে প্রজাদের রক্ষা করতে পারে না, সেখানে কিল খেয়ে কিল চুরি করা ছাড়া আর কি উপায় আছে মাণিক? নিয়ে যাও বর্গীমশায় শুধু ডাব কেন?—তোমার মনিবের যদি কাজে লাগে ঘরের চাল খুলে নিয়ে যাও, বাঁশঝাড়ে বাঁশ আছে—সব কেটে নিয়ে মারাঠা দেশে চালান কর। একটা পাঁঠা আছে, কেটে কুটে তোমার মনিবকে নিবেদন কর।

মধুরাও। কথা শুনতে পাচ্ছিস্ না? দড়ি নিয়ে আয় না মাগি।

বিশু। চুপ কর্ অসভ্য।

মধুরাও। কি বললি কুকুরের বাচ্চা?

বিশু। কুকুরের বাচ্চা তুই।

কাকলী। চুপ কর্ বিশু, চুপ কর্। ওগো, তুমি যাও।

মধুরাও। হতভাগা পাজি—বর্গীকে গালাগাল ? [সহসা কাটারি দ্বারা আঘাত] বল্, আর বল্‌বি ?

কাকলী। ওগো, ক্ষমা কর। বিশু,—

বিশু। লাঠি আন মা, আমি এই শয়তানটাকে—উঃ—

মধুরাও। মর্ হারামজাদা মর্ ; বর্গীকে গালাগাল দেওয়ার শাস্তি এই। [পুনঃ পুনঃ আঘাত ; বিশুর পতন]

বিশু। উঃ মা,—

কাকলী। বিশু,—

মধুরাও। বাতাস কর, বাতাস কর্ ; এখনি সেরে উঠবে বিশু। হাঃ-হাঃ-হাঃ !

কাকলী। হাস্‌ছ পিশাচ ? একটা দুগ্ধপোষ্য শিশুকে হত্যা করে বড় আনন্দ হয়েছে—না ? মনে করেছ, এদিন এমনি যাবে ? তা যায় না মুর্খ। কোন পাপ কখনও বৃথা যায় না। একজন নিক্তি ধরে এর বিচার করবেন। আজ আমার শিশু যেমন করে রক্তের সমুদ্রে সাঁতার খেলছে, একদিন তোমারও এমনি দশা হবে। সপ্ত-সমুদ্রের তলায় লুকিয়ে থাকলেও তুমি বিধাতার দণ্ড এড়াতে পারবে না।

মধুরাও। কষ্ট ক'রে আর পোড়াতে হবে না। আমিই বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

কাকলী। বিশু,—

বিশু। মা, বাবাকে ব'লো—দুর্ব্বলের ভগবান নেই, ঠাকুর-দেবতা নেই ; ওরা ধনীর আত্মীয়। যে দেশের মানুষ সবারই কাছে মার খায়, তাদের ঠাকুর শুধু লাঠি। ঠাকুরকে না ডেকে বাবা যেন হাজার হাজার বাঙ্গালীর হাতে লাঠি তুলে দেয়। বাঙ্গলার মধুচক্রের মধু

খেয়ে যারা বাঙ্গালীরই গায়ে হুল ফুটিয়ে দেয়, তাদের অপরাধ কেউ তোমরা মাফ ক'রো না।

মোহনলালের প্রবেশ।

মোহনলাল। কাকলি,—একি, এত রক্ত কেন?

কাকলী। বর্গী এসেছে দাদা, বর্গী।

গঙ্গারামের প্রবেশ।

গঙ্গারাম। কোথায় বর্গী?

কাকলী। আমার কপালে। [কপালে করাঘাত]

মোহনলাল। ইস, এ যে অসংখ্য আঘাত! কে মেরেছে বিশু কে মেরেছে তোকে?

বিশু। বর্গী।

কাকলী। না ব'লে গাছের ডাব পাড়ছিল, তার উপর আমারই ঘরে দাঁড়িয়ে আমাকে কটু কথা বলেছিল। বিশু প্রতিবাদ করেছিল ব'লে তাকে খুন ক'রে রেখে গেছে।

মোহনলাল। এত অত্যাচার! বাঙ্গলার মধু খেতে এরা দলে দলে আসবে আর বাঙ্গালীরই বুকের রক্তে বাঙ্গলার মাটি রাঙিয়ে দেবে? এ জাতটা কি ম'রে গেছে?

কাকলী। ওগো, দেখ্‌ছ কি? যাও, কবিরাজ মশায়কে নিয়ে এস।

গঙ্গারাম। কবিরাজ এসে আব কি করবে কাকলি? যম এসে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছে। শেষ দেখা দেখে নাও, শেষ কথাটি শুনে নাও।

মোহনলাল। হরিনাম কর কবি, হরিনাম কর। সারা জীবন ধ'রে এত যাঁর নাম গান করলে তিনি ত সুদর্শন চক্র নিয়ে ছুটে এলেন না তোমার শিশুপুত্রকে রক্ষা করতে।

বিশু। বাবা, কেঁদো না বাবা! এতদিন হরিনাম করেছ, এবার দেশের গান গাও। নিজের ঘরে যে পরবাসী, তার হরি—লাঠি আর বাহুবল। মামা,—

মোহনলাল। কি রে বিশু?

বিশু। যে পশুরা আমাদের ঘরে দাঁড়িয়ে আমাদের উপর হামলা করে, বাংলার মাটি থেকে তাদের ঝাড়ে বংশে উচ্ছেদ কর। উঃ—মা!

কাকলী। এই যে বাবা—আমি।

বিশু। যাই মা, যাই। সোণার বাংলার শান্তি হোক্। [মৃত্যু]

সকলে। বিশু!

গঙ্গারাম। সৎকারের আয়োজন কর মোহনলাল।

মোহনলাল। এখন নয় কবি, এখন নয়। নবাব রাণীদীঘির পারে নিদমহলে অবস্থান করছেন। আগে তাঁকে ব'লে আসি কি শান্তিতে তিনি আমাদের রেখেছেন। তারপর করবো সৎকার। চিতা সাজাও কবি, আমি যাবো আর আসবো।

কাকলী। দাদা, আমি কি নিয়ে থাকবো?

মোহনলাল। কাঁদিস্ না বোন। একা তোর বিশু মরবে না, বর্গীরা যখন এসেছে, এমনি হাজার হাজার বিশুর উপর তাদের খড়্গ উদ্যত হ'য়ে আছে। পাড়ার ছেলেদের ডেকে আন্, বাঁশঝাড় কেটে তাদের হাতে হাতে লাঠি তুলে দে। ঘোমটা ফেলে দে, বাংলার বিশুর দল আর যাতে না মরে, বাংলার কাকলীরা আর যাতে

অবাঙ্গালীর হাতে অপমানিত না হয়, সে জন্য বঁটি কাটারি নিয়ে তোরা বেরিয়ে আয়। বর্গীরা আছে হাজার হাজার, আমরা আছি লাখ লাখ।

[প্রস্থান।

গঙ্গারাম। যাও বাবা, অমরধামে যাও। আবার যদি আসতে হয়, এই দুর্ভাগা বাংলাদেশে আর এসো না।

[গলার মালা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, কপালের রসকলি মুছিয়া ফেলিলেন, হাতের বৈষ্ণবগ্রন্থ ছুড়িয়া ফেলিলেন]

কাকলী। ওগো, এ কি ক'চ্ছ তুমি? না—না, ছেলের জন্যে আমিই সারাজীবন কাঁদবো। তুমি কাঁদ তারই জন্যে যে তোমার তিনপুরুষের কুলদেবতা।

গঙ্গারাম। দেবতা ঘুমিয়ে আছেন, ঘুমিয়েই থাকুন। যেদিন আমরা অত্যাচারীর রক্তে বাংলার মাটি রাঙিয়ে তুলতে পারবো, সেইদিন আবার তাঁকে ডাকবো। বিশু ঠিক বলেছে, নিজের ঘরে যে পরবাসী, তার হরি লাঠি আর বাহুবল। [মৃতদেহ তুলিয়া লইলেন, ললাটে চুম্বন করিলেন] দেখ কাকলি, গা এখনও জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে।

কাকলী। আকাশ ডাকছে, না? তাই যাও বাবা, মায়ের কোল ছেড়ে আকাশের তারা হ'য়ে ফুটে থাক।

গঙ্গারাম। হে বিদেহি আত্মা, তুমি শান্ত হও; তোমার কথাই আমি শুনবো।

গীত।

ঘুমিয়ে থাক স্বর্গলোকে নিদয় ভগবান।
সৃষ্টি তোমার যাক্ অতলে, তবুও টলে না প্রাণ।

তোমার জপের মালা ফেলে ধরবো এবার লাঠি,
দেখ্‌ছি চোখে এই দুনিয়ায় যার লাঠি তার মাটি,
চক্র তোমার নিথর হরি, মিছে কাঁদা ও নাম স্মরি,
তোমায় যারা ডাকে, তাদের আঁধার নিশিদিনমান ।

[প্রস্থান ।

[নেপথ্যে চীৎকার—"আগুন—আগুন ! বর্গী এসেছে, বর্গী এসেছে ।]

কাকলী । আয় বর্গি, আয়—হাজারে হাজারে আয় । ছেলেটাকে মেরেছিস্, এবার আমাকে মার্ ।

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাণীদীঘি—নিদমহল ।

সিরাজ মুগ্ধ দৃষ্টিতে বাতায়ন-পথে চাহিয়া আপনার মনে বলিতেছিলেন ।

সিরাজ । কবির কল্পনা তোমার রূপ বর্ণনা কর্‌তে পারে না । চিত্রকর তোমার হুবহু চিত্র অঙ্কন কর্‌তে অক্ষম । শস্যশ্যামলা বাংলা, রূপের তোমার অন্ত নেই, ঐশ্বর্য্যের তোমার সীমা নেই, তবু তুমি দীনের চেয়ে দীন । এত থাকতেও তুমি নিঃস্ব । কেন ? কার অপরাধে ?

বাঈজীগণের প্রবেশ ও সিরাজকে সুরা দান।

বাঈজীগণ।—

গীত।

ও মেরে পিয়ারে,

সিরাজ। না-না-না, ও ত অনেক শুনে এলুম। ওতে কোন মধু নেই। বাংলা গান গা, বিশুদ্ধ বাংলা গান।

বাঈজীগণ।—

গীত।

তোমার এই কোকিল ডাকা বনে
ঢেউ খেলানো সবুজ মাঠে শীতল সমীরণে
জানি নাকো কি গুণ জানে,
টানে আমার পরাণ টানে,
গুঞ্জে অলি কাণে কাণে; মন চ'লে যায় বৃন্দাবনে!
শীতল তোমার বটের ছায়া
জলে স্থলে কত মায়া,
মরবো যখন দিও শরণ ওমা তোর ঐ শ্রীচরণে।

[প্রস্থান।

সিরাজ। এর কাছে উর্দ্দু! দূর দূর!

আলিবর্দ্দীর প্রবেশ।

আলিবর্দ্দী। কি হে মিঞা, বিহার থেকে কবে এলে?

সিরাজ। এই আসছি।

আলিবর্দ্দী। কেন, বাপ-মার কাছে মন বসলো না? বড় যে দর্প ক'রে চ'লে গিয়েছিলে। পেছন থেকে কত ডাকলুম, কাণেই তুললে

না। কোথায় গেল সে দর্প? একটা মাসও ত দাদুকে ছেড়ে থাকতে পারলে না।

সিরাজ। তুমি ওই অহঙ্কার নিয়েই গেলে। তোমাকে ছাড়া যেন আমার চলে না। আমি তোমার জন্যে ফিরে এসেছি?

আলিবর্দ্দী। তবে কার জন্যে ভাই? বাপ-মার কাছ থেকে হঠাৎ পালিয়ে এলে কেন?

সিরাজ। আসবো না? বিহারে আবার মানুষ থাকে? দেশের লোকগুলো কথায় কথায় হায় হায় করে; আতা হায়, যাতা হায়, ঘুম করতা হায়। একেই ত জীবনে হায় হায়ের অন্ত নেই। বার্দ্ধক্য জরা রোগ শোক কোন কিছুরই অভাব নেই। এর উপর ভাষার মধ্যে পর্য্যন্ত হাহাকার মিশিয়ে দিতে হবে? সারা শহর তন্ন তন্ন ক'রেও কোথাও বাংলা ভাষা শোনবার উপায় নেই।

আলিবর্দ্দী। কেন, তোমার বাপ-মা ত বিহারী নয়।

সিরাজ। না হ'লে কি হবে? তাঁরাও আমার সঙ্গে হায় হায় করেন। আমি আর বিহারে যাবো না নানাসাহেব। তুমি বল্লে বিশ্বাস করবে না; দুদিন দুটো মোহর দিয়ে এক বাঈজীর কাছে বাংলা কথা শুনেছি। বেঁচে থাক্ আমার বাংলার ঝোপ-জঙ্গল, বেঁচে থাক্ আমার মধুক্ষরা বাংলা ভাষা।

আলিবর্দ্দী। তোমার মুখে এই কথাটি শোনবার জন্যই আমি দীর্ঘদিন ধ'রে অপেক্ষা ক'চ্ছি ভাই। শোন সিরাজ, বাংলার মসনদের জন্য আমার বহু আত্মীয় ওৎ পেতে ব'সে আছে। আমি কারও দাবী মানবো না, এ সিংহাসন আমি তোমাকেই দিয়ে যাবো।

সিরাজ। আমাকে!

আলিবর্দ্দী। হ্যাঁ ভাই। আমি জানি, আমার আত্মীয়দের মধ্যে

বড় যোদ্ধা আছে, জ্ঞানী গুণী চরিত্রবান লোকও আছে, কিন্তু তোমার মত বাংলাকে কেউ ভালবাসতে পারবে না।

সিরাজ। নানাসাহেব!

আলিবর্দ্দী। শোন সিরাজ, শোন; বাংলার মধুচক্রের লোভে আফগান এসেছে, মারাঠা এসেছে, আরও এসেছে কত লুণ্ঠনকারী দস্যুর দল; তারা ধন-রত্ন নিয়েছে, কিন্তু মাটি নেয় নি! কিন্তু এই এংরাজ বেনিয়ার দল শুধু ব্যবসাই করতে আসে নি। বাংলার মাটিতে এদের শেকড় গজিয়ে বসতে দিও না। এদের পয়জার দিয়ে শাসন ক'রো, মাথা তুলতে কখনও দিও না। তা না হ'লে, এরা বাংলার মাটি শুদ্ধ তুলে নিয়ে বিলেতে চালান দেবে।

সিরাজ। তুমি নিশ্চিন্ত থাক নানাসাহেব। বাংলা শুধু বাঙ্গালীর, এর মাটিতে আর কারও দৌরাত্ম্য সহ্য করবো না।

মোস্তাফা খাঁর প্রবেশ।

মোস্তাফা। জাঁহাপনা, মারাঠা-দূত আপনার দর্শনপ্রার্থী।

আলিবর্দ্দী।

মোস্তাফা। পেশোয়া রঘুজী ভোঁসলের সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত বাংলায় এসেছেন। তিনি দূত পাঠিয়েছেন।

সিরাজ। ভাস্কর পণ্ডিত! সেই নৃশংস দস্যু, যার নাম শুনলে শিশুরা মায়ের কোলে মূর্চ্ছিত হয়, আর নরনারীরা নগর ছেড়ে পালিয়ে যায়?

আলিবর্দ্দী। সে এখানে কি চায়?

মোস্তাফা। দূতের মুখেই শুনতে পারবেন।

মথুরাওয়ের প্রবেশ

মথুরাও। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ মহাব্বৎজঙ্গ বাহাদুর জিন্দাবাদ।

আলিবর্দ্দী। কার দূত তুমি?

মথুরাও। জনাব, আমি পেশোয়া-সেনানী ভাস্কর পণ্ডিতের দূত। আপনার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, পাঁচ বছর আগে বর্গীরা যখন বাংলা দেশ আক্রমণ করেছিল, তখন আপনি তাদের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন।

সিরাজ। সন্ধি?

মথুরাও। বলুন না খাঁ সাহেব। আপনি ত সব জানেন।

মোস্তাফা। এই সর্ত্তে সন্ধি হয়েছিল যে বছরে বছরে বাংলার উৎপন্ন শস্যের এক চতুর্থাংশের মূল্য আমরা পেশোয়ার রাজভাণ্ডারে প্রেরণ করবো!

আলিবর্দ্দী। সত্য।

মথুরাও। মহামহিমান্বিত পেশোয়ার নাম ক'রে ভাস্কর পণ্ডিত আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, আপনি তিন বছর আপনার প্রতিশ্রুত চৌথ পাঠান নি।

আলিবর্দ্দী। তিন বছর চৌথ পাঠানো হয় নি? তাইত— জানকীরামকে ডাক ত | ~~সিরাজ~~।

জানকীরামের প্রবেশ

জানকী। বান্দা হাজির জাঁহাপনা।

আলিবর্দ্দী। জানকীরাম, পেশোয়ার রাজভাণ্ডারে কতদিন চৌথ পাঠাও নি?

জানকী। তিন বছর।

আলিবর্দ্দী। কেন? রাজকোষে অর্থ ছিল না?

জানকী। ছিল জাঁহাপনা। কিন্তু মোস্তাকা খাঁ আপনাকে বুঝিয়েছিলেন যে, আফগান-বিদ্রোহ দমন করতে বহু অর্থের প্রয়োজন হবে, সুতরাং "চৌথ" পাঠানো এখন বন্ধ থাক্।

মোস্তাফা। আমি বলেছিলুম? আপনি বলেন কি দেওয়ানজি? আমিই ত বার বার আপনাকে চৌথ পাঠাতে তাগিদ দিয়েছি।

জানকী। কস্মিনকালেও নয়।

মোস্তাফা। আপনি মিথ্যাবাদী।

আলিবর্দ্দী। হুঁসিয়ার বেয়াদপ!

সিরাজ। রাজা জানকীরাম আমাদের একজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী; বিশেষতঃ তিনি বাঙ্গালী। বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে বাঙ্গালী রাজ-কর্ম্মচারীকে অসম্মান করতে বিদেশী আফগানকে আমরা দেবো না।

মোস্তাফা। আপনি যখন নবাব হবেন, তখন এই বিদেশী আফগান ভাগীরথীর জলে তরবারি ফেলে দিয়ে দেশে চ'লে যাবে।

আলিবর্দ্দী। তবে প্রস্তুত হ'য়ে থাক। সে দিনের বেশী দেরী নেই।

মধুরাও। জাঁহাপনা, আমার প্রভু ভাস্কর পণ্ডিত মহান্ পেশোয়ার নামে আপনাকে অনুরোধ করেছেন, আজ হ'তে সাতদিনের মধ্যে আমাদের প্রাপ্য অর্থ পাঠিয়ে দিন।

আলিবর্দ্দী। হিসাব ঠিক আছে জানকীরাম?

জানকী। ঠিক আছে জাঁহাপনা।

আলিবর্দ্দী। তাহ'লে এই মুহূর্ত্তে তুমি মুর্শিদাবাদে গিয়ে টাকা নিয়ে এস। রাজকোষে অর্থ না থাকে, জগৎ শেঠের গদি থেকে ঋণ গ্রহণ কর। কি বল মোস্তাফা খাঁ?

মোস্তাফা। এর মধ্যে বলবার কি আছে জাঁহাপনা? বহু পূর্ব্বেই এ টাকা পাঠানো উচিত ছিল। রাজা জানকীরামের নিজের বুদ্ধি না খাটালেই ভাল হ'ত।

জানকী। বাঙ্গালীর কি বুদ্ধি আছে মোস্তাফা খাঁ?

সিরাজ। সব বুদ্ধি জমা হয়েছে আফগানের মাথায়।

মোস্তাফা। জাঁহাপনা, আমি আপনার পয়জার মাথায় তুলে নিতে পারি, তা ব'লে আপনার দৌহিত্রের কটূক্তি সইবো না।

আলিবর্দ্দী। তা'হলে তুমি আফগানিস্থানেই চ'লে যাও মুস্তাফা। তোমার দেশে দ্রাক্ষালতার থোবায় থোবায় মেওয়া ফলেছে। পাহাড়েরী চূড়ায় বিদায়ী সূর্য্য, হররোজ স্বপ্নের জাল রচনা ক'চ্ছে, সকাল সন্ধ্যায় ইমামের আজানধ্বনি পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনিত হ'য়ে অপূর্ব্ব সঙ্গীত সৃষ্টি ক'চ্ছে। তুমি সেই বেহেস্তে ফিরে যাও। বাংলার ভাবী নবাব এই সিরাজউদ্দৌলা। যদি বাংলার দানাপানি খেতে চাও, এখন থেকে এর কটূক্তির হুলও সহ্য ক'রে যাও; তাতে ব্যথা পাবে, কিন্তু ঠকবে না।

মোস্তাফা। হুঁ। দূতকে কি বলবেন ব'লে দিন।

মধুরাও। জাঁহাপনা, আমি বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি।

আলিবর্দ্দী। যাও দূত, ভাস্কর পণ্ডিতকে গিয়ে বল,

কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ করবো।

সিরাজ। জানকীরামের সঙ্গে তুমিও যাও; যত শীঘ্র পার অর্থ নিয়ে

জানকী। আমি তবে আসি জাঁহাপনা।

[প্রস্থান।

সিরাজ। নানাসাহেব, আমি জিজ্ঞাসা ক'চ্ছি, বঙ্গেশ্বরে ক'জন

মনিব? দিল্লীর বাদশাকে আপনার কর দিতে হয়, আবার পেশোয়াকেও কর দিতে হবে?

আলিবর্দী। উপায় নেই।

মধুরাও। সাধে কি আর কর দেন? না দিলে বর্গীরা বাংলা দেশটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দিয়ে ~~চ'লে যেত~~।

সিরাজ। কতদিনের জন্য এ সন্ধি হয়েছে?

আলিবর্দী। [redacted] বাংলার সিংহাসনে, আমি আছি আর নবাব সিরাজউদ্দৌলা থাকবে। তারপর কি হবে, তুমিই তা বিবেচনা ক'রো। বর্গীর সঙ্গে আমার যুদ্ধ যারা দেখেছে, তারা সবাই বলবে, এ আমার দোষ নয়, আমার নসীবের দোষ।

সিরাজ। কোথায় মহারাষ্ট্র, আর কোথায় বাংলা। বাংলার চাষী গায়ের ঘাম আর চোখের জলে মাটি ভিজিয়ে তাতে শস্য উৎপাদন করবে, আর তার এক চতুর্থাংশ কেড়ে নেবে কোথাকার কে পেশোয়া!

আলিবর্দী। আমি পারি নি, যদি পার, তুমি এ অত্যাচারের প্রতিকার ক'রো।

সিরাজ। সন্ধি তুমি করলে কেন?

আলিবর্দী। রক্তপাত নিবারণের জন্য।

মোহনলালের প্রবেশ।

মোহনলাল। রক্তপাত কি আপনি বন্ধ করতে পেরেছেন জনাব? হিসাবে আপনার ভুল হয়েছিল বঙ্গেশ্বর। হিংস্র ব্যাঘ্রকে রক্ত খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায় না। একবার সে রক্তের স্বাদ পেলে বারবারই রক্ত খেতে চায়।

মোস্তাফা। তার অর্থ ?

মধুরাও। কাকে তুমি হিংস্র বাঘ বলছ ?

মোহনলাল। বলছি তোমার মহামহিমান্বিত পেশোয়াকে।

মধুরাও। খবরদার বাঙ্গালি।

সিরাজ। তুমি চুপ কর, নফর।

আলিবর্দ্দী। তোমাকে যা বলবার তা বলেছি। এবার তুমি যেতে পার।

মধুরাও। যাচ্ছি, কিন্তু পেশোয়ার নামে কটূক্তি আমরা সইবো না।

মোহনলাল। আমরা ত সয়েছি মহান্ পেশোয়ার অসংখ্য অত্যাচার। শিশুকে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে হত্যা করেছে তার বর্গী ভূতের দল, স্বামীর চোখের সামনে স্ত্রীকে ধর্ষণ করেছে এই শয়তানের সহচরেরা,—কত বলবো পেশোয়ার মহত্বের কাহিনী ? আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এই ব্যভিচারী জল্লাদের সঙ্গে সন্ধি করেছেন মহামান্য বঙ্গেশ্বর।

মোস্তাফা। তুমি আবার এখানে কি চাও ?

মোহনলাল। প্রতিকার চাই।

আলিবর্দ্দী। কি হয়েছে মনসবদার ? তোমার চোখে জল কেন ?

মোহনলাল। কতটুকু চোখের জল দেখেছেন আপনি জনাব ? আমার ভগ্নী আর তার স্বামীর চোখের জলে রাজপথ সিক্ত হ'য়ে গেছে।

আলিবর্দ্দী। কেন ? কেন ? তোমার ভগ্নীর স্বামী ত সেই কবি গঙ্গারাম ? কি হয়েছে তার ?

মোহনলাল। তার শিশুসন্তানকে ভাস্কর পণ্ডিতের অনুচর নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।

সিরাজ। আবার হত্যা?

আলিবর্দ্দী। কেন? কি করেছিল সে শিশু!

মোহনলাল। মায়ের কোলে শুয়ে নিদ্রা যাচ্ছিল। ভাস্কর পণ্ডিতের অনুচর বিনানুমতিতে তাদের গাছে উঠে ডাব পাড়ছিল। আমার ভগ্নী যখন তার প্রতিবাদ করলে, তখন সে তাকে অশোভন কটূক্তি ক'রে উঠলো। বিশু জেগে উঠে কি যেন তাকে বলেছিল।

সিরাজ। অমনি সে শয়তানের বাচ্ছা তাকে আঘাতে আঘাতে খতম ক'রে দিলে, এই না?

মধুরাও। সংযত হ'য়ে কথা কও মিঞা। এ তোমাদের ভেতো বাঙ্গালী নয়।

আলিবর্দ্দী। ভেতো বাঙ্গালীর ভদ্রতাটাই তোমরা দেখেছ, তার চোখের দিগ্‌দাহী আগুনের জ্বালা! ~~দেখ নি~~। কত অনুচর নিয়ে এসেছে ভাস্কর পণ্ডিত?

মধুরাও। চল্লিশ হাজার।

আলিবর্দ্দী। বাঃ! প্রাপ্য অর্থ চাইতে হ'লে যে চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আস্‌তে হয়, এ আমাদের জানা ছিল না। কোথায় আছে তারা?

মোহনলাল। শহরময় ছড়িয়ে পড়েছে জনাব। যে যেখানে যা পাচ্ছে, তাই লুট ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। বর্গীর ভয়ে বর্দ্ধমানের অধিবাসীরা যে যেদিকে পাচ্ছে পালিয়ে যাচ্ছে। মহামান্য বঙ্গেশ্বর, আমার অভিযোগের উত্তর দিন। সন্ধিই যদি আপনি ক'রে থাকেন, কেন তার সর্ত্ত পালন করেন নি?

মোস্তাফা। তুমি নফর তার কৈফিয়ৎ চাইবার কে।

আলিবর্দ্দী। ওরাই ত কৈফিয়ৎ চাইবে মোস্তাফা। ওরা যে

প্রজা, বছরের পর বছর ওরা পেটে না খেয়ে রাজার খাজনা দেয়। ওদের ছেলে যদি অকালে মরে, ওদের নারীরা যদি বহিরাগত দুশমনের হাতে লাঞ্ছিতা হয়, ওদের সম্পদ্ যদি অপরে লুণ্ঠন ক'রে নিয়ে যায়, সে ত আমারই অপরাধ। আমি উন্মুক্ত বক্ষে নিরস্ত্র, আমার প্রজাদের সাম্নে গিয়ে দাঁড়াবো। তারা আমাকে যে শাস্তি দেয়, তাই মাথা পেতে গ্রহণ করবো। [redacted] মোহনলাল, কাব গঙ্গারামকে ডাক।

গীতকণ্ঠে শিশুপুত্রের মৃতদেহ লইয়া গঙ্গারামের প্রবেশ।

গঙ্গারাম।—

গীত।

এ কি নিবিড় অন্ধকার!
জীবনের দীপ নিভিয়া গিয়াছে তমোময় চারিধার।
কত যে ডাকিনু, নাহি দিল সাড়া,
কোন্ অজানায় হ'য়ে গেল হারা,
কত যে কাঁদিনু, মুছাতে নয়ন আসিল না সে ত আর!
আশা গেছে যদি, এ ছার পরাণ
হে যমরাজ, কর অবসান;
একি দুঃসহ অনলের জ্বালা দুঃখের পারাবার!

মোহনলাল। দেখুন জাঁহাপনা, এই সেই শিশু। কত আঘাত করেছে দেখুন। অথচ ওর কোন অপরাধ ছিল না।

গঙ্গারাম। সুবে বাংলার নবাব আলিবর্দী, খাঁ, প্রজাদের অভিযোগের জবাব দাও।

মোস্তাফা। বেরিয়ে যাও তুমি বেয়াদপ!

সিরাজ। মোস্তাফা খাঁ!

আলিবর্দ্দী। বলতে দাও মোস্তাফা, কবির যা কিছু বলবার আছে বল্‌তে দাও।

মধুরাও। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করতে পারবো না।

আলিবর্দ্দী। না পার, বেরিয়ে যাও, ভাস্কর পণ্ডিতকে আস্‌তে বল। বল কবি, বল কি বক্তব্য আছে তোমার।

গঙ্গারাম। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ, জবাব দাও ছ' কোটি বাঙ্গালীর পুঞ্জীভূত অভিযোগের। কেন তাদের ছেলেমেয়েরা দস্যুর হাতে প্রাণ দেয়, কেন তাদের নারীরা বাইরের শত্রুর হাতে লাঞ্ছিত হয়। বল বঙ্গেশ্বর, বল, যাদের রক্ষা করতে পার না, তাদের শাসনভার কেন নিয়েছ তুমি?

আলিবর্দ্দী। যাও কবি, যাও, তোমার ছেলেকে আমি ফিরিয়ে দিতে পার্‌বো না সত্য, কিন্তু যারা তাকে অকালমৃত্যু দিয়েছে, তাদের আমি মাফ কর্‌বো না। তোমাদের নির্ব্বোধ নবাবকে ক্ষমা কর কবি! যা করেছি, ভুল করেছি, আজ আমি সে ভুল সংশোধন করবো! আমার ছ' কোটি প্রজাকে যদি আমি রক্ষা করতে না পারি, ত্যাগ করবো আমার এ মসনদ। যদি পারি নবাবের মত নবাব হবো, না হয় ফিকিরি নিয়ে মক্কায় চ'লে যাবো।

মোহনলাল ও সিরাজ। বঙ্গেশরের জয় হোক।

আলিবর্দ্দী। মোহনলাল, জান তুমি, কে এই বালকের হত্যাকারী?

গঙ্গারাম। হত্যাকারী আপনার সম্মুখে। [মধুরাওকে দেখাইল] চল বাবা, চল!

[মৃতদেহ কোলে লইয়া প্রস্থান।

সিরাজ। তুমি! শিশুহত্যা ক'রে তুমি আবার দূত হ'য়ে এসেছ?

মধুরাও। বাচালতা ক'রো না। ভাস্কর পণ্ডিতের দূত তোমাদের ব্যঙ্গের পাত্র নয়।

মোস্তাফা। জাঁহাপনা, দূতকে সসম্মানে বিদায় দিন।

আলিবর্দ্দী। এই শিশুকে হত্যা করেছ তুমি?

মধুরাও। হ্যাঁ।

আলিবর্দ্দী। কেন?

মধুরাও। বাঙ্গালীর কাছে বর্গীরা সব 'কেন'র জবাব দেয় না।

আলিবর্দ্দী। মোহনলাল, এই পশুটা যেমন করে তোমার ওই ভাগিনেয়কে হত্যা করেছে, তেমনি ক'রে এরও পশুলীলার অবসান কর।

মধুরাও। কি?

মোস্তাফা। জাঁহাপনা, এ ভাস্কর পণ্ডিতের দূত।

আলিবর্দ্দী। কে ভাস্কর পণ্ডিত? মোস্তাফা খাঁ, এই পণ্ডিত উপাধিধারী পশুটাকে সসৈন্যে বাংলার মাটিতে কবর দাও।

সিরাজ। এদের বুঝিয়ে দাও মোহনলাল, যে, ভেতো বাঙ্গালীরা শুধু কাঁদতেই জানে না, অস্ত্র ধরতেও জানে।

মোস্তাফা। জাঁহাপনা!

আলিবর্দ্দী। সৈন্য সাজাও, ভাস্কর পণ্ডিতের একটা অনুচরও যেন মহারাষ্ট্রে ফিরে যেতে না পারে। সিরাজ, জানকীরামকে গিয়ে বল— টাকা চাই না, বাঙ্গালীরা রঘুজী ভোঁসলেকে চৌথ দেবে, তবে সে সোণা নয়—রূপো নয়, বিশ জুতি।

মধুরাও। খবরদার বাঙ্গালি!

মোহনলাল। [হস্ত ধারণ] বেরিয়ে এস শয়তান।

মধুরাও। ভাল হবে না নবাব।

সিরাজ। নিয়ে যাও। বাঙ্গালীর এক ফোঁটা রক্তের বিনিময়ে দশ ফোঁটা রক্ত যদি না নিতে পার, তাহ'লে বুঝবো তোমরা পাথর দিয়ে গড়া, তোমাদের প্রাণ আছে, কিন্তু মান নেই।

[প্রস্থান।

মোহনলাল। এস মারাঠা, বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমায়, বাঙ্গালীরা কোন্ উপাদানে গড়া।

[মধুরাওকে টানিয়া লইয়া মোহনলালের প্রস্থান।

মোস্তাফা। দূতের অসম্মান করবেন না জনাব! তাহ'লে—

আলিবর্দ্দী। তাহ'লে কি? ভাস্কর পণ্ডিত অসন্তুষ্ট হবে? এক হাতে, অস্ত্রাঘাত ক'রে আর এক হাতে যে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে, তার অসন্তোষের ভয়ে বাঙ্গালীর রাজদণ্ড হাত থেকে খসে পড়্বে না। তোমাকে যা বল্ছি, তুমি তাই কর। ভাস্কর পণ্ডিতকে ঝাড়ে—মূলে ধ্বংস কর। [প্রস্থানোদ্যোগ ফিরিয়া] আর যদি ভয় পেয়ে থাক, বোরখা প'রে দূরে দাঁড়িয়ে দেখ, বাঙ্গালী মোহনলালের অস্ত্রের ধার তোমার চেয়ে বেশী না কম।—

[প্রস্থান।

মোস্তাফা। বাঙ্গালীর অস্ত্রের ধার আফগানের অস্ত্রের চেয়ে বেশী! ভাল, দেখা যাক্।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

আক্রাম খাঁর বাড়ী।

সজলের প্রবেশ।

সজল। দিদি, মেহের দিদি, ও মেহের দিদি,—

মেহেরউন্নিসার প্রবেশ।

মেহের। কে রে? সজল? কি হয়েছে ভাই? কাঁদছিস্ কেন?

সজল। সর্ব্বনাশ হয়েছে দিদি। বর্গীরা—

মেহের। বর্গীরা কি? তোদের বাড়ীতে হানা দিয়েছে? চল্ চল্ আমি যন্ত্র নিয়ে আস্ছি।

সজল। আর যন্ত্র নিয়ে লাভ নেই দিদি। সব শেষ হ'য়ে গেছে। বাবাকে আর মাকে খুঁচিয়ে মেরেছে। দিদি সিন্দুকের পেছনে বসেছিল, তাকে টেনে নিয়ে কোথায় চ'লে গেছে।

মেহের। ওঃ, কত শুনবো আর এ কাহিনী? তুই একটু আগে এলি নে কেন সজল? এখন গিয়ে আর কি কর্‌বো বল্।

সজল। বাবা-মাকে পোড়াবার ব্যবস্থা কর দিদি। কেউ ভয়ে আস্‌ছে না। আমি দাঁড়াতে পাচ্ছি না, দেখ আমার মাথায় লাঠি মেরেছে। আমি ত মর্‌বোই দিদি! বাবা-মায়ের চিতায় তুমি বরং আমাকে তুলে দিও।

মেহের। মর্‌বি কেন ভাই? আমরা বাঁচবো, বিদেশীর এ অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার জন্যে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। কাঁদিস্ না রে, তোর কান্না দেখে আমার যে মরতে ইচ্ছে হ'চ্ছে। চল্ দাদা, চল্।

সজল। চল। বাবা-মার মুখে আগুন দিয়ে আমি একবার নবাবের কাছে যাবো।

মেহের। নবাবের কাছে যাবি? কি হবে গিয়ে?

সজল। জিজ্ঞাসা করবো তাকে—

মেহের। কি জিজ্ঞাসা করবি পাগল?

সজল।—

গীত।

বাঙ্গালী হওয়া কি পাপ?
কেন তার শিরে অহরহঃ ওগো বরিষে এ অভিশাপ?
এই বাঙ্গালীই মাতৃমন্ত্রে জাতিরে দিয়াছে দীক্ষা,
কেদার গণেশ চাঁদ সীতারাম মাগে নাই দয়া ভিক্ষা;
এত দিল যারা, কি পেয়েছে আজ,
কেন তার বুকে বাজে এত বাজ;
অতল অপার দুঃসহ এ যে সীমাহীন সন্তাপ!

[প্রস্থান।

মেহের। ওঃ—খোদা, এ দুঃখের অবসান কর খোদা।

[প্রস্থান।

আক্রাম খাঁর প্রবেশ।

আক্রাম। কোথায় গেলে গো? ও বিবি,—

সিতারার প্রবেশ।

সিতারা। ব্যাপার কি মিঞা? ভারী খুশী যে! তাহ'লে খবর ভাল?

আক্রাম। ভাল না ত কি? এ কি তোমার বাপজান যে,

যে কাজে হাত দেবে, তাই ল্যাজেগোবরে ক'রে আসবে? এ হচ্ছে তার জামাই আক্রাম খাঁ।

সিতারা। কথায় কথায় বাপের খোঁটা দিও না বলছি।

আক্রাম। আরে দূর বিবি, চটছ কেন? কত বড় দাঁও মেরে এসেছি, সেটা আগে শোন। হিঃ-হিঃ-হিঃ!

সিতারা। মূলোর দোকান খুলে দিলে যে। রাস্তায় সোণাদানা কুড়িয়ে পেয়েছ নাকি?

আক্রাম। আরে সোণাদানা ত তুচ্ছ; এ তার চেয়ে সাংঘাতিক। মেয়েকে ত যা দেবার দেবেই, মেয়ের মাকে শুদ্ধ গয়না দিয়ে ভ'রে দেবে। আর আমাকে দেবে রূপোবাঁধানো ফরসী, সোণাবাঁধানো ছড়ি, মখমলের টুপি, রেশমী পায়জামা।

সিতারা। আর হীরের বদনা।

আক্রাম। তোমার খালি ঠাট্টা।

সিতারা। আরে মড়া, কে দেবে, কেন দেবে, সে কথাটা বলতে দাড়িতে আটকাচ্ছে?

আক্রাম। তবে শোন; তোমার মেয়ের বিয়ে ঠিক ক'রে এসেছি। আসছে মঙ্গলবারে বিয়ে। তিনশো টাকাও আগাম নিয়ে এসেছি। এই নাও, ধর। [থলিয়া দিল]

সিতারা। ওমা, কার সঙ্গে বিয়ে গো? লোকটা কে?

আক্রাম। লোকটা টাকার কুমীর, রূপের জালা, আর বিদ্যের জাহাজ। এইবার বুঝলে?

সিতারা। ছাই বুঝলুম।

আক্রাম। তোমার মাথায় ঘি ব'লে কোন পদার্থ নেই। লোকটার নাম হ'চ্ছে আলিভাই। ভাস্কর পণ্ডিতের ডান-হাত বাঁ-হাত।

সিতারা। বয়স কত?

আক্রাম। ছোকরা, ছোকরা; এখনও মুখে দুধের গন্ধ যায় নি আর কি চমৎকার দেখ্‌তে।

সিতারা। তোমার মত ছাগলদাড়ি আছে?

আক্রাম। ফের দাড়ির খোঁটা দিলে ভাল হবে না সিতার বিবি। এ কি তোমার বাপ পেয়েছ যে, বউ ঠেঙ্গিয়ে দিলেও স'বে যাবে?

সিতারা। খবরদার মিঞা, আবার বাপ তুল্‌লে তোমারই একদিন কি আমারই একদিন।

আক্রাম। [সরিয়া] খবরদার বিবি, আবার আমায় অপমান করলে ভাল হবে না ব'লে দিচ্ছি।

মেহেরউন্নিসার প্রবেশ।

মেহের। বাবা, শীগ্‌গির এস। বর্গীরা কবির বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

সিতারা। অ্যাঁ!

আক্রাম। দিক গে, আমাদের কি?

মেহের। আমাদের কি? পড়শীর বাড়ীতে আগুন লাগলে আমাদের ঘরও ত পুড়বে। বেরিয়ে এস,—সবাইকে ডেকে নিয়ে আগুন নেভাতে চল। না নেভাতে পার, ঘরের জিনিষ যা পার টেনে বার কর।

আক্রাম। না-না, তুই বোস্, কথা আছে।

মেহের। কথা ত ফুরিয়ে যাচ্ছে না, পরেই বল্‌বে। কিন্তু আগুন ত অপেক্ষা করবে না। বেচারীর ছেলে মরেছে; শোকে দুঃখে

কোথায় তারা চ'লে গেছে। এর উপর মাথা গোঁজবার ঠাঁইটুকুও যাবে?

আক্রাম। গেলে কি করবো? বর্গীরা ঘরে আগুন ধরিয়েছে। যে আগুন নেভাতে যাবে, তাকে শুদ্ধ পুড়িয়ে মারবে। দু দশটা হেঁদুর ঘর পুড়লে কি যায় আসে? তা ব'লে হেঁদুর জন্যে জানটা ত খোয়াতে পারি নে।

মেহের। হেঁদুর ঘর থেকে চাল ধার নিতে ত শরম হয় নি বাবা! যেদিন কোথাও কিছু জোটে নি, সেদিন ওই কাকলী দিদিই আমাদের মুখের ভাত জুগিয়েছে। কোনদিন তার এক কড়া ধার শোধ করেছ? তার ছেলেকে বর্গী এসে কেটে রেখে গেল; কত তোমাকে ডাকলুম, তোমার ঘুম আর ভাঙ্গলো না। একলা ঘরে দিদি সারারাত বুক চাপড়ে কেঁদেছে, একবারও তোমরা উঁকি মেরে দেখ নি। আজ যদি বর্গীরা তোমার মেয়েকে কেটে ফেলে, গাঁয়ের হিন্দুরা না ডাকতেই ছুটে আস্বে।

সিতারা। তুমি একবার যাও না। এক বালতি জলও কি ঢালতে পারবে না?

আক্রাম। তুমি কি পাগল হয়েছ সিতারা বিবি? আমি গেলে আলিভাই বল্‌বে কি?

সিতারা। তাও ত বটে। কিন্তু—

আক্রাম। তুই দুঃখু করিস্‌নি মা। খোদাতালা কাফের ব্যাটাদের দুনিয়ার বুক থেকে উৎখাত না কর্‌লে দুনিয়ার শান্তি নেই।

মেহের। ওরা উৎখাত হ'য়ে যাবে, আর তোমরা পায়ের উপর পা দিয়ে দুনিয়ার দুধভাত দশহাত পূরে খাবে! তা হয় না বাবা। ওরা যদি যায়, নদীতে আর মাছ হবে না, গরু আর দুধ

দেবে না, গাছে আর ফল ফল্‌বে না। ওরা না থাকলে তোমরা নিজেরাই একদিন কাটাকাটি ক'রে মর্‌বে।

আক্রাম। তোর মাথা।

মেহের। যে জাত তার মাটির সঙ্গে বেইমানি করে, সে কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। তোমরা এ দেশের দানাপানি খেয়ে পেট মোটা কর্‌বে, আর চেয়ে থাকবে আরবের দিকে, এ ব্যবস্থা চিরদিন চল্‌তে পারে না। পড়শীকে আপন ব'লে বুকের কাছে টেনে নাও, তাদের বিপদকে নিজের বিপদ ব'লে মনে কর, একই বাংলা মায়ের সন্তান হিন্দুমুছলমান এক সঙ্গে কোমর বেঁধে বাইরের শত্রুর উপর বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়। বেঁচে যাবে, সুখে থাকবে; নইলে পেটের ভাতও জুটবে না, পরনের ন্যাকরাও ঘুচবে না।

[প্রস্থান।

আক্রাম। গেল, গেল; ধর না মেয়েটাকে, এখনি যে আলিভাই আস্‌বে পাকাপাকি কর্‌তে।

সিতারা। তুমি একবার যাও না। মেয়ে যখন বল্‌ছে, একবার ঘুরেই এস না!

আক্রাম। আক্রাম খাঁ মেয়েছেলের কথায় চলে না। এ কি তোমার বাপ পেয়েছ?

সিতারা। ফের বাপ? আজ তোমার মুখে ছাই তুলে দেবো। উনুনে ভাত চাপিয়েছি, লাথি মেরে হাঁড়ী ভেঙ্গে ফেলবো।

আক্রাম। অমন কাজ ক'রো না,—ছি। পেট ত আমার একার নয়, তোমারও আছে। আমি না হয় গিয়ে আলিভাইয়ের মেহমান হবো, কিন্তু তোমাদের উপায়?

আলিভাই। [নেপথ্যে] খাঁ সাহেব আছেন? খাঁ, সাহেব,—

আক্রাম। ওই এসেছে। এস মিঞা, এস।

সিতারা। আমি তাহ'লে ভেতরে যাই।

আক্রাম। কিছু দরকার নেই। নিজের চোখে দেখে শুনে নাও।

আলিভাইয়ের প্রবেশ।

আলিভাই। সেলাম।

আক্রাম। সেলাম।

আলিভাই। কই আপনার মেয়েকে দেখছি না ত।

আক্রাম। কাছেই কোথাও লুকিয়ে আছে।

আলিভাই। তাহ'লে আপনার মেয়ের কোন আপত্তি নেই ত?

আক্রাম। আপত্তি? কি বল্‌ছ তুমি মিঞা? মেয়ে ত শুনেই আনন্দে আটখানা, আর মেয়ের মা ত নাচতেই আরম্ভ ক'রে দিলে। চেয়ে দেখ না, এখনও পায়ে নাচ লেগে আছে।

সিতারা। হ্যাঁ গা খাঁয়ের পো, তুমি বাঙ্গালী?

আলিভাই। জী। আমাদের বাড়ী ছিল ঢাকায়। এখন আর সেখানে ভিটে ছাড়া কিছু নেই। আমি আজ দশ বছর ধ'রে পেশোয়ার অধীনে চাক্‌রি ক'চ্ছি। এতদিন পরে এই প্রথম বাংলাদেশে এসেছি।

আক্রাম। আমার মেয়েকে তুমি দেখেছ?

আলিভাই। দেখেছি; মন্দ নয়; চলতে পারে। আমারও জরুরী প্রয়োজন, আপনাদেরও জামাইয়ের প্রয়োজন। সব দিকেই যখন ঠিক হ'য়ে গেছে, তখন আর দেরী ক'রে লাভ নেই।

আক্রাম। না—না, মোটেই দেরী ক'রো না। মেয়েটাকে দেখেছ ত?—একেবারে আশমানের পরী। কত শালা জামাই হ'তে চাইছে।

শুধু লেখাপড়া জানে না ব'লে মেয়ের পছন্দ হ'চ্ছে না। ফস ক'রে কখন কাকে পছন্দ ক'রে ফেলবে, আর তুমি অবাক-লোচন হ'য়ে চেয়ে থাকবে। ওগো, তুমি যাও না, মেয়েকে ডেকে দাও, আর শরবৎ পাঠিয়ে দাও। কি বল মিঞা?

আলিভাই। তা ত বটেই। কথা যখন হ'য়ে গেল, তখন আজই শরবৎ-বিনিময় হ'য়ে যাক্।

সিতারা। তা ত হবে, কিন্তু—

আলিভাই। কোন কিন্তু নেই। তিনশো টাকা দিয়েছি, আরও দুশো এখনি দিয়ে যাচ্ছি।

সিতারা। আল্লাতালা তোমায় দোয়া করুন বাবা। কিন্তু—

আলিভাই। গহনার কথা বল্‌ছেন? কোন ভয় নেই, বিয়ের আগেই আপনার মেয়েকে সাজিয়ে দিয়ে যাবো।

সিতারা। তা ত দেবেই, তা ত দেবেই। কিন্তু—

আক্রাম। মেয়ের মাকে যা দেবে বলেছিলে, সেটার কি হবে?

আলিভাই। সে আপনি কালই পাবেন।

সিতারা। তবে আর কথা নেই খাঁয়ের পো। আজ থেকে আমার মেয়ে তোমারই মেয়ে—খুড়ি জরু!

[প্রস্থান।

আক্রাম। কিন্তু—

আলিভাই। এত কিন্তুর পরও আবার কিন্তু?

আক্রাম। তুমি যে বলেছিলে রূপোর ফরসী, সোণার ছড়ি, মখমলের টুপি, রেশমের পায়জামা—সেটা কবে পাবো?

আলিভাই। আজই পাবেন।

আক্রাম। হেঃ-হেঃ-হেঃ!

মেহেরউন্নিসার প্রবেশ।

মেহের। এই লোকটা কে বাবা?

শরবৎ লইয়া সিতারার প্রবেশ।

সিতারা। তোর খসম।

আক্রাম। এরই সঙ্গে তোর বিয়ে ঠিক হয়েছে। দে, শরবৎ দে।

[সিতারা মেহেরউন্নিসার হাতে শরবতের গেলাস দিল; মেহের তীব্র কটাক্ষে আলিভাইয়ের দিকে তাকাইয়া রইল]

সিতারা। চেয়ে আছিস কি? এমন খসম কারও কখনো হয় না। কতবড় লোক জানিস্?

আক্রাম। বল না খাঁয়ের পো।

আলিভাই। আমি ভাস্কর পণ্ডিতের হাবিলদার।

মেহের। বটে!

আক্রাম। তুই ভাবছিস্ মারাঠী। তা নয়; উনি বাঙ্গালী।

মেহের। আরও চমৎকার।

সিতারা। শরবৎ দে না।

মেহের। কাকে শরবৎ দেবো?

আলিভাই। আমাকে। কায়দা-কানুন কিছু জান না। দাও।
[হাত বাড়াইল]

মেহের। [শরবতের গেলাস ফেলিয়া দিল]

আক্রাম। ফেল্‌লি যে চুলোমুখি?

মেহের। বাবা, আমাদের বিশুকে যে মেরেছে, এই লোকটা তার সঙ্গে ছিল। বাঙ্গালী হ'য়ে বাঙ্গালীর দুশমন ভাস্কর পণ্ডিতের

গোলামী যে করে, তাকে আমি শরবৎ দেবো না, দেবো এই পায়ের পয়জার।

[আলিভাইয়ের গায়ে খড়ম ছুঁড়িয়া দিয়া প্রস্থান।

আলিভাই। কি? আমার গায়ে পয়জার? আমি সবাইকে কোতল কর্‌বো। বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেবো।

আক্রাম। না বাবা, না, অমন কাজ ক'রো না। মেয়েকে আমি বুঝিয়ে পড়িয়ে রাজী করাবোই। তুমি শান্ত হও।

আলিভাই। কক্ষনো শান্ত হবে না। কোতল করবো।

সিতারা। কেবল কোতল করতেই শিখেছ মিঞা। তাও বাঘ ভাল্লুক কোতল কর্‌তে শেখ নি। অতটুকু বাচ্ছা ছেলে কি দোষ করেছিল তোমার কাছে? বাঙ্গালীর ছেলে ত এত নিষ্ঠুর হয় না। তোমাকে বোধ হয় বর্গীতে পয়দা করেছিল।

আলিভাই। কি?

আক্রাম। ওরে, ও সিতারা, সর্ব্বনাশ হবে।

সিতারা। হবেই ত। বাঙ্গালী যখন বাঙ্গালীর রক্ত খেতে বর্গীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, তখন বাংলার আর কোন ভরসা নেই।

আলিভাই। আমি এ অপমান বরদাস্ত কর্‌বো না ব'লে দিচ্ছি। এখনও বল্‌ছি মেয়েটাকে বোঝাও।

সিতারা। না মিঞা, না। মেয়ের সঙ্গে আমিও বল্‌ছি বাঙ্গালী হ'য়ে যে বাংলার দুশমনের গোলামী করে, আমার মেয়ে সে গাধার জন্যে তৈরী হয় নি।

[প্রস্থান।

আক্রাম। গেল, সব গেল।

আলিভাই। আমি তোমার মাথা উড়িয়ে দেবো।

আক্রাম। আরে দূর মিঞা। যে তোমাকে পয়জার মেরেছে, তুমি তাকে জোর ক'রে সাদি কর, তবে না বুঝি পুরুষ।

আলিভাই। হুঁ—আচ্ছা, দেখা যাবে কত দর্প।

[প্রস্থান।

আক্রাম। কি আর বল্‌বো? জামাই। নইলে শালার যা চেহারা, দেখে আমারই ঘেন্না করে। হ'লে কি হয়? যার আছে টাকা, তার সব দোষ ঢাকা।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

ভাস্কর পণ্ডিতের শিবির।

ভাস্কর।

ভাস্কর। পেশোয়া বলেছেন মহারাষ্ট্র মারাঠীদের, পাঞ্জাব পাঞ্জাবী-দের, রাজস্থান রাজপুতের জন্য, কিন্তু বাংলা সবার জন্য। এই মধুচক্রের সবটুকু মধু আমি শোষণ ক'রে নিয়ে যাবো পেশোয়ার জন্য। আজ নিয়ে যাবো "চৌথ", কাল চাইবো সেলামি, পরশু দাবী করবো রাজস্বের অর্দ্ধাংশ। দেবে না আলিবর্দ্দী খাঁ? তাহ'লে তাকে বাংলার মসনদ থেকে টেনে এনে ভাগীরথীর জলে ডুবিয়ে মারবো। আমি ভুলি নি সরফরাজ খাঁর যুদ্ধে বন্ধু বিজয় সিংহের সেই শোচনীয় মৃত্যু।

গীতকণ্ঠে বিপ্রবল্লভের প্রবেশ।

বিপ্রবল্লভ।—

গীত।

পথভোলা, ফিরে চল্।
কেন ভুলে গেলি আপন ধরম, পেলি কি মুক্তাফল?
কে দিল তোমার বরাভয় হাতে তরবারি ক্ষুরধার,
বিপ্রের প্রাণ ছিল যে মহান্ করুণার পারাবার,
কোথা গায়ত্রী, কোথা জপমালা,
আরতি প্রদীপ কই হ'লো জ্বালা,
দধীচির ছেলে কেন দিলি ফেলে অজেয় পুণ্যবল?

ভাস্কর। কে তুমি বালক?

বিপ্রবল্লভ। আমি ভিখারী।

ভাস্কর। কি ভিক্ষা চাও?

বিপ্রবল্লভ। তোমার ঐ পৈতেটি আমায় দাও বাবা, আমি ছাগল বাঁধবো।

ভাস্কর। খবরদার দুর্ম্মতি বালক!

বিপ্রবল্লভ। এ বাজখাঁই গলা ত বামুনের নয় বাবা। এ গলা শুনেছিলুম দিল্লীর রাজপথে চেঙ্গিস্ খাঁ আর নাদির শার, আর শুনেছিলুম বাংলায় কালাপাহাড়ের। হ্যাঁ বাবা যমদূত, তুমি কি চেঙ্গিস্ খাঁর ছেলে না কালাপাহাড়ের সাকরেদ?

ভাস্কর। উন্মাদ বালক, তুমি কার সঙ্গে কথা বল্‌ছ জান?

বিপ্রবল্লভ। জানি,—একটা ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভের সঙ্গে।

ভাস্কর। আমি তোমার শিরশ্ছেদ কর্‌বো! [নিস্ফল আঘাতের চেষ্টা]

বিপ্রবল্লভ। তবু আমি তারস্বরে বলবো,—তুমি ভাস্কর পণ্ডিত নও, ভাস্কর মূর্খ। তুমি জন্মে বামুন, কিন্তু কর্ম্মে চণ্ডাল। তোমার জাত গেছে। গায়ত্রী উচ্চারণ করতে গিয়ে তুমি অস্ত্রশস্ত্রের নাম জপ কর। তোমার রসনায় আতপ চাল আর কাঁচকলা আর ভাল লাগছে না, সে মানুষের রক্ত চায়। ধিক্ তোমাকে মারাঠী বামুন?

ভাস্কর। কোন্ দেশের তুমি, কার ছেলে তুমি? তুমি কি বাঙ্গালী, না বিহারী, না গুজরাটী?

বিপ্রবল্লভ। কেন, বাঙ্গালী হ'লে পুড়িয়ে খাবে? খবরদার বর্গি সর্দ্দার, কেউটে সাপ নিয়ে তুমি খেলা ক'চ্ছ। এখনও যদি সাবধান না হও, বাঙ্গালীরা তোমাকে বাংলার মাটিতেই পুড়িয়ে ছাই ক'রে ফেলবে।

[প্রস্থান]

ভাস্কর। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। বাংলার অফুরন্ত সম্পদ্ ভীরু দুর্ব্বল আলিবর্দ্দীর জন্য নয়। ভারতের যেখানে যত সোণার খনি আছে, সবার উপর ভাগ বসাবে এই শক্তিমান্ মারাঠাজাতি। কে তাকে বাধা দেবে? দিল্লীর বাদশা? টেনে ছুঁড়ে ফেলে দেবো। বাংলার নবাব? গলা টিপে ঠাণ্ডা করবো। যার লাঠি তার মাটি।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

কাকলি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভাস্কর। কে?

কাকলী। পুত্রহারা জননী।

ভাস্কর। এখানে কি চাও?

কাকলী। বিচার চাই?

ভাস্কর। কিসের বিচার?

কাকলী। পুত্রহত্যার।

ভাস্কর। কে করেছে তোমার পুত্রহত্যা?

কাকলী। আপনারই অনুচর মধুরাও। বর্গিসর্দ্দার ভাস্কর পাণ্ডিত, লোক পাঠিয়ে আমার গাছের ফল পেড়ে আনতে কে আপনাকে অনুমতি দিয়েছিল?

ভাস্কর। অনুমতি! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

কাকলী। বিনানুমতিতে আমার গাছের ফল পেড়ে আনলে আমি যদি প্রতিবাদ করি, সেজন্য আমাকে কটূক্তি করবে, এই কি মারাঠার নীতি? আর তার জন্য আমার শিশুপুত্র যদি কিছু বলে, সেই অপরাধে তার হবে মৃত্যু? এ কার হুকুম?

ভাস্কর। আমার। আমার বিজয়রথ বাংলার বুকের উপর দিয়ে দুর্ব্বার গতিতে চ'লে যাবে। যে তার গতিরোধ করতে হাত বাড়াবে, তার মৃত্যুদণ্ড আমি দিয়েই রেখেছি।

কাকলী। তোমার দেশে কি তোমার মরবার স্থান হয় নি যে আমাদের মাটিতে মরতে এসেছ? আমার গাছের ফলে তোমার কি অধিকার?

ভাস্কর। অধিকার এই বাহুবলের।

কাকলী। তুমি নাকি নিষ্ঠাবান্ মারাঠী ব্রাহ্মণ? এই কি তার পরিচয়?

ভাস্কর। যাও নারি, যাও। তোমাদের নবাব সাহেবের কাছে যাও। তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর—কেন তিনি পেশোয়ার প্রাপ্য অর্থ দেন নি। রাজকোষে যদি অর্থাভাব হ'য়ে থাকে, মুর্শিদাবাদের প্রাসাদ আতরের ফোয়ারাগুলো কেন বন্ধ হ'য়ে যায় নি, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হীরাঝিল কেন নির্ম্মিত হ'লো? রাজপরিবারের পোষাকে

পরিচ্ছদে কিসের জন্য এত হীরা মাণিক জহরতের ঘটা? তোমার পুত্রের মৃত্যুর জন্য দায়ী তোমাদের মিথ্যাবাদী নবাব, বর্গীরা নয়।

কাকলী। ফিরে যাও ভাস্কর পণ্ডিত, তুমি ফিরে যাও। বিনা দোষে আমার শিশুকে মেরেছ, আমি পাথরে বুক বেঁধে তা সহ্য করবো। কিন্তু আর কোন মায়ের শিশু যেন এমনি ক'রে না মরে। তুমি বিচার-বুদ্ধি হারিয়েছ, দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব বিসর্জ্জন দিয়েছ। তোমার কাছে আমার আর কিছুই চাইবার নেই। ছেলেকে মেরেছ, আমাকেও মার; শুধু এইটুকু অনুরোধ, আর কোন মাকে তুমি পুত্রহীন ক'রো না।

ভাস্কর। চৌথ যদি না পাই, হাজার হাজার শিশু-বৃদ্ধ-যুবার রক্তে বাংলার মাটিতে আমি আর একটা ভাগীরথী বইয়ে দেবো। আক্ষেপ ক'রো না, বাঙ্গালীর মাথা দু-দশটা থাকলেই বা কি, গেলেই বা কি? এরাই আলিবর্দ্দীর সঙ্গে যোগ দিয়ে সরফরাজ খাঁকে মসনদ থেকে নামিয়ে দিয়েছিল, রাজপুতবীর বিজয় সিংহকে নৃশংস মৃত্যু দিয়েছিল।

কাকলী। ভাস্কর পণ্ডিত,—

দিবাকরের প্রবেশ।

দিবাকর। এখানে নয় মা, এ মরুভূমিতে অশ্রুজল ফেলে কোন লাভ নেই। ডেকে আন আরও যত আছে পুত্রহারা জননী, পিতৃহারা সন্তান, সম্পদ্-হারা গৃহস্বামী। অস্ত্র না থাকে লাঠি মার, ছোবল মারতে না পার, ফোঁস করতেও কি জান না? বর্গীরা কি পাথর দিয়ে গড়া? তারা কি অমর বর নিয়ে এসেছে?

কাকলী। তুমি কে?

দিবাকর। আমি দস্যুসর্দ্দার ভাস্কর পণ্ডিতের সহোদর দিবাকর।

এখানে আর দাঁড়িও না তুমি। যমের দোসর আলিভাই এখনও এসে জোটে নি। ইনি খান রক্ত, আর তিনি লুণ্ঠন করেন নারী-ধর্ম্ম। যাও মা, ঘরে যাও।

কাকলী। কোথায় ঘর? যে ঘরে বিশু নেই, সে ঘর নয়, অরণ্য। ভাস্কর পণ্ডিত, তুমি আমার বিচার করলে না, কিন্তু আমি তোমার বিচার ক'রে এই দণ্ড দিয়ে গেলুম, যে মাটি তুমি রক্তে রাঙিয়েছ, সে মাটিই যেন তোমার শ্মশানশয্যা হয়।

[প্রস্থান।

ভাস্কর। তুমি আবার কেন এলে মূর্খ?

দিবাকর। মূর্খ ব'লেই এলুম। তুমি যখন মরবে, তখন দাহ করতে মারাঠী ব্রাহ্মণ চাই যে। বিষ না থাকলেও কুলোপানা চক্র ত আছে।

ভাস্কর। থাম প্রগল্‌ভ যুবক! ভাস্কর পণ্ডিত যার তার প্রগল্‌ভতা সহ্য করে না।

দিবাকর। পণ্ডিত উপাধিটা তোমায় কে দিয়েছে দাদা? নিজেই জুড়ে নিয়েছ বুঝি? আমি ত দেখছি, তুমি আমার চেয়েও মূর্খ।

ভাস্কর। দিবাকর!

দিবাকর। এসেছ পাওনা টাকা আদায় করতে। নবাবের দরবারে লোকও পাঠিয়েছ। অথচ নবাবের উত্তরের অপেক্ষা না করেই লুটতরাজ আরম্ভ ক'রে দিলে? এর পরে নবাব তোমার পেশোয়াকে চৌথ দেবে না—জুতোর মালা দেবে।

ভাস্কর। নবাব যে চৌথ দেবে না, আমি তা জানি।

দিবাকর। ছাই জান তুমি। রাজা জানকীরাম মুর্শিদাবাদে টাকা আনতে গেছে। দশবিশ লাখ টাকা নিয়ে নাচতে নাচতে দেশে

চলে যেতে পারতে, এখন নিয়ে যাও মুঠো মুঠো ছাই আর হাজার হাজার মানুষের অভিশাপ। আমার ইচ্ছা হ'চ্ছে তোমাকে—

আলিভাইয়ের প্রবেশ।

আলিভাই। পণ্ডিতজি—

দিবাকর। এতক্ষণে ভৃঙ্গী এলেন। একা রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব দোসর! বেশ ক'রে গাঁজায় দম দিয়ে নাও। তারপর কি খবর এনেছ বল।

আলিভাই! তুমি আবার কখন এলে?

দিবাকর। তোমাদের পিছে পিছেই আসছি?

ভাস্কর। বল কি সংবাদ এনেছ? মধুরাও ত এখনও ফিরছে না!

আলিভাই। ফিরেছে পণ্ডিতজি। কিন্তু নবাবের আদেশে মোহনলাল তাকে প্রহারে জর্জ্জরিত করেছে।

ভাস্কর। প্রহার করেছে ভাস্কর পণ্ডিতের দূতকে?

দিবাকর। কুকুরটাকে হত্যা করলে না?

আলিভাই। হত্যাই করতো, বর্গীরা সদলবলে গিয়ে ছিনিয়ে এনেছে। আলিবর্দ্দী বলেছে, আমাদের "চৌথ" দেবে না, দেবে পয়জার।

ভাস্কর। শুনছ মূর্খ?

দিবাকর। শুনছি পণ্ডিত। এই মধুরাও বহু বাঙ্গালীর রক্ত হাতে মেখে নবাবের দরবারে দুতিয়ালী করতে গেছে। প্রাণদণ্ডই তার একমাত্র পুরস্কার। আর তুমি জাতিভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ, তোমার প্রাপ্য পয়জার ছাড়া আর কি হ'তে পারে?

ভাস্কর। আলিভাই, চল্লিশ হাজার বর্গী নিয়ে বাংলার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন কর। শিশু বৃদ্ধ যুবা নারী ক্লীব, হিন্দু মুসলমান ক্রিশ্চান সবাইকে নির্ব্বিচারে হত্যা কর। আগে বর্দ্ধমান, তারপর কাটোয়া, তারপর মুর্শিদাবাদ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দাও। সোণালি শস্য উপড়ে ফেল, দোকানপাট লুট কর। এস, চল্লিশ হাজার মারাঠা যমদূত নিয়ে আমরা এমন বিভীষিকার সৃষ্টি করবো, যেন পাঁচশো বছর পরেও বর্গীদের নাম শুনে বাংলার মানুষ ভয়ে মূর্চ্ছিত হয়।

দিবাকর। দাদা,—

ভাস্কর। দূর হ'য়ে যাও।

দিবাকর। আলিভাই, তুমি অন্ততঃ নিরস্ত হও। তুমি ত বাংলার সন্তান।

আলিভাই। বাংলা উচ্ছন্ন যাক্।

দিবাকর। নেমকহারাম।

ভাস্কর। চুপ্ কর্ নির্ব্বোধ। আলিভাই, বর্গীদের ঢালা হুকুম দিচ্ছি—তারা যা কিছু লুণ্ঠন করবে, সব তাদের। নবাবের নবাবী খতম কর—বাংলার বুকে মারাঠি বাহুবলের চিহ্ন রেখে দাও। জয় মহিষমর্দ্দিনি, জয় মহিষমর্দ্দিনি।

[নেপথ্যে কামানগর্জ্জন]

আলিভাই। নবাবী ফৌজ আক্রমণ করেছে পণ্ডিতজি।

দিবাকর। এস, এইবার সবাই মিলে মরি।

ভাস্কর। মারাঠী ফৌজ, জাগো।

[তূর্য্যধ্বনি করিতে করিতে প্রস্থান।

দিবাকর। ওহে মিঞা, শোন, দরকারী কথা আছে। হ্যাঁ হে, এদেশে তোমার মত লেড়ি কুত্তা আর ক'জন আছে?

আলিভাই। এর উত্তর যুদ্ধের পরে দেখো।

[প্রস্থান।

দিবাকর। মা মহিষমর্দ্দিনি, আমার দাদাকে বাঁচিয়ে রেখে তুমি এই লেড়ী কুত্তাটিকে নাও মা। আমরাও বাঁচি, বাংলার শান্তি হোক্।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মুর্শিদাবাদ—প্রাসাদ।

শরফুন্নেসা।

শরফুন্নেসা। নবাব সেই যে বর্দ্ধমানে গেছেন, আর ফেরার নামটি নেই। রাজধানীর ভার আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে বেশ ক'রে রাণীদিঘির মুক্ত বায়ু সেবন করছেন। মুর্শিদাবাদের কোথাও যেন মুক্ত বায়ু নেই। আমিও আর দু-চারদিন দেখবো। তারপর বিহারে মেয়ের বাড়ীতে চ'লে যাবো।

বাঈজীগণের প্রবেশ।

শরফুন্নেসা। এই যে, এসেছ? বেশ করেছ; নবাবের খবর বল্‌তে পারিস্?

১মা বাঈজী। না বেগমসাহেবা।

শরফুন্নেসা। তবে কি জানিস্?

বাঈজীগণ।— গীত।

(মোরা) আদার ব্যাপারী, আদা বেচে খাই, জাহাজের কথা জানি না।
রাজা-বাদশার কথা হুজুরাইন, ভুলে পাপ মুখে আনি না।
আমাদের কবে গর্দ্দান যাবে, তাই ভেবে মরি নানি গো,
লবণ আনিতে পান্তা ফুরায়, দুনয়নে ঝরে পানি গো,
চোখ কাণ হেথা জমা দিছি সব, বেঁচে আছি মোরা নির্জীব শব,
যত খাই চড়, সব স'য়ে যাই, ক্রুদ্ধ নয়ন হানি না।

শরফুন্নেসা। খুব হয়েছে। এবার যাও। বাইরে কে ঘণ্টা বাজালে, তাকে আসতে বল। [বাঈজীগণের প্রস্থান] বেশ লোক, খবর নেই, মনের আনন্দে বর্দ্ধমানের সীতাভোগ খাচ্ছেন, আর আমি স্ত্রীলোক, রাজ্যটা নিয়ে দুর্ভোগে ভুগে মরছি।

জানকীরামের প্রবেশ।

জানকী। বান্দার সেলাম পৌছে বেগমসাহেবা।

শরফুন্নেসা। রাজা জানকীরাম, আপনি সম্মানিত ব্যক্তি। আপনার মত লোক নিজেকে বান্দা ব'লে পরিচয় না দিলেও আমরা অসন্তুষ্ট হবো না! আপনি দেন পরিশ্রম, আমরা দিই বেতন; তাও আপনাদের দেওয়া রাজস্ব থেকে। এর মধ্যে হীনতার কিছু নেই রাজা।

জানকী। বেগমসাহেবা মহানুভব!

শরফুন্নেসা। আপনি কোথা থেকে আসছেন।

জানকী। বর্দ্ধমান থেকে।

শরফুন্নেসা। বর্দ্ধমানের সীতাভোগ খেয়ে জাঁহাপনার দিন কেমন কাটছে রাজা? মুর্শিদাবাদে তিনি কি ফিরে আসবেন, না মুর্শিদাবাদই তাঁর কাছে যাবে?

জানকী। তিনি অচিরেই ফিরে আসবেন।

শরফুন্নেসা। এতদিন পরে এই খবরটাই বুঝি আপনি নিয়ে এসেছেন?

জানকী। না বেগমসাহেবা; জাঁহাপনা আমাকে টাকা নিয়ে যেতে পাঠিয়েছেন। পেশোয়া রঘুজী ভোঁসলে দূত পাঠিয়েছেন, তাঁর তিনবছরের চৌথ আমরা পাঠাই নি। তাঁর সেনানী ভাস্কর পণ্ডিত চল্লিশ হাজার বর্গী নিয়ে বকেয়া চৌথ আদায় করতে এসেছেন।

শরফুন্নেসা। বলেন কি? তিনবছরে এত টাকাই তাদের পাওনা হয়েছে যে তাই নিয়ে যেতে চল্লিশ হাজার লোক দরকার?

জানকী। বেগমসাহেবা সবই তো বোঝেন। প্রাপ্য না পেলে বর্গীরা আবার বাংলাদেশ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করবে।

শরফুন্নেসা। এ কেমন দূতিয়ালী রাজা? উদ্যত তরবারি হাতে দূতিয়ালী করতে আসা বর্গীদেরই উপযুক্ত। বাংলায় যে মানুষ নেই; নইলে এর মুখের মত জবাব তারা কেউ দিতে পারলে না? বাংলার নবাবকে ঘিরে রয়েছে কতকগুলো স্বার্থান্বেষী আফগান সেনাপতি আর আত্মীয়ের মুখোসপরা কয়েকটা গৃহশত্রু।

জানকী। বেগমসাহেবা, আমি আর অপেক্ষা করতে পারি না, খাজাঞ্চিকে হুকুম দিন, আমি টাকা নিয়ে চ'লে যাই।

শরফুন্নেসা। খাজাঞ্চিকে এত্তেলা দিন, আমি হুকুম দিচ্ছি।

সিরাজের প্রবেশ।

সিরাজ। আর অর্থের প্রয়োজন হবে না নানি! মারাঠাকে আমরা একটা কাণাকড়িও আর দেবো না।

শরফুন্নেসা। সে কি!

সিরাজ। জাঁহাপনা সন্ধিপত্র ছিঁড়ে ফেলেছেন, আর যে দূত ভাস্কর পণ্ডিতের শিবির থেকে এসেছিল, তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন।

জানকী। দূতের প্রাণদণ্ড!

শরফুন্নেসা। চল্লিশ হাজার বর্গী আবার দেশটাকে রসাতলে দেবে না ত?

সিরাজ। দিক; এমনি ক'রে বেঁচে থাকার চেয়ে ছ' কোটি

বাঙ্গালী কলিজার খুন ঢেলে খোদার দরবারে রক্তলেখায় আরজী পেশ ক'রে যাক্! দূর মারাঠা থেকে পেশোয়া বাংলার রক্ত শোষণ করবে, আর বাংলার নবাব হবেন তার যন্ত্র, এ অন্যায় আর আমরা হ'তে দেবো না। বাঙ্গালী ত বিপণির পণ্য নয় যে একবার তাকে বাদশার কাছে আর একবার পেশোয়ার কাছে বিক্রি করা হবে।

শরফুন্নেসা। একথা আমি তখনই বলেছিলুম দাদু। তোমাদের হিতৈষী আত্মীয়েরা আর সদাশয় আফগান সেনানীরা আমার পরামর্শ জাঁহাপনাকে গ্রহণ করতে দেয় নি। আজ যে তোমরা সন্ধিপত্র ছিঁড়ে ফেললে? মোস্তাফা খাঁ বাধা দেয় নি?

সিরাজ। দিয়েছিল, জাঁহাপনা তার বাধা গ্রাহ্য করেন নি।

শরফুন্নেসা। সুসংবাদ এনেছ দূত! বল কি বকশিস্ চাও?

সিরাজ। এই বকশিস্ চাই বেগমসাহেবা, বাঙ্গলার হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই তুমি সন্তান ব'লে মনে ক'রো, কোন হিন্দুর মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ গ'ড়ে তুলো না, আর নিরীহ বাঙ্গালীর বুকে যে মই দেবে, তার কসুর তুমি কখনও মাপ করো না!

শরফুন্নেসা। তাই হবে ভাই। [জানকীরামকে] আপনি তাহ'লে এখন আসুন।

জানকী। কিন্তু জাঁহাপনা যে আমাকে টাকা নিয়ে যেতে কড়া হুকুম দিয়েছেন।

সিরাজ। আপনি রওনা হবার পরই পাশা উল্টে গেছে। জাঁহাপনা আমাকে হুকুম দিয়েছেন আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

জানকী। কারণ কি শাহজাদা?

সিরাজ। ভাস্কর পণ্ডিত একদিকে টাকার জন্য দূত পাঠিয়েছে, অন্যদিকে বর্গীদের লেলিয়ে দিয়েছে শহর লুট করবার জন্য। যে

লোকটাকে পাঠিয়েছে, সে বিনা কারণে কবি গঙ্গারামের শিশুপুত্রকে শোচনীয় ভাবে হত্যা করেছে।

শরফুন্নেসা। কেন, তার অপরাধ?

সিরাজ। কবির স্ত্রীকে সে অসম্মান করেছিল। শিশু তার প্রতিবাদ কর্‌বে, একি সহজ অপরাধ নানি?

শরফুন্নেসা। শুনছেন রাজা? এই বর্গীদের সঙ্গে সন্ধি কর্‌তে আপনিও জাঁহাপনাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই তার পরিণাম। এ আমি জানতুম। সাপকে দুধকলা খাইয়ে বশে আনা যায় না। তার মাথায় লাঠি না মারলে সে দংশন কর্‌বেই। ছ'কোটি বাঙ্গালীর স্বার্থ বলি দিয়ে এই শয়তানের সঙ্গে আপোষ করা চলে না।

গীতকণ্ঠে গঙ্গারামের প্রবেশ।

গঙ্গারাম। —

গীত।

চোখ মেলে চেয়ে দেখ ছয় কোটি বাঙ্গালি,
কত খুন ঢেলে দিয়ে কত জমি রাঙালি।
কত শিশু বলি হ'লো, কত যে ভেঙেছে শাঁখা,
কত ঘর হ'লো ছাই, পথঘাট খুনে মাখা,
আজও ঘুমে যে বিভোল,
লাথি মেরে তারে তোল্‌,
অসি হাতে দিয়ে বল্‌ কেন ঘুম ভাঙ্গালি।

শরফুন্নেসা। কে, কবি গঙ্গারাম নয়?

সিরাজ। হ্যাঁ নানি, এঁরি শিশুপুত্রকে ভাস্কর পণ্ডিতের দূত হত করেছে।

গঙ্গারাম। শুধু আমার নয় বেগমসাহেবা। চল্লিশ হাজার বর্গী

শাণিত অস্ত্রে আরও কত লোকের সন্তান আত্মবলি দিচ্ছে, তার সংখ্যা নেই। নবাবী ফৌজ ভাস্কর পণ্ডিতের শিবির আক্রমণ করেছে। কিন্তু নবাবসাহেবের জানা ছিল না যে, সেই নিশীথ রাত্রেও যত বর্গী শিবিরে ছিল, তার তিনগুণ ছিল বাইরে—ঝোপে-জঙ্গলে আর পাহাড়ের গুহায়। সুযোগ বুঝে তারাও নবাবী ফৌজ আক্রমণ করেছে। জাঁহাপনার সামনে শত্রু, পেছনে শত্রু, ডাইনে বাঁয়ে শত্রুর সংখ্যা নেই।

জানকী। মোস্তাফা খাঁ কোথায়?

গঙ্গারাম। নবাবের সঙ্গেই আছেন। কিন্তু তাঁর অস্ত্রে আর ধার নেই।

শরফুন্নেসা। মোহনলাল?

গঙ্গারাম। মোহনলাল যে এতবড় যোদ্ধা, এর আগে কেউ জানত না কিন্তু সে মানুষ, মানুষের যা অসাধ্য, তা সে কেমন ক'রে করবে বেগমসাহেবা?

শরফুন্নেসা। বুঝেছি কবি। বুঝেছি, মুর্শিদাবাদ থেকে সৈন্য-সাহায্য না করলে নবাবী ফৌজের পরাজয় কেউ রোধ করতে পারবে না।

সিরাজ। অনুমতি পেলে আমি বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে যোগদান করতে পারি।

কাকলীর প্রবেশ।

কাকলী। যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেছে।

সকলে। শেষ হ'য়ে গেছে?

শরফুন্নেসা। কে তুমি?

গঙ্গারাম। অভাগিনী আমার স্ত্রী বেগমসাহেবা।

জানকী। কোথা থেকে আসছো তুমি মা?

কাকলী। বৰ্দ্ধমান থেকে আসছি। বর্গীরা বর্দ্ধমান শহর অবরোধ ক'রে অবাধে লুণ্ঠন ক'চ্ছে। বঙ্গেশ্বরের অৰ্দ্ধেক সৈন্য যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। বাকী অৰ্দ্ধেক সৈন্য নিয়ে তিনি প্রাসাদে নিষ্ক্রিয় হ'য়ে ব'সে আছেন। মোস্তাফা খাঁ জাঁহাপনাকে ক্রমাগত সন্ধির পরামর্শ দিচ্ছে।

সিরাজ। আবার সন্ধি! চলুন রাজা জানকীরাম, শয়তানের সঙ্গে সন্ধি করতে আমরা দেবো না।

কাকলী। কিন্তু সন্ধি না করলে কাউকে ওরা বাঁচতে দেবে না। নিরীহ শহরবাসীর ঘরে ঘরে ওরা আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। আর সেই আগুনে বিশুর মত শত শত শিশুকে নিক্ষেপ ক'চ্ছে! আমি নিজের কাণে শুনেছি তাদের মুখে আমার বিশুর সেই মরণাহত কণ্ঠস্বর। বেগমসাহেবা, দোহাই বেগমসাহেবা, ওদের আপনি রক্ষা করুন। বর্গীদের প্রাপ্য মিটিয়ে দিন। আমি পাগল হ'য়ে যাবো। যেদিকে যাই, সেদিকেই তার অন্তিম আৰ্ত্তনাদ!

গঙ্গারাম। চল কাকলী, বাংলার ঘরে ঘরে গিয়ে সবাইকে এই মরণ-মহোৎসবে নিমন্ত্রণ ক'রে আনি।

কাকলী। ওগো, শুনছো? ওই শোন, ওই শোন, হাজার হাজার বিশু "মা মা" ব'লে চীৎকার ক'চ্ছে। কে এদের রক্ষা করবে?

শরফুন্নেসা। আমি রক্ষা করবো। শুনে যাও তুমি পুত্রহারা জননি, তোমার শিশু-সন্তানকে যে বিনাদোষে হত্যা করিয়েছে, তার কসুর সবাই মাপ করলেও আমি করবো না। বাংলার সন্তানদের যারা তাদেরই ঘরে দাঁড়িয়ে বলি দিচ্ছে, তারা সবাই বুকের রক্তে বাংলার এই পরপদাহত মাটি রঞ্জিত ক'রে এর প্রায়শ্চিত্ত করবে। এ যদি

মিথ্যা হয়, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর মসনদ ভাগীরথীর জলে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দেবো

সিরাজ। আর কেউ তোমার সহায় না হ'লেও আমি সহায় হ'বো নানি।

জানকী। কিন্তু বেগমসাহেবা,—

শরফুন্নেসা। ব'সে থাকুন আপনারা কিন্তুর বোঝা নিয়ে। আমি আমার কর্ত্তব্য স্থির ক'রে ফেলেছি। ধর্ম্ম রসাতলে যাক্, ন্যায় পুঁথির পাতায় কেঁদে মরুক, এতবড় মহাশত্রুকে দমন করতে প্রয়োজন হয় আমরা শয়তানির আশ্রয় নেবো। সিরাজ, হাজী মহম্মদকে তলব দাও। বিশহাজার ফৌজ চাই, হাব্সী নয়, আফগান নয়, বিহারী নয়, খাঁটি বাঙ্গালী সৈন্য।

সিরাজ। হাজী আহম্মদকে যুদ্ধে পাঠাবে?

শরফুন্নেসা। না-না, যুদ্ধে যাবে বেগম শরফুন্নেসা, আর তার সহকারী হবে বাংলার ভাবী নবাব সিরাজউদ্দৌলা?

জানকী। এ আপনি কি বল্‌ছেন বেগমসাহেবা?

শরফুন্নেসা। কেন, আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে আর আপনি দেখেন নি?

জানকী। দেখেছি। কিন্তু এযে বর্গী!

শরফুন্নেসা। বর্গীর দেহ ত লোহা দিয়ে গড়া নয়, আমাদেরই মত রক্তমাংস দিয়ে তৈরী। জাগাও কবি, বাংলার ঘুমন্ত মানুষ-গুলোকে জাগিয়ে তোল। চল মা পুত্রহারা জননি, আমার সঙ্গে চল। হাত যখন অবস হ'য়ে আস্‌বে, তখন আমার কানে কানে তুমি তোমার পুত্রহত্যার কাহিনী বর্ণনা ক'রো, হবে না জয়? পারবো না প্রতিশোধ নিতে? না পারি, তোমাদের সবাইকে নিয়ে মর্‌বো। তবু এ নৃশংসতা আর বরদাস্ত কর্‌বো না। [প্রস্থান।

সিরাজ ও গঙ্গারাম। জয় নবাব আলিবর্দ্দীর খাঁর জয়, জয় বেগম শরফুন্নেসার জয়।

জানকী। কাজটা ভাল হ'চ্ছে না শাহজাদা, জাঁহাপনা শুনলে বল্‌বেন কি?

সিরাজ। বল্‌বেন এই যে, দশটা মুস্তাফা খাঁর চেয়ে একটা বেগমের দাম অনেক বেশী!

[প্রস্থান।

জানকী। কর্‌লে কি কবি? গঙ্গাজলে স্নান ক'রে ডোবায় এসে ডুবলে? ফিরে যাও কবি, এ পথ তোমার নয়।

[প্রস্থান।

গঙ্গারাম। আর কত চোখের জল ফেলবে কাকলি? কত লোকের ছেলেই ত অপঘাতে মরে, কিন্তু তোমার মত এমন পাগল ত কেউ হয় না।

কাকলী। তুমি বল্‌ছ সে ম'রে গেছে? না গো, না; সে মরে নি। লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে এসে মিশে গেছে। হ্যাঁ গো, আমি দেখলুম যে। ওগো, একি ব্যাপার? ভাস্কর পণ্ডিতের মধ্যেও আমি আমার বিশুকে দেখে এলুম। আমি ধারালো ছুরি নিয়ে গিয়েছিলুম তার বুকে বসিয়ে দেবার জন্যে। বিশু অমনি মা ব'লে কেঁদে উঠ্‌ল। আমি শুধু অভিশাপ দিয়ে ফিরে এলুম।

গঙ্গারাম। চল কাকলি, ঘরে যাই চল।

কাকলী। আরে দূর ঠাকুর, ঘর কই? যাকে নিয়ে ঘর, সে যে সবার সঙ্গে মিশে আছে। সব ঘরই আজ আমাদের ঘর। দেখেছ, কি কর্‌তে এসে কি ক'রে বস্‌লুম? বেগম যদি ক্ষেপে গিয়ে ভাস্কর পণ্ডিতকে মেরে ফেলে, তবে ত আমার বিশু মরবে?

গঙ্গারাম। না-না, আর সে মরবে না। এস।

কাকলী। মরবে না বলছ? তুমি কিছু জান না; শুধু কাঁদতে জান। গীতা পড়েছ, গীতা? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি বলেছেন জান?

দেহিনোঽস্মিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা,
তথা দেহান্তর প্রাপ্তি ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।

ওই গো, আবার ডাকছে। আমি যাই, আমি যাই।

[প্রস্থান।

গঙ্গারাম। কে আছ ঘুমন্ত, কে আছ আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালি, কে আছ কল্পলোকবিহারি সাধক, আর হাত-পা গুটিয়ে ব'সে থাকবার সময় নেই। হরি কালী শিবকে এখন অপেক্ষা করতে বল, স্বপ্নবিলাস এখন বন্ধ রাখ। দস্যু এসেছে তোমার ধনপ্রাণ নারীর সম্ভ্রম লুণ্ঠন করতে। জাগো, জাগো হে বাঙ্গালি, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আক্রাম খাঁর কুটির।

আক্রাম খাঁ।

আক্রাম। ও বিবি, সিতারা বিবি,—

সিতারার প্রবেশ।

সিতারা। কি বল্‌ছ ?

আক্রাম। বল্‌ছি তোমার পেটে আগুন লাগুক।

সিতারা। কথার ছিরি দেখ না। হবে কোত্থেকে ? লেখাপড়া ত অষ্টরম্ভা। ছোটবেলা থেকে পরের বাড়ীর ফলপাকুড় চুরি ক'রে আর খালে বিলে মাছ ধ'রেই ত দিন গেছে।

আক্রাম। গেছে ত গেছে। তোমার বাপের মত হাটে হাটে চিটে গুড় ত বেচি নি। পরের জিনিষ না ব'লে চেয়ে নেওয়া,—এ হ'চ্ছে আমাদের চিরকেলে ব্যবসা। তুমি আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর কি বুঝবে ?

সিতারা। চুপ কর মিঞা, মেয়ে শুনতে পেলে ঘেন্নায় গলায় দড়ি দেবে।

আক্রাম। শালার মেয়ে গেছে কোথায় ?

সিতারা। কি ক'রে জানবো ? সে কি ঘরে থাকে ?

আক্রাম। ডাক শীগ্‌গির, এক্ষুনি।

সিতারা। কেন, কি করেছে মেয়ে ?

আক্রাম। কি না করেছে ? আমার দফাটি রফা করেছে। একটা

হেঁদুর মেয়েকে আলিভাই হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছিল. হতভাগী মেয়ে কোত্থেকে ছুটে এসে ধাঁই করে একটা আধলা ইঁট ছুঁড়ে মারলে, আলিভাই ফাটা মাথা নিয়ে ব'সে পড়্‌ল, আর ও বেটী তার চোখে লঙ্কার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে দে হাওয়া।

সিতারা। [সহাস্যে] মেয়েটা এতও জানে।

আক্রাম। তুমি যে সব কটা দাঁত বার করে ফেল্‌লে! দাঁত বার করা বেরিয়ে যাবে এখন। আলিভাই দলবল নিয়ে আসছে।

সিতারা। কেন? আমি ত বলেই দিয়েছি, তার হাতে মেয়ে দেবো না।

আক্রাম। দিলেই কি সে আর নেবে নাকি? সবাইকে এক-সঙ্গে বেঁধে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে।

সিতারা। কখন?

আক্রাম। এক্ষুনি। তারা এল বলে।

সিতারা। তাহ'লে মেয়েটাকে ডেকে আনি। শুঁটকী মাছের ভর্ত্তা রেঁধেছি। বেশ করে আগে খেয়ে নিই এস।

আক্রাম। । তুমি ভাব্‌ছ আমি ঠাট্টা ক'চ্ছি। আমি নিজে দাঁড়িয়ে দেখেছি মেয়েটার কাণ্ড।

সিতারা। দাঁড়িয়ে দেখলে, অথচ সেই বাঁদীর বাচ্ছার হাতখানা টেনে ধর্‌তে পারলে না?

আক্রাম। কেন ধর্‌বো? ও হেঁদুর মেয়ে, ওর জন্যে আমি মর্‌তে যাবো কেন? আলিভাই যাই করুক, সে হ'চ্ছে আমার জাতভাই।

সিতারা। ঢের ঢের মুখ্যু দেখেছি, তোমার মত মুখ্যু আর দেখি নি।

আক্রাম। ফের মুখ্যু বললে আমি গাড়ীচাপা পড়বো ব'লে দিচ্ছি।

সিতারা। তাই পড় গে যাও। তোমার মত আদমি বেঁচে থেকে কি হবে? ছি-ছি-ছি, হেঁদুর মেয়ে ব'লে তার অপমান তুমি চেয়ে চেয়ে দেখলে?

আক্রাম। দেখবো না তো কি?

সিতারা। আজ যদি সে কুকুরটা এসে তোমার মেয়ের শাড়ী টেনে ধরে?

আক্রাম। ধরবে কেন? সেও মোছলমান, আমিও মোছলমান

সিতারা। লুচ্চার কোনো জাত নেই মিঞা। তোমার জাতভাই হেঁদুর মেয়েকে বেইজ্জৎ কচ্ছিল, আর তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখেছ। তোমার চাচাত বোনকে যখন গুণ্ডারা রাস্তায় ধরেছিল, তখন গুণ্ডাদের রাস্তায় শুইয়ে দিয়েছিল তোমার কোন বোনই? হেঁদুর বাচ্ছা মোহনলাল নয়?

আক্রাম। সঙ্গে যে আমি ছিলুম, সেটা বুঝি কিছু নয়?

সিতারা। তুমি তো দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত বুলুচ্ছিলে আর তোবা তোবা কচ্ছিলে!

আক্রাম। মিছেকথা বলিস্ নি কস্‌বি। একি তোর বাপ পেয়েছিস্ যে গুণ্ডা দেখে মাঠময় ক'রে ফেলবে?

সিতারা। ফের বাপ তুললে?

আক্রাম। দাড়ি তুললেই আমি বাপ তুলবো।

মেহেরউন্নিসার প্রবেশ।

মেহের। মা, ও মা, খেজুরগাছকাটা রামদাওখানা দাও ত॥

সিতারা। কেন? কেন? রামদাও কি হবে?

মেহের। বর্গী ব্যাটারা পাড়ায় ঢুকেছে।

আক্রাম। তুই তার কি করবি? ব'সে থাক্ চুপ ক'রে।

মেহের। বেশ, তাহ'লে রামদাওখানা নিয়ে তুমিই বেরিয়ে পড়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ছেলেরা ওৎ পেতে ব'সে আছে, তাদের সঙ্গে যোগ দাও, আমি বাড়ী আগলাচ্ছি। দেরী ক'রো না বাবা। দুটো মাথা যদি নিতে পার, বুঝবো তুমি বাপের ব্যাটা। নইলে জানবো, তোমার মা ছিল, বাপ ছিল না।

আক্রাম। মেয়েটার কথা শুন্‌ছ?

সিতারা। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও না।

আক্রাম। ক্ষেপেছ? আমি জীবহত্যা করতে পারবো না।

মেহের। এত দয়া তোমার? তবে সেদিন বংশী কামারের ছাগলটাকে ঠেঙ্গিয়ে মেরে ফেল্‌লে কেন?

আক্রাম। মার্‌বো না? সে আমার লাউগাছ খেলে কেন?

মেহের। বর্গীরা যে তোমাদের মাথাটা চিবিয়ে খাচ্ছে, সেটা দেখতে পাও না? দোকানপাট বাড়ীঘর পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিচ্ছে, মুর্গীর মত ছেলেমেয়ে জবাই ক'চ্ছে, বাপ-মার সামনে মেয়েগুলোকে বেইজ্জৎ ক'চ্ছে, তাতে গায়ে ফোস্কা পড়ে না?

সিতারা। তুই পোড়ারমুখীই বা বর্গী ঠেঙ্গাতে বেরুলি কি ব'লে? তোর গায়ে এত রক্তই বা কিসের? কার কুকুর মেরে এলি?

মেহের। কুকুর নয়—কুকুর নয়, বর্গী। আমি তিনটে বর্গীকে খুন ক'রে এসেছি। আজ পাঁচটাকে খুন না ক'রে দানাপানি মুখে তুলবো না।

আক্রাম। অ্যাঁ! শালার মেয়ে বলে কি? একেই ত আলি-

ভাইয়ের মাথা ফাটিয়ে সর্ব্বনাশ ক'রে এসেছিস্। তার উপর তিনটে বর্গী খুন! তুই রহাস্তি কচ্ছিস নাকি?

মেহের। রহস্য নয়। দাড়িতে আর টিকিতে বেঁধে মাথাগুলো নিয়ে এসেছি। শকুনে ঠোকরাচ্ছে দেখ গে যাও।

আক্রাম। হারামজাদি, তুই কর্‌লি কি? এখুনি যে ওরা এসে জ্যান্ত কবর দেবে।

সিতারা। এখনও ত দেরী আছে। চল চল, আগে খেয়ে নিই, তারপর যা হয় হবে।

আক্রাম। চোপরাও কসবি! ভয়ে আমার হাত-পা পেটের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে, আর ওর নোলা দিয়ে জল ঝর্‌ছে। খাওয়াবে এখন জন্মের মত।

সিতারা। আরে মিঞা, মরা যখন ঠিক হ'য়েই গেছে, এখন ভাবনার ত আর কিছু নেই। অমন ভর্ত্তাটা শুধু শুধু নষ্ট হবে কেন?

মেহের। তুমি ভর্ত্তা খাও গে মা। আমাকে রামদাওখানা দাও। আমি বে'রিয়ে পড়ি।

সিতারা। একা বেরুবি কেন? আমিও সঙ্গে যাবো এখন।

আক্রাম। আঁ্যা! শয়তানী বলে কি? পাছে আমার কোন ক্ষেতি হয়, এইজন্যে আমি তলে তলে ওদের ভাল ভাল হেঁদুর মেয়ে দেখিয়ে দিলুম, আর আমারই মেয়ে করলে বর্গী খুন! আর তুই শয়তানীও মেয়ের তালে তাল দিচ্ছিস্? গেল—গেল, সব গেল।

মেহের। কি বল্‌লে বাবা? তুমি ওদের সাহায্য করেছ? মেয়েদের তুমি দেখিয়ে দিয়েছ? শুন্‌ছ মা?

সিতারা। রামদাওখানা এনে দিচ্ছি। ওই তিনটের সঙ্গে ওর

মাথাটাও লট্‌কে ফেল্‌। অমন ইতরের বাচ্ছাকে বাপ ব'লে ডাকার চেয়ে তুই বরং কুকুর-ছাগলকে বাপ্‌ বলিস্‌।

[প্রস্থান।

মেহের। বাবা, তুমি কি সত্যি মোছলমানের ব্যাটা ?

আক্রাম। বেশী বকাস্‌ নি বল্‌ছি। আমার মাথার ঘি ফুট্‌ছে।

মেহের। ঘি আছে তোমার মাথায় ? আমার ত মনে হয় বিলকুল গোবর। ছি-ছি-ছি, এ তুমি পারলে কি ক'রে ? আমি তোমায় খুন করবো।

আক্রাম। যা-যা, ভেতরে যা। আলিভাই আসছে।

মেহের। সে বাঁদীর বাচ্ছাকে আমি যদি কবরে না পাঠাই ত আমি মোছলমানের মেয়ে নই।

আলিভাইয়ের প্রবেশ।

আলিভাই। কাকে কবরে পাঠাবে ? আমাকে ?

আক্রাম। গেল গেল, সব গেল।

আলিভাই। শুনেছ তোমার মেয়ের কাহিনী ?

আক্রাম। কই, শুনি নি ত। কি করেছে ?

আলিভাই। এই দেখ, আমার মাথাটা ফাটিয়ে চৌচির করেছে।

আক্রাম। আরে সে ও নয়, ওই বিষ্টু বেরার মেয়ে।

আলিভাই। না—না, আমি এই শূয়ারের বাচ্ছাকে চিনি না ?

মেহের। খবরদার অসভ্য !

আলিভাই। বটে ! বর্গী এখনও চেন না পিয়ারি ? আমাদের চনটে অনুচরকে তুমি খুন করেছ।

মেহের। তোমরা যে আমাদের হাজার হাজার খুন করেছ।

আক্রাম। বেশ করেছে। তোর কি? তোর বাপকে ত খুন করে নি।

মেহের। তুমি চুপ কর বাবা।

আলিভাই। মধুরাও!

মধুরাওয়ের প্রবেশ।

মধুরাও। হাঁ, হাজির। এই ত সেই মেয়েটা, সেদিন গঙ্গারামের বাড়ীতে আমাকে যাচ্ছেতাই অপমান করেছিল।

আলিভাই। বেঁধে নিয়ে চল। এ আমাদের তিনটে বর্গীকে খুন করেছে। আমাকে জখম করেছে। আমি ওকে আমার বাঁদী কর্‌বো।

আক্রাম। ওকে নয় মিঞা, তুমি বরং ওর মাকে নিয়ে যাও। আমি তালাক দিয়ে দিচ্ছি,—তুমি স্বচ্ছন্দে তাকে নিকে ক'রে ঘর-সংসার কর।

মেহের। বাবা,—

মধুরাও। চ'লে আয় হারামজাদি।

মেহের। চুপ্, মাথাটাই ছিঁড়ে ফেলবো।

আলিভাই। বটে! বর্গীর মাথা অত পলকা নয়। [মেহেরকে বন্ধন] টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাও। আগে আমি বিচার করে নিই, তারপর হবে পণ্ডিতজীর বিচার।

আক্রাম। আলিভাই, এ তুমি ক'চ্ছ কি? আমার মেয়েকে বাঁধলে তুমি!

মধুরাও। দরকার হয় তোমাকেও ছেড়ে দেবো না। মেয়ে লেলিয়ে দিয়ে বর্গী খুন! ঘরবাড়ী সব জ্বালিয়ে দিয়ে যাবো

আক্রাম। অ্যাঁ! এ তোমরা করলে কি? আমি যে তোমাদের কত সাহায্য করেছি। শেষকালে আমারই ঘরে আগুন, আমারই মেয়ের হাতে দড়ি?

মেহের। তাই হয় বাবা, শয়তানকে যে সাহায্য করে, তাকেও সে ছেড়ে কথা কয় না।

মধুরাও। শয়তানির আর জায়গা পাও নি? আলিভাইয়ের মাথা ফাটানো? তার ওপর তিন-তিনটে বর্গীকে খুন! এবার তোর মাথাটা যদি কঁ্যাচ ক'রে কেটে ফেলি, তোর কোন্ বাবা রক্ষা করবে?

মেহের। যে বাবা কুকুরের বাবা, ঠাকুরের বাবা, আমার বাবা, তোর বাবা, তিনিই রক্ষা করবেন।

আলিভাই। বটে

মেহের। শোন্ বাঁদীর বাচ্ছা আলিভাই, তুই আমার হাত ধ'রে আমায় বেইজ্জৎ করেছিস্। আমি আল্লাতালার নাম নিয়ে কসম খেয়ে বলছি, আজ থেকে এক মাসের মধ্যে তোকে আমি কোতল করবো। যদি তা না পারি, তাহ'লে এই চোখ আর দুনিয়ার আলো দেখবে না, এ দেহ পচা ছেঁড়া কাঁথার মত গাঙের জলে ভাসিয়ে দেবো।

[মধুরাওকে পায়ের ঠোক্কর দিয়া শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া প্রস্থান।

আলিভাই। ছুটে যাও, পালালো।

মধুরাও। কোথায় পালাবে? পিছে যম আছে।

[প্রস্থান।

আক্রাম। এখনও বলছি আলিভাই, ওকে ছেড়ে দাও, বেইমানি ক'রো না।

আলিভাই। না-না-না, বেইমানি আমি করবো না। ওকে আমি

সাদি না কর্‌লেও বাঁদী ঠিকই কর্‌বো। তারপর একদিন মহারাষ্ট্রের বাঁদীর হাটে ডোমের কাছে বিক্রী কর্‌বো

[প্রস্থান।

আক্রাম৽। শালা জামাই হ'তে এসেছিল। দূর দূর, এ বর্গী ব্যাটা-দের চেয়ে শেয়াল-কুকুর ভাল।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

নিদমহল।

আলিবর্দ্দীর প্রবেশ।

আলিবর্দ্দী। কোনদিকে পথ নেই? ত্রিশহজার বর্গী বর্দ্ধমান শহর বেষ্টন ক'রে ব'সে আছে। রসদ ফুরিয়ে গেল, বাইরে থেকে খাদ্যশস্য আসবার পথ নেই। হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ ক্ষুধার্ত্ত, অস্ত্রধারণে অক্ষম। চারিদিক থেকে অগ্নিদাহ, লুণ্ঠন আর খুন-খারাবির খবর আস্‌ছে, আর আমি দণ্ডমুণ্ডের মালিক—পঙ্গুর মত নিষ্ক্রিয় অথর্ব হ'য়ে ব'সে আছি। ওঃ—এই আমার নবাবী, এই আমার বীরত্ব!

সমরুর প্রবেশ।

সমরু। জাঁহাপনা,—

আলিবর্দ্দী। কে জাঁহাপনা? জাঁহাপনা ম'রে গেছে। আমি তার জীর্ণ কঙ্কাল। কি বল্‌তে এসেছ?

সমরু। রসদখানায় একদানা রসদ নেই হুজুর।

আলিবর্দ্দী। নেই, তা আমি জানি।

সমরু। হুজুর—

আলিবর্দ্দী। কি বলছ? রসদখানা শূন্য, কয়লা নেই, ওষুধ নেই, ভৃত্যেরা পালিয়ে গেছে। গয়লা দুধ দেয় না, মশালচি বাতি জ্বালে না—সব জানি সমরু, সব জানি। শুধু জানি না কি এর প্রতিকার। যাও, সবাই চ'লে যাও, যেমন ক'রে পার, আত্মরক্ষা কর।

সমরু। আপনি ভাববেন না হুজুর। এ দুর্য্যোগ কেটে যাবে। খোদাতালাকে ডাকুন।

আলিবর্দ্দী। তুমি গিয়ে বরং পীরের দরগায় সিন্নি দাও। আমার অত বিশ্বাস নেই।

সমরু। হুজুর—

আলিবর্দ্দী। আবার হুজুর? যাও, নিজের কাজে যাও

মোস্তাফার প্রবেশ।

মোস্তাফা। বান্দার সেলাম পৌঁছে জাঁহাপনা!

সমরু। [স্বগত] ব্যাটা নিশ্চয়ই কোন ফুসমন্তর দিতে এসেছে। যাচ্ছি বাবা, আমিও গিয়ে মোহনলালকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল চাই ত।

[প্রস্থান।

আলিবর্দ্দী। বিশহাজার সৈন্যের মধ্যে কত অবশিষ্ট আছে মোস্তাফা খাঁ?

মোস্তাফা। মাত্র দশহাজার।

আলিবর্দ্দী। দশহাজার সৈন্য কর্পূরের মত উবে গেল, অথচ

বর্গীরা সংখ্যায় যা ছিল, প্রায় তাই আছে? এত হীনবীর্য্য তোমরা, তা আমার জানা ছিল না।

মোস্তাফা। জাঁহাপনা যদি পথ থেকে ধ'রে এনে যাকে-তাকে দশহাজারি মনসবদারি দেন, তার পরিণাম এই-ই হবে। কোথাকার কে মোহনলাল, এখনও ভাল ক'রে তরবারি ধরতে শেখে নি, নবাবী ফৌজের অর্দ্ধেক রইল তার হাতে। এরা মরবে না ত মরবে কে জাঁহাপনা?

আলিবর্দ্দী। যে তিন হাজার বর্গী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে, তার একটাও তোমার হাতে মরে নি, মরেছে ওই মোহনলালের হাতে।

মোস্তাফা। একথা মিথ্যা জাঁহাপনা।

আলিবর্দ্দী। সবাই মিথ্যাবাদী, আর তুমি একাই সত্যবাদী।

মোস্তাফা। জাঁহাপনা, আপনাকে আমি বহুবার বলেছি বাঙ্গালীদের আর যে-কোন চাকরীতে বহাল করুন, কিন্তু সৈন্যদলে তাদের স্থান দেবেন না।

আলিবর্দ্দী। নিশ্চয়ই দেবো, — বাংলাদেশ বাঙ্গালীর; বাংলার রাজ সরকারে বাঙ্গালী কর্ম্মচারীই থাকবে -দু'দশজন বিদেশী থাকবে, বাবুর্চ্চি, খানসামা আর গাড়োয়ান। আফগান সেনানীরা বিদায় নিলে তাদের স্থান বাঙ্গালীরাই পূর্ণ করবে, আফগান বিহারী বা পাঞ্জাবী নয়।

মোস্তাফা। আমি বহুবার আপনাকে বলেছি। এরা যুদ্ধ করতে জানে না।

আলিবর্দ্দী। বেইমানি করতেও জানে না। অক্ষমতা সহ্য করা যায়, কিন্তু বেইমানি সয় না মিঞা। আমার দুর্দ্ধর্ষ সুশিক্ষিত আফগান সেনানীরা বিহারে যে রাজভক্তি দেখিয়েছেন, তার পরও যদি মোস্তাফা

খাঁ আমায় বিদেশী সৈন্য বহাল করতে বলেন, আমি সেকথা শুনবো, কিন্তু মানবো না।

মোস্তাফা। আমি ভেবে অবাক হ'চ্ছি জনাব, দিল্লীর বাদশা নিজেকে ভারতবাসী ব'লেই মনে করেন না, আর আপনি অনায়াসে নিজেকে বাঙ্গালী ব'লে জাহির ক'চ্ছেন?

আলিবর্দ্দী। তারা বেইমান, তারা দেশের দুশমন। যারা ভারতের জন্মেছে, ভারতের নুন খেয়েছে, তবু ভারতকে বলে বিদেশ, ভারত-বাসীকে বলে বিজাতি, আমি সে দলের লোক নই মিঞা। আমি দ্বিধাহীন কণ্ঠে তারস্বরে বল্‌বো—"আমি ভারতবাসী, আমি বাঙ্গালী।"

মোস্তাফা। তা হ'লেও আপনি মুছলমান! আপনার রাজত্বে হিন্দুরা কেন উচ্চ রাজপদ পাবে?

আলিবর্দ্দী। কারণ, আলিবর্দ্দী খাঁ মসজিদে মুছলমান, কিন্তু মসনদে বাঙ্গালী।

মোস্তাফা। কিন্তু এভাবে আর কতকাল আমরা অবরুদ্ধ হ'য়ে থাকবো জনাব? আর তিনদিন এ অবস্থায় থাকলে আমরা সবাই অনাহারে মর্‌বো।

আলিবর্দ্দী। তা জানি মোস্তাফা। কিন্তু তুমি সিপাহশালার, তুমি যদি এর উপায় কর্‌তে না পার, তাহলে মৃত্যু ছাড়া আর কোন পথ নেই।

মোস্তাফা। একটা মাত্র পথ আছে, সন্ধি।

মোহনলালের প্রবেশ।

আলিবর্দ্দী ও মোহনলাল। সন্ধি!

মোস্তাফা। হ্যাঁ, সন্ধি ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

মোহনলাল। উপায় যখন হাতে ছিল, তখন আমার কথায় তুমি কর্ণপাতও কর নি। হতাবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে আমি শত্রুব্যূহ ভেঙ্গে জাঁহাপনাকে নিয়ে কাটোয়ায় পৌছে দিতে চেয়েছিলুম। কাটোয়ায় গেলে আমরা প্রচুর সৈন্য সাহায্য পেতুম। তুমি কিছুতেই আমায় অনুমতি দাও নি।

মোস্তাফা। কেন দিই নি, তোমার মত নির্ব্বোধ তা বুঝতে পারবে না।

আলিবর্দ্দী। তাই বটে, বাঙ্গালীর না আছে শৌর্য্য, না আছে বুদ্ধি!

মোহনলাল। বুদ্ধির খেলা যথেষ্ট দেখিয়েছ আফগান। দশ হাজার সৈন্য নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে তুমি আমাদের ঠুঁটো জগন্নাথের মত বসিয়ে রেখেছ। আমরা দিবারাত্রি ব'সে দেখ্‌ছি আকাশস্পর্শী লেলিহান অগ্নিশিখা, কাণ পেতে শুনতে পাচ্ছি দগ্ধ লাঞ্ছিত নির্য্যাতিত নরনারীর কাতর আর্ত্তনাদ, আর মনে হ'চ্ছে এর চেয়ে যুদ্ধে মরা কি বাঞ্ছনীয় ছিল না?

আলিবর্দ্দী। প্রশ্নটা আমারও মোহনলাল, আমারও।

মোহনলাল। বাঙ্গালীর আর্ত্তনাদে তোমার কিছু যায় আসে না। তাই বুদ্ধিমান সেনানি, তুমি আমার কাতর আবেদন ব্যঙ্গ হাস্যে উড়িয়ে দিয়েছ। উঠুন জাঁহাপনা, মৃত্যুর দ্বারদেশেই আমরা আপনাকে নিয়ে এসেছি। কিন্তু বাংলার নবাবকে এমন ক'রে পিঞ্জরাবদ্ধ হ'য়ে মরতে আমি দেবো না।

আলিবর্দ্দী। কি করবে তুমি পাগল? সেনাপতি যেখানে নিশ্চল, সেখানে তুমি কি করতে পার?

মোহনলাল। দশ হাজার সৈন্য নিয়ে আমি আপনাকে কাটোয়ায় পৌছে দেবো। না পারি, যুদ্ধ ক'রে মরবো।

মোস্তাফা। মরতে চাও মর, আমার তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু সৈন্যরা ক্ষুধার্ত্ত, যুদ্ধ করতে অক্ষম।

আলিবর্দ্দী। অক্ষম ত তারা ছিল না। যখন তাদের অস্ত্র ধারণের ক্ষমতা ছিল, তখন তাদের নিষ্ক্রিয় ক'রে রেখেছিলে কেন?

মোস্তাফা। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য। সন্ধি করুন জনাব, যদি বাঁচতে চান সন্ধি করুন।

আলিবর্দ্দী। সন্ধি! এত বড় অপরাধীর সঙ্গে সন্ধি! কি বল মোহনলাল?

মোহনলাল। না—না, করবো না আমরা সন্ধি। দুনিয়ার বুক থেকে বাঙ্গালী জাতি নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাক্, সেও ভাল, তবু যে পশুর দল বাঙ্গালী নারীর ধর্ম্মনাশ করেছে, তাদের সঙ্গে সন্ধি আমরা কিছুতেই করবো না।

আলিবর্দ্দী। সবাই মিলে মরতে পারবে?

মোহনলাল। ম'রেই ত আছি। আর বেশি কি মরবো জাঁহাপনা?

মোস্তাফা। জাঁহাপনা, আপনি আদেশ দিন, আমি নিজে দূত হ'য়ে ভাস্কর পণ্ডিতের শিবিরে যাবো। নির্ব্বোধ হিন্দুর কথা আপনি গ্রাহ্য করবেন না।

আলিবর্দ্দী। একটা নির্ব্বোধ হিন্দুর কথা দশটা বুদ্ধিমান আফগানের কথার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। চল মোহনলাল, আমাকে কাটোয়ায় যেতেই হবে। সৈন্যরা যদি মোস্তাফা খাঁর হুকুম ছাড়া না যেতে চায়, আমরাই ছুটবো যাবো রক্ত-সমুদ্রে সাঁতার খেলতে।

মোস্তাফা। জাঁহাপনা,—

আলিবর্দ্দী। বর্গীদের সঙ্গে সন্ধি আর সাপের-সঙ্গে মিত্রতা একই কথা মোস্তাফা। যে ভুল করেছি, আর আমি তা করবো না। ছ'কোটি

বাঙ্গালীর সবাই যদি আমাকে সন্ধি করতে অনুরোধ করে, আমি বাংলার মসনদ ত্যাগ করবো, তবু বর্গীর সঙ্গে সন্ধি করবো না।

গীতকণ্ঠে সজলের প্রবেশ।

সজল।—

গীত।

চরণে তোমার এই মিনতি হে আমাদের নবাব!
দিও তুমি শয়তানির মুখের মতন জবাব।
আমার মাঠের ফসলে তার কিসের ছিল ভাগ,
আমার ঘরে বিদেশবাসীর কেন মরণ-যাগ
লক্ষ্মী যাদের অচল ঘরে,
কেন তারা এমনি মরে,
কে আনলে তার সোণার ঘরে বিশ্বজোড়া অভাব?

আলিবর্দ্দী। কে তুমি বালক? তোমার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করেছে কে?

সজল। বর্গী। আমার বাবাকে আর মাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে, আমার দিদিকে কোথায় নিয়ে গেছে আমি জানি না। আমাকেও মেরে ফেলে দিয়েছিল। আমি আমার শেষ রক্তবিন্দু আপনার পায়ে ঢেলে দেবো ব'লে দেহটাকে টেনে নিয়ে এসেছি। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ, আমাদের জল্লাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আপনি নিরাপদে ঘরে ব'সে আছেন? বেশ করেছেন জনাব। ধন্যবাদ দেবার ভাষা আর নেই, আমার শেষ রক্তটুকু আপনার পায়ে অঞ্জলি দিয়ে যাচ্ছি, গ্রহণ করুন ভক্ত প্রজার পুষ্পাঞ্জলি। [আলিবর্দ্দীর পায়ে লুটাইয়া পড়িল]

মোহনলাল। ওঠ ভাই, ওঠ।

আলিবর্দ্দী। আর উঠবে না মোহনলাল। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ দিয়ে

ব্রাহ্মণ-বালকের সৎকার করাও। মোস্তাফা খাঁ, এদের সঙ্গে সন্ধি করতে এখনও বলতে চাও তুমি?

মোস্তাফা। নইলে উপায় নেই জনাব।

আলিবর্দ্দী। মরার বেশী ত কিছু হবে না। আমি মরবো, তবু এই বর্গীদের সঙ্গে সন্ধি করবো না। মোহনলাল,—

মোহনলাল। যাচ্ছি জনাব। বালকের সৎকারের ব্যবস্থা ক'রে এখনি ফিরে আসছি; আপনি প্রস্তুত হোন।

[মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান।

[নেপথ্যে কামানগর্জ্জন ও জয়ধ্বনি—"জয় নবাব আলিবর্দ্দীর খাঁর জয়।"]

আলিবর্দ্দী ও মোস্তাফা। কি হ'লো?

দিবাকরের প্রবেশ।

দিবাকর। বেরিয়ে আসুন বঙ্গেশ্বর, শীঘ্র বেরিয়ে আসুন। বঙ্গেশ্বরী শরফুন্নেসা বেগম বহু সৈন্য নিয়ে বর্গীদের পশ্চিম ব্যূহ ভেদ করেছেন। আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করবেন না। মোহনলালকে নিয়ে আপনি কাটোয়ার পথে চ'লে যান।

আলিবর্দ্দী। চল—চল।

মোস্তাফা। যারা প'ড়ে থাকবে, তাদের কার হাতে রেখে যাচ্ছেন জনাব?

দিবাকর। কেন তোমার হাতে। এতবড় ভয়ঙ্কর সেনাপতি তুমি, এদের রক্ষা করতে পারবে না? তবে তোমায় কিছুই করতে হবে না। ছাদের উপর দাঁড়িয়ে শুধু দেখে যাও, একটা বাঙ্গালী মহিলা কেমন ক'রে বর্গীদের হাওয়ায় উড়িয়ে দিচ্ছে। আর অপরিণত যুবক সিরাজউদ্দৌলার তরবারিতে কি ভেল্কি খেলছে, সে দৃশ্যটাও মনের মধ্যে এঁকে নিয়ে যাও।

আলিবর্দ্দী। সুসংবাদ দিয়েছ বন্ধু। বল, কি চাও তুমি?

দিবাকর। এই চাই,—হে বাংলার ভাগ্যবিধাতা, মনুষ্যত্বের এ অপমান, নারীজাতির এ লাঞ্ছনা, তাজা তাজা প্রাণের এ নিদারুণ অপচয় আপনি আর হ'তে দেবেন না। নবাব আপনি, নবাবীই করুন, বাদশা আর পেশোয়া দু'জনের দাসত্ব কর্‌বেন না। আর এই হিংস্র কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষ পশু বর্গীদের সঙ্গে কখনও সন্ধি কর্‌বেন না।

আলিবর্দ্দী। তুমি কে?

দিবাকর। পরিচয়টা না দিলেই ভাল হ'ত। আমি বর্গীদস্যু ভাস্কর পণ্ডিতের ভাই দিবাকর।

আলিবর্দ্দী। ভাস্কর পণ্ডিতের ভাই! তুমিও ত বর্গী!

দিবাকর। আজ্ঞে হাঁা, দাদার কাছে থেকে আমি এখন শিক্ষানবিশী ক'চ্ছি।

মোস্তাফা। শত্রুর কথায় আপনি বেরিয়ে যাবেন না জনাব। এরা নূতন চাল চেলেছে। এ জয়ধ্বনি আমাদের নয়। আপনাদের এরা হত্যা কর্‌বে।

দিবাকর। তাই যদি মনে হয়, আমাকে আপনি বন্দী ক'রে রেখে যান। না হয় হত্যাই করুন। তবু আপনি যান জাঁহাপনা।

আলিবর্দ্দী। তাই যাবো। আসুক মৃত্যু, যা হবার হোক্, তবু তোমার কথাই [illegible] শুনবো। মোস্তাফা, জিজ্ঞাসা কর তোমার সৈন্যদের, তারা যদি আমার সঙ্গে যায়, আমি বেগম আর সিরাজ বর্গীদের সঙ্গে যুদ্ধই কর্‌বো। [illegible] মোহনলালকে নিয়ে কাটোয়ায় চ'লে যাবো। তোমার উপর আমার আদেশ রইল, আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত রক্ষা কর্‌বে। [প্রস্থানোদ্যোগ]

দিবাকর। আমার উপর আপনার কি আদেশ বঙ্গেশ্বর?

আলিবর্দ্দী। তোমার পথ মুক্ত। যথাস্থানে চ'লে যাও ; আজ আমি নিরুপায়, যদি দিন পাই, তোমার যে-কোন প্রার্থনা আমি পূর্ণ করবো।

[প্রস্থান।

মোস্তাফা। তুমি ভাস্কর পণ্ডিতের ভাই হ'য়ে নবাবকে রক্ষা করতে এসেছো? তুমি কি রকম ভাই?

দিবাকর। বাবাত ভাই।

মোস্তাফা। আমি যে সন্ধির আয়োজন সম্পূর্ণ ক'রে এনেছিলুম।

দিবাকর। বেশ করেছিলে, এবার অসম্পূর্ণ কর। যুদ্ধ যখন করতেই হবে, তরবারিটায় একটু ধার দিয়ে নাও। আচ্ছা, বলতে পার, আমি যে গোপনে সাতগাড়ী রসদ পাঠিয়েছিলুম, কোথায় গেল সে রসদ?

মোস্তাফা। রসদ আমি পুড়িয়ে ফেলেছি।

দিবাকর। তুমি ত মহাপুরুষ দেখছি। সন্ধি হ'লে তুমি কিছু দালালি নিশ্চয়ই পেতে। বড় আশায় ছাই পড়েছে।

মোস্তাফা। যাও যাও, তুমি নিতান্ত মূর্খ।

দিবাকর। আমার দাদা ত পণ্ডিত। দু'জনে পণ্ডিত হ'লে পৃথিবীটা রসাতলে যেত। আচ্ছা বড়মিঞা, বল দেখি, তোমার সেই মেওয়ার দেশে তোমার মত শয়তান আর কটা আছে?

মোস্তাফা। আমি তোমায় কোতল করবো।

দিবাকর। তাহ'লে তোমাকে কোতল করবে ভাস্কর পণ্ডিত। আচ্ছা, তাহ'লে চলি? আদাব। [প্রস্থান।

মোস্তাফা। হবে না আলিবর্দ্দী খাঁ, হবে না। বাংলার মসনদ বাঙ্গালীর নয়। বাংলার মধু সবারই জন্য, শুধু বাঙ্গালীর জন্য নয়।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

ভাস্কর পণ্ডিতের শিবির।

ভাস্কর।

ভাস্কর। ছি-ছি-ছি, ত্রিশহাজার মারাঠা-সৈন্যের বেষ্টনী ভেঙ্গে নবাব কাটোয়ায় চ'লে গেল, আর তার গায়ে একটা কাঁটার আঁচড় লাগল না? বেগম শরফুন্নেসা অনায়াসে বর্দ্ধমান শহর পুনরধিকার করলে? একথা শোনবার আগে আমার মৃত্যু হলো না কেন?

বিপ্রবল্লভের প্রবেশ।

বিপ্রবল্লভ। ছ'কোটি বাঙ্গালীরই এই প্রশ্ন ভাস্কর পণ্ডিত,—তোমার মৃত্যু হ'লো না কেন? ব্রাহ্মণকুলকলঙ্ক, কেন তোমার মায়ের গর্ভপাত হয় নি? তাহলে ত ভারতবাসীর চোখে ব্রাহ্মণের এই জঘন্য পরিচয় ধরা পড়্‌তো না।

ভাস্কর। আবার তুই এসেছিস্?

বিপ্রবল্লভ। আমি ত তোমার সঙ্গে সঙ্গেই আছি দস্যুসর্দ্দার। তোমার সঙ্গে মুর্শিদাবাদেও আমি গিয়েছিলুম। তুমি ভাব্‌ছ, এর পরে হীরাঝিল আগুন দিয়ে পোড়াবে, আর জগৎশেঠের গদি লুঠ ক'রে কোটি কোটি টাকা আর গাড়ী বোঝাই হীরে-মাণিক মারাঠায় নিয়ে যাবে। তা হবে না মূর্খ।

ভাস্কর। খবরদার প্রগল্‌ভ বালক।

বিপ্রবল্লভ। চোখ রাঙাচ্ছ কাকে। আমি মধুরাও নই, আলি ভাইও নই। আমি তোমার বাবার বাবা তস্য বাবা।

ভাস্কর। আমি তোর জিহ্বা উৎপাটন করবো।

বিপ্রবল্লভ। চুপ, খাড়া দাঁড়িয়ে থাক কুলাঙ্গার।

ভাস্কর। একি, তোমার সর্ব্বাঙ্গে আগুন জ্বল্‌ছে কেন? তুমি কি স্বয়ং বৈশ্বানর?

বিপ্রবল্লভ। না। উপবীত ধারণ ক'রে ত্রিসন্ধ্যা তুমি যার নাম জপ ক'রে আস্‌ছ, আমি সেই। তোমার পিতা পিতামহ সবাই আমাকে ভক্তিভরে সেবা করেছে। তুমি তাদের কুসন্তান, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব জলাঞ্জলি দিয়ে হিংস্র শ্বাপদের মত তুমি মানুষের বুকের রক্ত পান ক'চ্ছ।

ভাস্কর। আমার জন্য নয়। আমার জন্য নয়। আমার প্রভু মহান্ পেশোয়ার এই আদেশ।

বিপ্রবল্লভ। মরার সময় তোমার মহান্ পেশোয়া কি তোমার সঙ্গে যাবে?

ভাস্কর। না।

বিপ্রবল্লভ। ভারতের ইতিহাসে তোমার যে কলঙ্কিত নাম লিপিবদ্ধ হ'য়ে রইল, পেশোয়া কি তা মুছে দেবে?

ভাস্কর। তা দেবে না সত্য।

বিপ্রবল্লভ। এই রাশি রাশি পাপের জন্য পরলোকে যে শাস্তি তোমায় ভোগ করতে হবে, তোমার মহান্ পেশোয়া কি তার অংশ নেবে?

ভাস্কর। তা কি নেয়?

বিপ্রবল্লভ। তবে?

কেন তুই দিলি ঝাঁপ একা এই আগুনে,
কত নিবি, কত পাবি, কিছুই তা না গুণে?

মায়ের পোড়ালি মুখ, বাপের ডুবালি নাম,
জাতির মাথায় তুলে কত দিলি দুর্নাম,
আয়, ওরে ফিরে আয় আপনার আঙিনায়,
কি স্বর্গ নেমেছে দেখ্ ভরা এই ফাল্গুনে?

[প্রস্থান।

ভাস্কর। তাইত, এ আমি কোথায়? কে এসেছিল, ওরে কে এসেছিল?

মধুরাওয়ের প্রবেশ।

মধুরাও। আমি পণ্ডিতজী।

ভাস্কর। তুমি! মধুরাও! কি বল্‌তে এসেছ?

মধুরাও। বর্গীর দল ছত্রভঙ্গ হ'য়ে গেছে পণ্ডিতজি। বেগম বর্দ্ধমান শহর অধিকার করেছে, নবাবী ফৌজ বর্গীদের যাকে পাচ্ছে, তাকেই জ্যান্ত কবর দিচ্ছে। দশজন বর্গীকে লাঠিপেটা ক'রে মেরে ফেলেছে, পাঁচজনের চামড়া খুলে নিয়েছে, আর বারো জনের হাত আর কাণ কেটে নিয়ে রাজপথে ফেলে দিয়েছে।

ভাস্কর। ছাউনি তোল, ছাউনি তোল। বর্দ্ধমান এখন থাক্, মুর্শিদাবাদ চল। হীরাঝিল ধ্বংস কর্‌বো, জগৎ শেঠের গদি লুট কর্‌বো।

দিবাকরের প্রবেশ।

দিবাকর। আর লুঠ করে না, এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে চল।

ভাস্কর। আলিভাই কোথায়?

দিবাকর। তিনি এখন নারী নিয়ে ব্যস্ত আছেন।

ভাস্কর। নারী! নারী এল কোথা থেকে?

দিবাকর। চোখ দুটো ছানাবড়া কর্‌লে কেন দাদা? বাংলাদেশে ারের চেয়ে নারীই ত বেশী। আর তোমার প্রধান সহচর ওই আলিখাঁ ারীই যে বেশী ভালবাসে, তা কি তুমি জান?

মধুরাও। আপনি কেন মিছিমিছি আলিভাইয়ের নামে অপবাদ দিচ্ছেন?

দিবাকর। তাতে তোমার কি চাঁদবদন? আলিভাই তোমার গতিও নয়, কুটুম্বও নয়। তুমি মারাঠী, আর সে ঢাকাই বাঙ্গাল। তুমি ব্রহ্মছাগল, আর সে নেড়ী কুত্তা। মরার পর তুমি যাবে নরকে, আর সে যাবে দোজাকে। তার সঙ্গে তোমার এত কিসের প্রণয় ভাই বিভীষণ?

ভাস্কর। দিবাকর,—

দিবাকর। বল।

ভাস্কর। নবাব পালিয়ে গেল কি ক'রে?

দিবাকর। ঘোড়া ছুটিয়ে।

মধুরাও। শহরের পশ্চিম ফটকে আপনিই ত ছিলেন। আপনার পাশ দিয়েই নবাব আর মোহনলাল ঘোড়া ছুটিয়ে গেছে।

ভাস্কর। তুমি কি তখন নিদ্রা যাচ্ছিলে?

দিবাকর। কি বাজে কথা বল্‌ছ? যুদ্ধক্ষেত্রে কেউ নিদ্রা যেতে পারে?

ভাস্কর। তবে তুমি বাধা দাও নি কেন মূর্খ?

দিবাকর। দিয়েছিলুম পণ্ডিত, শুনলে না। বেগমসাহেবা এক চড় মারলে, আর আমার মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল; ফিরে চল দাদা, ফিরে চল। তুমি আলিবর্দ্দীর মার কিছু খেয়েছ, কিন্তু তার বেগমের গুঁতো খাও নি। একবার খেলে আর দেশে ফিরে যেতে হবে না।

ভাস্কর। চুপ্ কর কাপুরুষ।

দিবাকর। জানি না, কেন মনে হ'চ্ছে আর তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না! ছ' কোটি বাঙ্গালীর অভিশাপ তোমার অকালমৃত্যু ডেকে নিয়ে আসছে। দোহাই দাদা, ঘরে চল। তোমার স্ত্রী দুরারোগ্য রোগশয্যায় আকুল প্রাণে তোমার দর্শন কামনা ক'চ্ছে, তোমার শিশুপুত্র 'বাবা'—'বাবা' ব'লে কত না জানি কাঁদছে।

ভাস্কর। তা বটে, কিন্তু পেশোয়া—

দিবাকর। পেশোয়া মরুক্। চাকরি তোমায় করতে হবে না। তুমি শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ, পৌরোহিত্য ক'রে জীবনযাপন কর্‌বে; তাও না জোটে, হলকর্ষণ করবে। আর আমি পুঁথি নকল ক'রে বিক্রি করবো, না হয় হাটে-বাজারে মোট বইবো। মানুষের প্রাণ নিয়ে আর আমরা ছিনিমিনি খেলবো না। কত রক্ত দাদা, কত নিরীহের রক্ত বহিয়েছ তুমি, কত শাঁখা ভেঙ্গেছ, কত মাথা শেয়াল-শকুনে ঠুকরে খাচ্ছে, আর তোমার সহচর এই পশুর দল—

মধুরাও। কেন আপনি আমাদের শুধু শুধু চোখ রাঙাচ্ছেন? আমরা যা করেছি, পণ্ডিতজীর আদেশেই করেছি।

বন্দিনী মেহেরউন্নিসা ছুটিয়া আসিল।

মেহের। পণ্ডিতজীর আদেশে? কোথায় তোমাদের পণ্ডিতজী? কপালে অমন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের ছাপ যার, সে এমন পশু?

মধুরাও। চুপ কর হারামজাদি।

দিবাকর। তুমি চুপ কর মধুরাও, নইলে চাবুকের ঘায়ে তোমাকে শহবৎ শিখিয়ে দেবো।

ভাস্কর। থামো। [মেহেরকে] তুমি কে?

আলি ভাইয়র প্রবেশ।

আলিভাই। পণ্ডিতজি, এই মেয়েটা আমাদের তিনজন বর্গীকে খুন করেছে।

মধুরাও। তার উপর আলিভাইয়ের মাথা ফাটিয়ে চৌচির করেছে।

ভাস্কর। একথা সত্য?

মেহের। সত্য।

ভাস্কর। কার মেয়ে তুমি?

মেহের। আমার বাবার নাম আক্রাম খাঁ।

ভাস্কর। আমি তোমায় আকণ্ঠ প্রোথিত ক'রে কুকুর দিয়ে দংশন করাবো।

দিবাকর। কোন্ অপরাধে দাদা?

আলিভাই। বর্গিহত্যার অপরাধে।

মেহের। বর্গীদের ঘরে গিয়ে ত আমি বর্গিহত্যা করি নি। কেন এসেছ তোমরা আমাদের দেশে? কেন করেছ অসংখ্য বাঙ্গালীকে হত্যা? জবাব দাও ভাস্কর পণ্ডিত।

আলি ও মধু। অস্ত্রমুখে জবাব দেবো। [অসি নিষ্কাশন]

দিবাকর। রাখ অস্ত্র, নইলে আমি তোমাদের দুটো কুকুরকেই একসঙ্গে গুলি করবো। [দুই হাতে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্যত করিল]

আলি ও মধু। [অস্ত্র কোষবদ্ধ করিয়া] পণ্ডিতজি!

ভাস্কর। দিবাকর!

দিবাকর। জবাব দাও বর্গিসর্দ্দার, জবাব দাও।

ভাস্কর। কিসের জবাব?

মেহের। টাকার জন্যে শহর লুট করেছ, তার অর্থ বুঝি; নবাবকে

বিভীষিকা দেখাবার জন্যে খুন করেছ, আগুন জ্বালিয়েছ—এরও কারণ থাকতে পারে। কিন্তু ভাস্কর পণ্ডিত! নিরীহ নারীদের ধর্ম্মনাশ করতে তোমার অনুচরদের লেলিয়ে দিয়েছ কিসের লোভে?

ভাস্কর। নারীদের ধর্ম্মনাশ! আলিভাই,—

আলিভাই। মিছেকথা পণ্ডিতজি।

দিবাকর। না—না, এ সত্য। আমি নিজের চোখে দেখেছি সে পৈশাচিক দৃশ্য! তুমি এদের লুণ্ঠন করতে আদেশ দিয়ে মুর্শিদাবাদে চ'লে গেলে, আর এরা অবাধে নারীর সম্ভ্রম নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে লাগল।

মেহের। এমনি এক হিন্দুর মেয়েকে এই পশু—

আলিভাই। চুপ্।

ভাস্কর। বলতে দাও।

মেহের। এই পশু এক হিন্দুর মেয়েকে হাত ধ'রে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, আমি ইট ছুঁড়ে এর মাথা ফাটিয়ে দিয়ে মেয়েটাকে রক্ষা করেছি।

মধুরাও। তিনজন বর্গীকে তুই খুন করিস্ নি?

মেহের। করেছি। তাদেরও সেই একই অপরাধ। তাই আমাকে বন্দী ক'রে এনেছে। আমি জানি ভাস্কর পণ্ডিত, তুমি আমাকে খুন করবে। কিন্তু তার আগে আমি জানতে চাই, তোমার শিবিরে যে বন্দিনী তোমারই বিচার প্রতীক্ষায় ব'সে আছে, তোমার অনুচর এই পশুটা তার শাড়ী টেনে ধরে কোন্ অধিকারে?

ভাস্কর ও দিবাকর। আলিভাই!

মধুরাও। সব মিছেকথা।

আলিভাই। বর্গীহত্যার বিচার করুন পণ্ডিতজি।

ভাস্কর। ক'চ্ছি। যাও মা, তুমি মুক্ত। [শৃঙ্খল খুলিয়া দিল]

আলি ও মধু। মুক্ত!

ভাস্কর। এই নাও মহান্ পেশোয়ার পাঞ্জা। যে-কোন বর্গী তোমাকে অসম্মান করতে আসবে, এই পাঞ্জা তাকে দেখিও। যে ঘরে তুমি থাকবে, সে ঘরের ত্রিসীমানায় বর্গীর ছায়া কখনও পড়বে না, যে পথ দিয়ে তুমি চলবে, সে পথের ধূলো এদের মত বর্গীরা জিব দিয়ে লেহন করবে।

দিবাকর। জেগেছ যদি, আর ঘুমিয়ে প'ড়ো না ব্রাহ্মণ। [পদধূলি গ্রহণ ও মেহেরকে] চল তোমাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।

[মেহের সহ প্রস্থান।

আলিভাই। এ আপনি কি বিচার করলেন পণ্ডিতজি?

মধুরাও। তিন তিনটে বর্গীকে হত্যা ক'রেও মেয়েটা রেহাই পেয়ে গেল?

ভাস্কর। তোমাদের দু'টোকে হত্যা করলেও আমি এই মেয়েটিকে মুক্তিও দিতুম, পুরস্কারও দিতুম। বিচার তোমাদের তোলা রইল। কিন্তু আমার আদেশ, তোমাদের হাতে যদি একটা নারীর সম্ভ্রম তিলার্দ্ধ ক্ষুণ্ণ হয়, আমি তোমাদের মূষিকের মত হত্যা ক'রে গো-ভাগাড়ে ফেলে দেবো। [প্রস্থান।

মধুরাও। আর কি? বর্গীর মজা শেষ হ'য়ে গেল। চল খাঁ সাহেব।

আলিভাই। চল। দেখা যাক্, কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে মরে।

[উভয়ের প্রস্থান।

———

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নিদমহল।

শরফুন্নেসা ও সিরাজের প্রবেশ।

শরফুন্নেসা। ভাস্কর পণ্ডিত নেই?

সিরাজ। না, রাত্রির অন্ধকারে বর্গীরা হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। আমি গিয়ে দেখলুম, তাঁবুটা পর্য্যন্ত নেই। শুধু কয়েকটা কুকুর ঘুরে ঘুরে তাদের বৃথা অন্বেষণ ক'চ্ছে।

শরফুন্নেসা। ওঃ—এতবড় শত্রুকে মুঠোর মধ্যে পেয়েও পিষে মারতে পারলুম না? বিশহাজার হতাবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে সে অনায়াসে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল? কাল রাত্রেই আমি বর্গীর শিবির আক্রমণ করতে আদেশ দিয়েছিলুম। আমার আদেশ যথাসময়ে পালিত হ'লে একজন বর্গীও প্রাণ নিয়ে পালাতে পারত না। কোথায় মোস্তাফা খাঁ? ডাক তাকে।

সিরাজ। ডাকলে কি সে আস্‌বে নানি?

শরফুন্নেসা। আস্‌বে না?

সিরাজ। না এলেও আমি বিস্মিত হবো না।

শরফুন্নেসা। এ তুমি কি বলছ?

সিরাজ। অবাক হ'চ্ছ কেন নানি? আফগানদের তুমি চেন না? বিহারে এরা কতবার বিদ্রোহ করেছে, মনে নেই? বাইরে তারা

শান্তির অভিনয় ক'চ্ছে মাত্র, কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখে এসেছি, পিতার জীবন এই আফগান-সেনানীদের হাতে প্রতি মুহূর্ত্তে বিপন্ন।

শরফুন্নেসা। তোমার দাদুকে একথা বল নি কেন?

সিরাজ। ব'লে কি হবে নানি? নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর মসনদ দাঁড়িয়ে আছে আফগান-সেনাপতিদের মাথার উপর। এই মোস্তাফা-মীরহাবিব-জাহাবাজ খাঁ কোম্পানী যেদিন একসঙ্গে স'রে দাঁড়াবে, সেদিন নবাবের চিহ্নও আর দেখতে পাবে না। কেন? যুদ্ধ কর্ত্তে কি শুধু এই আফগানরাই জানে, বাঙ্গালীরা জানে না? মোহনলালের তরবারি কি আফগানের তরবারির চেয়ে কম ধারালো? মীরজাফর কি মোস্তাফা খাঁর চেয়ে কম শক্তিমান্?

শরফুন্নেসা। মীরজাফরের কথা থাক্ ভাই। বাংলার ভাবী নবাব তুমি, তোমাকে আমি এই উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি, এই ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে তিলার্দ্ধ বিশ্বাস ক'রো না, আর মীরজাফরের উপর কখনও নির্ভর ক'রো না।

মোস্তাফা খাঁর প্রবেশ।

মোস্তাফা। বেগমসাহেবা, ভাস্কর পণ্ডিত বর্গীদের নিয়ে পালিয়ে গেছে।

সিরাজ। এত বিলম্বে এই খবরটুকু দেবার জন্য মোস্তাফা খাঁর প্রয়োজন ছিল না।

শরফুন্নেসা। খবর আমি আগেই পেয়েছি সেনানি। একটা মানুষ বিশহাজার অনুচর নিয়ে ছাউনি তুলে পালিয়ে গেল, আর আমাদের সেনানী মোস্তাফা খাঁ আর তার দশহাজার সৈন্য কেউ তা টের পেল না?

মোস্তাফা। বর্গীদের আপনি চেনেন না বেগমসাহেবা। এরা আসার সময় ঢাক-ঢোল বাজিয়ে আসে। কিন্তু যাওয়ার সময় নিঃশব্দে উড়ে যায়।

সিরাজ। উড়ে যাওয়ার আগে পাখাগুলো কেটে দিলে ত আর উড়তে পার্‌ত না।

মোস্তাফা। শাহজাদা কি বল্‌তে চান?

সিরাজ। বল্‌তে চাই এই যে, তুমি ইচ্ছা ক'রে তাদের যেতে দিয়েছ। তাই তারা অনায়াসে চ'লে গেছে। মোহনলাল এখানে উপস্থিত থাকলে একটা বর্গীও প্রাণ নিয়ে পালাতে পার্‌ত না।

মোস্তাফা। এ আপনার অন্যায় অভিযোগ শাহজাদা।

শর্‌ফুন্নেসা। অন্যায়? ন্যায়নিষ্ঠ সেনানি, কাল সন্ধ্যায় আপনাকে আমি হুকুম দিয়েছিলুম বর্গীদের ছাউনীতে আগুন ধরিয়ে দিতে, আর পলায়নের সব পথে কামান সাজিয়ে রাখতে। সন্ধ্যা গেল, রাত্রি গেল, আর আজ বেলা এক প্রহরের সময় তুমি এসে খবর দিচ্ছ, বর্গীরা পালিয়ে গেছে? কোন্ পথে পালিয়ে গেল? জবাব দাও মোস্তাফা খাঁ, কেন আমার হুকুম তামিল করা হয় নি?

মোস্তাফা। বেগমসাহেবার বোধহয় জানা নেই, সেনানীরা কোরাণ স্পর্শ ক'রে শপথ করেছে, নবাবের হুকুম ছাড়া পীরের হুকুমও তারা মানবে না।

সিরাজ। কথাটা কাল বল নি কেন মোস্তাফা খাঁ?

মোস্তাফা। কাল বল্‌লে কি হ'ত?

শর্‌ফুন্নেসা। নবাবের এই হুকুমনামা দু'চোখ মেলে দেখতে পেতে। [হুকুমনামা বাহির করিয়া দেখাইলেন] বেগম শর্‌ফুন্নেসা অনধিকার-চর্চ্চা করে না মোস্তাফা খাঁ।

সিরাজ। বাংলার এতবড় ক্ষতি যারা ক'রে গেল, তাদের নিরাপদে পালিয়ে যেতে দিয়ে তুমি আরও কত সর্ব্বনাশের পথ খুলে দিয়েছ, সেকথা তোমার বোঝবার সাধ্য নেই। বর্দ্ধমান শহর এরা শ্মশান ক'রে দিয়ে গেছে, এবার আর কোন শহরের উপর পঙ্গপালের মত ঝাঁপিয়ে পড়্বে। বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশে তোমার কি যায় আসে? তোমার আফগানিস্থানে লুট কর্বার কিছু নেই, নইলে এই বর্গীর দল তোমাদেরও বুঝিয়ে দিত, মা-বাপ ভাই-বোনের হত্যা আর লাঞ্ছনায় বুকে কতখানি বাজে।

মোস্তাফা। শাহজাদা,—

গীতকণ্ঠে গঙ্গারামের প্রবেশ।

গঙ্গারাম।—

গীত।

নেই বা হ'লি জাত বাঙ্গালী, নুন খেয়েছিস কত,
নুনের দেনা শোধ ক'রে যা ভদ্রলোকের মত।
এসেছিলি নেংটি পরে বাংলা দিল ঠাঁই,
কোচড় ভ'রে সোণা দিল নিজের ভোগে রেখে ছাই;
বাঙ্গালীর এ মারণ-যাগে
ছুটবি তোরা আগে আগে,
নয়ত তোরা জেনে রাখিস্, শনি তোদের রন্ধ্রগত।

মোস্তাফা। কে এই উন্মাদ?

গঙ্গারাম। আমি একজন নই আফগান, আমি ছ' কোটি। ছ' কোটি বাঙ্গালীর এই দাবি, তাদের নুন যদি খেতে হয়, গুণও গাইতে হবে; নইলে তারা কাণ ধ'রে তোমাদের বাংলার সীমানা পার ক'রে দেবে।

মোস্তাফা। খবরদার কমবক্ত্‌!

গঙ্গারাম। জবাব দাও আফগান, রাত্রির অন্ধকারে যখন ভাস্কর পণ্ডিত পালিয়ে যাচ্ছিল, কেন তুমি তখন সিং-দরজার উপরে নহবৎ-খানায় চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিলে?

মোস্তাফা। তুমি মিথ্যাবাদী।

গঙ্গারাম। মিথ্যাবাদী তুমি, আমি নীচে থেকে কত তোমায় ডেকেছি, তুমি গ্রাহ্যই কর নি। মরিয়া হ'য়ে আমি তোমার গায়ে ঢিল ছুঁড়েছি, তুমি তার জবাব দিয়েছ এই একপাটি জুতো দিয়ে। [জুতা বাহির করিয়া মোস্তাফার মুখের কাছে তুলিয়া ধরিল] দেখ ত আফগান, এ জুতো তোমার নয়?

সিরাজ। জুতোটা বোধ হয় পা থেকে খ'সে প'ড়েছিল?

শরফুন্নেসা। ঢিলটা যদি খাঁসাহেবকে না মেরে আমাকে মারতে কবি, তাহ'লে ভাস্কর পণ্ডিতকে এই বর্দ্ধমানের মাটিতেই আমি জ্যান্ত কবর দিতুম।

গঙ্গারাম। আক্ষেপ করবেন না বেগমসাহেবা। সে সুযোগ আপনি পরেও পাবেন। দেখবেন, তখন যেন মমতা এসে আপনার হাত চেপে না ধরে। আদাব খাঁ সাহেব।

[প্রস্থান।

শরফুন্নেসা। মোস্তাফা খাঁ!

মোস্তাফা। আদেশ করুন বেগমসাহেবা।

শরফুন্নেসা। যে ক্ষতি করেছ তুমি, তা পূরণ কর ভাস্কর পণ্ডিতের মাথা নিয়ে। কোন্‌ দিকে গেছে বর্গীর দল?

মোস্তাফা। শুনেছি কাটোয়ার দিকে।

শরফুন্নেসা। তাহ'লে আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না ক'রে তোমার

দশহাজার সৈন্য নিয়ে কাটোয়ার পথে রওনা হও। সেখানে নবাব সসৈন্যে প্রস্তুত হ'য়ে আছেন। দু'দিক থেকে বর্গীদের পিশে মারবার এই উত্তম সুযোগ। সিরাজ, তুমি মোস্তাফা খাঁর সঙ্গে যাও।

সিরাজ। যেতে আপত্তি নেই। কিন্তু সৈন্যদলের অধিনায়ক হবো আমি। মোস্তাফা খাঁ হবে আমার হুকুমের গোলাম।

শরফুন্নেসা। তা হয় না।

সিরাজ। তাহ'লে আমি যাবো না। আমি বাঙ্গালী মোহন-লালের অধীনে কুলীগিরি করবো, কিন্তু অবাঙ্গালী সেনানীর অধীনে মনসবদারীও করবো না।

মোস্তাফা। কোন ভয় নাই বেগমসাহেবা। শাহজাদা সাহায্য না করলেও মোস্তাফা খাঁ তার দশহাজার ফৌজ নিয়ে বিশ হাজার বর্গীকে চূর্ণ ক'রে ধূলোয় মিশিয়ে দেবে। আমি এখনি কাটোয়ায় রওনা হ'চ্ছি।•

কাকলীর প্রবেশ।

কাকলী। কাটোয়া নয়, কাটোয়া নয়, মুর্শিদাবাদ।

শরফুন্নেসা। মুর্শিদাবাদ!

কাকলী। হ্যাঁ গো, আমি যে দেখে এলুম, তারা মুর্শিদাবাদের পথে ছুটে যাচ্ছে। আমি বললুম—ওগো তোমরা যেও না; মুর্শিদা-বাদে আমার হাজার হাজার বিশু আছে। তাদের তোমরা মেরো না। বলতে না বলতেই হতভাগা আলিভাইটা আমাকে এক লাথি মারলে।

সিরাজ। তুমি তার মাথায় পাথর ছুঁড়ে মারতে পারলে না?

কাকলী। পাথর একটা তুলেছিলুম, জানলে? মারতে গিয়ে দেখি,

ওমা, মুখটা আলিভাইয়ের, দেহটা আমার বিশুর; আর মারা হ'লো না। ছেলেটা আমায় পাগল না ক'রে ছাড়বে না।

মোস্তাফা। বেরিয়ে যা পাগলি।

কাকলী। বেরুবো কেন? তোর বাবার বাড়ী? এ আমার বাবার বাড়ী। তারও বাবার বাড়ী। যুগ যুগ ধ'রে আমরা এখানে বাস করছি। তুই হতভাগা কোথাকার কে?

মোস্তাফা। বেগমসাহেবা, এই সব পাগলের প্রলাপ আপনি আর কত শুনতে চান?

শরফুন্নেসা। দেশটাই যে পাগলে ভরা খাঁসাহেব। কারও ছেলে মরেছে, কেউ অকালে বিধবা হয়েছে, কারও ধর্ম্ম লুণ্ঠিত হয়েছে। আর সে তোমাদের মত বিদেশীদের অনুগ্রহে। আমরা এদের হাত থেকে কর নিয়েছি, কিন্তু এদের রক্ষা করতে পারি নি। এদের কথা শুনবো না ত কাদের কথা শুনবো মোস্তাফা খাঁ? কথা শোনা ত ছোট কথা; এরা যদি হাজারে হাজারে এসে আমাদের পিঠে পয়জার মারে, তাও আমাদের নিঃশব্দে সইতে হবে।

মোস্তাফা। বেশ, আপনার যা অভিরুচি করুন। আমি তবে চললুম।

সিরাজ। কোথায়?

মোস্তাফা। কাটোয়ায়।

সিরাজ। তারা গেল মুর্শিদাবাদে, আর তুমি যাবে কাটোয়ায়?

মোস্তাফা। একটা পাগলীর কথা আপনারা বিশ্বাস করেন?

শরফুন্নেসা। করি মোস্তাফা খাঁ। বিদেশী সেনানীদের চেয়ে স্বদেশী উন্মাদের কথা আমি বেশী বিশ্বাস করি।

কাকলী। তবে দেরী ক'চ্ছ কেন? ওরা যে পৌঁছে গেল।

সিরাজ। কোন ভয় নেই তোমার। আমরাও এখনি রওনা হবো।

কাকলী। দেখ, কাউকে যেন হত্যা ক'রো না। ওদের সবারই মধ্যে আমার হতভাগা ছেলেটা মিশে আছে। একবার সে মরেছে, আর তাকে মেরো না।

সিরাজ। না-না, আমরা কাউকে মারবো না; তাদের বেহেস্তের পথ দেখিয়ে দেবো। তুমি ঘরে ফিরে যাও। গিয়ে দেখ, যেখানে তোমার পাতার কুটির ছিল, সেখানে সুরম্য প্রাসাদ মাথা তুলে উঠেছে।

কাকলী। ঘরে যে থাকবে, সে ত নেই, ঘর ছেড়ে সে বেরিয়ে গেছে। একটা মানুষ হাজার হাজার রূপ নিয়েছে। আমি কি ঘরে থাকতে পারি গো?

মোস্তাফা। বেরিয়ে যা কসবি।

শরফুন্নেসা। মু সামালকে বাৎচিৎ কর নফর।

সিরাজ। যাও তুমি। উৎকর্ণ হ'য়ে কি শুনছ?

কাকলী।—

গীত।

আমার যাদুমণি
আমায় ডেকে হ'ল সারা হাজার কণ্ঠে দিনরজনী।
পাখীর গানে সেই যে গো গায়,
নদীর তানে সেই ডাকে মায়,
জগৎ জুড়ে আমার বিশু কেঁদে মরে পিপাসায়;
আয়রে খোকন আয়রে ঘরে,
পরাণ আমার পাগল করে,
পথের পানে চেয়ে চেয়ে কত রে আর দিন গণি?

কাকলী। যাও যাও; ওগো, তোমরা মুর্শিদাবাদে যাও। আবার কত বিশু মর্‌বে, কত কাকলী বুক চাপড়ে কাঁদবে।

শরফুন্নেসা। কাঁদবে না মা, তুমি যাও।

কাকলী। [সুরে] খোকা ঘুমুল পাড়া জুড়োল বর্গী এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেবো কিসে?

[প্রস্থান।

সিরাজ। এখন কি করবে নানি?

শরফুন্নেসা। পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে তুমি এখানে থাকবে। অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে আমি মুর্শিদাবাদে চললুম।

সিরাজ। আমি যাবো না?

শরফুন্নেসা। না, তুমি নবাবের প্রতিনিধি হ'য়ে বর্দ্ধমান শহর রক্ষা কর।

মোস্তাফা। আমি কি তাহ'লে পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে কাটোয়ায় যাবো?

শরফুন্নেসা। আর কাটোয়ায় যেতে হবে না। কাটোয়াই বর্দ্ধমানে আস্‌বে।

মোস্তাফা। তাহ'লে কি আমায় মুর্শিদাবাদে যেতে হবে?

সিরাজ। না, না, মুর্শিদাবাদে তোমার যাবার আর কোন প্রয়োজন নেই।

মোস্তাফা। তবে আমি কোনদিকে যাবো, তাই বলুন।

শরফুন্নেসা। কোনদিকে নয়। পাঁচহাজার সৈন্য নিয়ে তুমি এখানে ব'সে নবাবের প্রতিনিধি সিরাজউদ্দৌলার হুকুম তামিল করবে।

[প্রস্থান।

মোস্তাফা। এর অর্থ কি? আমি কি প্রহরী?

সিরাজ। না-না-না, তুমি প্রহরী নও। তুমি নবাবের নফর, কিন্তু বর্গীর বন্ধু ঘরভেদী বিভীষণ।

মোস্তাফা। পিপীলিকার পাখা গজিয়েছে, মর্‌বার আর দেরী নই।

[প্রস্থান।

সিরাজ। শয়তানের দোসর।

আক্রাম খাঁর প্রবেশ।

আক্রাম। সেলাম হুজুর, আপনিই কি শাহাজাদা?

সিরাজ। হ্যাঁ, তুমি কে?

আক্রাম। আমার নাম আক্রাম খাঁ হুজুর। আমি হুজুর এই বর্দ্ধমানের বাসিন্দে হুজুর।

সিরাজ। তারপর কি হুজুর?

আক্রাম। আমি হুজুর সৈয়দবংশের ছেলে হুজুর। কখনও মিথ্যে-কথা বলি না হুজুর।

সিরাজ। সে তোমার দাড়ি দেখেই বুঝতে পেরেছি। আর বাক্যযন্ত্রণা না দিয়ে আসল কথা নিবেদন কর।

আক্রাম। আমি একটা সাংঘাতিক কাজ করেছি হুজুর।

সিরাজ। গরু চুরি করেছ, না খুন করেছ?

আক্রাম। শীগ্‌গির আসুন হুজুর, আমি ভাস্কর পণ্ডিতের ভাইকে আটকে রেখেছি হুজুর।

সিরাজ। সেকি! একি তুমি সত্যি বল্‌ছ?

আক্রাম। নিজের চোখে দেখবেন আসুন হুজুর।

সিরাজ। আমি এখনি তোমার সঙ্গে লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি।

যদি তাকে ধরিয়ে দিতে পার, তোমাকে আশাতীত পুরস্কার দেবো আর যদি না পার—তাহ'লে ?

আক্রাম। তাহ'লে হুজুর আমার মাথাটা আপনার পায়ে রেখে যাবো হুজুর।

সিরাজ। কোথায় রেখেছ তাকে ? তোমার বাড়ীতে ? কোন্ খানে তোমার বাড়ী ?

আক্রাম। আমার বাড়ী হুজুর কবির বাড়ীর পাশে হুজুর লোকটাকে হুজুর নমাজঘরের মধ্যে তালাবন্ধ ক'রে রেখেছি হুজুর।

সিরাজ। দয়া ক'রে হুজুরটা একটু কমাও।

আক্রাম। বেশ ত হুজুর, আপনি তাহ'লে শীগ্‌গির লোক পাঠিয়ে দিন হুজুর। আমি এখন আসি হুজুর। সেলাম হুজুর।

[প্রস্থান

সিরাজ। সমরু! সমরু! কই হ্যায়, সমরুকে তলব দাও।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আক্রাম খাঁর বাড়ী।

সিতারা ও মেহেরউন্নিসার প্রবেশ।

মেহের। জান মা, বর্গীরা সব চ'লে গেছে।

সিতারা। আপদ গেছে।

মেহের। এ লোকটাও নিশ্চয়ই সঙ্গে গেছে।

সিতারা। কোন্ লোকটা? ওই বাঁদীর বাচ্ছা মধুরাও? তার গুষ্ঠীশুদ্ধ ওলাউঠা হ'য়ে মরুক।

মেহের। মধুরাওয়ের কথা কে বলেছে? সে আমার কোন্ কুটুম?

সিতারা। আলিভাইয়ের কথা বল্‌ছিস বুঝি?

মেহের। আলিভাই উচ্ছন্ন যাক্। জান সে কত অপমান আমায় করেছে?

সিতারা। তবু ত ঘুরে ঘুরে তুই তার কথাটাই বলিস্ বাপু।

মেহের। কখন বলেছি?

সিতারা। এই ত এক্ষুণি বল্‌লি?

মেহের। তোমাকে কি আল্লাতালা একফোঁটা বুদ্ধিও দেন নি? আর দুনিয়ায় মানুষ নেই, আমি গেলুম আলিভাইয়ের কথা বল্‌তে? সে মরুক্, তার যে যেখানে আছে সব কবরে যাক্। আমি বল্‌ছি এই ভদ্রলোকের কথা।

সিতারা। কোথায় গেল বল ত লোকটা? আহা, ছেলেটা হ'লো খুন, বউটা হ'লো পাগল। ভাবতেও বুক ফেটে যায়।

মেহের। খুব হয়েছে, এখন যাও। যেমন বাবা, তেমনি তুমি। ভাস্কর পণ্ডিতের ভাই এতবড় উপকারটা করলে, তোমাদের মেয়েকে উদ্ধার ক'রে এনে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে গেল, আর তোমরা তাকে একবার বস্‌তে বল্‌লে না? ভাল ক'রে দুটো কথাও ত বলতে হয়। বাবা ত কট্‌মট্‌ ক'রে চাইতে লাগ্‌ল, যেন এখনি গিলে খাবে; আর তুমি সেই যে হাঁ করলে, আর হাঁ বোজালে না।

সিতারা। কেন হাঁ করেছিলুম, জানিস্ মেহের?

মেহের। কেন?

সিতারা। ভাবছিলুম,—ছেলেটা যদি মোছলমান হ'ত তাহ'লে তোর জন্যে আর আমায় ভাবতে হ'ত না।

মেহের। কী বাজে কথা বল্‌ছ?

সিতারা। বাজে কথা নয় মা। এবার যখন আস্‌বে—

মেহের। আর আস্‌বে না তোমাদের আতিথ্য নিতে। সে তার দেশে চ'লে গেছে।

সিতারা। গেলেও আবার আসবে। তুই ভাবিস্ নি।

মেহের। ভাবনায় ত আমার ঘুম হ'চ্ছে না। আসবেই বা কি করতে? তোমরা যা ব্যবহার করেছ, তাতে সে আর এ মুখো হবে না।

সিতারা। না আসে মরুক গে। বর্গী-ফর্গী না আসাই ভাল।

মেহের। সব বর্গীই যে খারাপ, তা নয়। উপকারীর উপকার যারা ভুলে যায়, তারা বর্গীর চেয়েও অধম। আচ্ছা, নমাজের ঘরটা তালাবন্ধ ক'রে রেখেছ কেন?

সিতারা। কি জানি বাপু, আমি ত কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। জিজ্ঞেস করেছিলুম, বল্‌লে—ঘরের ভিতর সাপ আছে, কাছেও যেও

না বল্‌ছি। তারপর সেই যে রোজা আনতে গেছে, এখনও ত ফিরলো না।

মেহের। রোজা কি করবে? দরোজা খোল, আমিই সাপের ব্যবস্থা ক'চ্ছি।

সিতারা। না-না-না, সে কেউটে সাপ, বর্গীরা ছেড়ে দিয়ে গেছে। কাছেও যাস্‌ নি।

মেহের। তুমি চাবি দাও না, দেখি কেমন কেউটে।

সিতারা। চাবি কি আমার কাছে যে দেবো?

মেহের। দরোজা জানালা সব বন্ধ, কোথাও একটু ফাঁক নেই। সাপের পো নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে ম'রে ভূত হয়েছে, দেখবে চল।

[প্রস্থান।

সিতারা। সবই বুঝি মেয়ে, কিন্তু কি করবো? বেল পাকলে কাকের কি? সে হ'চ্ছে মারাঠী বামুন, আর তুই হ'লি বাঙ্গালী মোছলমান।

আক্রাম খাঁর প্রবেশ।

আক্রাম। এই যে সিতারা। মেহের কোথায়, মেহের?

সিতারা। বাড়ীতেই আছে, ডাকবো?

আক্রাম। না, না, তুমি মেয়ে নিয়ে বেরিয়ে যাও।

সিতারা। কেন বেরিয়ে যাবো? চালাকি পেয়েছ?

আক্রাম। আরে দুত্তোর কচুপোড়া। আমি কি সেরকম বেরিয়ে যেতে বল্‌ছি? বল্‌ছি, চাচার বাড়ী থেকে ঘুরে এস।

সিতারা। তোমার চাচার মুখে আগুন লাগুক্‌।

আক্রাম। তাহ'লে মামুর বাড়ী যাও না।

সিতারা। মামু মরুক্।

আক্রাম। [ভ্যাঙাইয়া] মামু মরুক্! বর্গীরা এসে যখন চ্যাংদোলা ক'রে আড্ডায় নিয়ে যাবে, তখন বুঝবে মজা। তোমাকে না হয় রূপ দেখে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু মেয়ে? একবার নসীবের জোরে পালিয়ে এসেছে। কিন্তু ফের যখন নিয়ে গিয়ে বর্গীরা—

সিতারা। বর্গীরা আস্‌বে কোত্থেকে? সব পালিয়ে গেছে।

আক্রাম। তোমার মাথা। ভাস্কর পণ্ডিত ধাপ্পা দিয়েছে। আমি ও ব্যাটাকে হাড়ে হাড়ে চিনি।

সিতারা। কি ক'রে চিনলে গা? একসঙ্গে পড়েছ নাকি? সে ত মস্তবড় পণ্ডিত, আর তুমি তোমার নিজের নামটাও বানান কর্‌তে পার না।

আক্রাম। কে বল্‌লে বানান কর্‌তে পারি না?

সিতারা। কর দেখি শুনি।

আক্রাম। আ,—ক'য়ে দীর্ঘঈ,—

সিতারা। থাক্, আর বিদ্যে ফলাতে হবে না। তুমি জান পাট কাটতে আর গরু চরাতে। নইলে ভাস্কর পণ্ডিতের ভাই মেয়েটাকে উদ্ধার ক'রে দিয়ে গেল, আর তুমি তার সঙ্গে কথাই কইলে না?

আক্রাম। কথা কইবো? ব্যাটা বর্গীর বাচ্ছাকে মুর্গীর মত জবাই করবো।

সিতারা। মেয়ে ত রেগে কাঁই।

আক্রাম। কেনে? মেয়ে র‍্যাগে কেনে?

সিতারা। সে তোমার গুবরে মাথায় ঢুকবে না। ছেলেটার উপর মেয়ের টান পড়েছে।

আক্রাম। টান কি?

সিতারা। টান মানে ভালবাসা।

আক্রাম। কি, শালার মেয়ের এত সাহস? মোছলমানের মেয়ে হ'য়ে হেঁদুকে ভালবেসে ফেললে? পাড়ায় এত মোছলমানের ছেলে থাকতে কাউকে ও ভালবাসতে পারলে না?

সিতারা। পারবে কি ক'রে? কেউ যে লেখাপড়া জানে না।

আক্রাম। আমিও ত লেখাপড়া জানি না, তবে তুমি আমায় সাদি করলে কেন?

সিতারা। দাড়ি দেখে মজে গিয়েছিলুম।

আক্রাম। এই, খবরদার!

সিতারা। কথা না বাড়িয়ে এখন ছোট। ছেলেটাকে খুঁজে এনে মাপ-টাপ চাও। নইলে মেয়ে আর তোমায় বাবা বলবে না।

আক্রাম। খুঁজে আনতে হবে না। ওই নমাজঘরে তাকে আষ্টে-পৃষ্টে বেঁধে ফেলে রেখেছি। নবাবের লোক আসছে তাকে জবাই করতে।

সিতারা। অঁ্যা! একি তুমি সত্যি বলছ, না ঠাট্টা?

আক্রাম। ঠাট্টা কি না দেখবে এস, নবাবী সৈন্য আসছে।

সিতারা। এ তুমি করেছ কি? অমন ভাল ছেলে, আর অমন সরল সুন্দর—

আক্রাম। তোমারও চোখে লেগেছে নাকি?

সিতারা। খুলে দাও, ওগো, ঘর খুলে দাও। অধর্ম্ম ক'রো না।

আক্রাম। হেঁদু মারলে অধর্ম্ম হয় না।

সিতারা। মেয়েটা বুক ফেটে ম'রে যাবে।

আক্রাম। মেয়ের মা শুদ্ধ মরুক।

সিতারা। ওরে বেইমান, টাকার লোভে তুমি উপকারীর সর্ব্বনাশ ক'চ্ছ? তোমার ধর্ম্ম কি তোমায় এই শিক্ষা দিয়েছে? সব ধর্ম্ম কি একসঙ্গে রায় দেয় নি যে বেইমানির মত মহাপাপ নেই? এ আমি হ'তে দেবো না। খুলে দাও, ওগো, খুলে দাও। দেবে না? তাহ'লে আমি পাড়ার লোক ডেকে এনে জড় করবো।

আক্রাম। কর্ গে যা তোর খুশী।

সিতারা। হে মুছলমানের আল্লা, হে হিন্দুর ভগবান্, ছেলেটাকে রক্ষা কর, ছেলেটাকে রক্ষা কর। [প্রস্থান।

আক্রাম। মা মেয়ে দুটোরই দফা সেরেছে। ব্যাটাকে সমরু মিত্রার হাতে তুলে দিয়ে তবে আমার অন্য কাজ।

[প্রস্থান।

আহত দিবাকর ও মেহেরউন্নিসার প্রবেশ।

দিবাকর। চ'লেই যাচ্ছিলুম। পেছন থেকে কে মাথায় লাঠি মারলে, আমি প'ড়ে গিয়ে জ্ঞান হারালুম। যখন জ্ঞান হ'ল, দেখলুম— আমি অন্ধকার ঘরে প'ড়ে আছি। হাত পা মুখ সব বাঁধা।

মেহের। অত কথার সময় নেই। তুমি এখনি অন্দরের পথ দিয়ে চ'লে যাও। এই শাড়ী নাও, এই বোরখা মুড়ি দাও। ধরা পড়লে রক্ষা নেই, নবাবের লোক আসছে।

দিবাকর। আমি যাবো না মেহের।

মেহের। যাবে না!

দিবাকর। না। হাজার হাজার মানুষকে হত্যা ক'রে বর্গীরা যে মহাপাপ করেছে, আমার মৃত্যু দিয়ে আমি তার কতকটা প্রায়শ্চিত্ত ক'রে যাবো।

মেহের। তুমি ত কাউকে খুন কর নি, তুমি ত কোন মেয়ের দিকে পাপদৃষ্টিতে চাও নি। আমি জানি কোন অন্যায় তুমি করতে জান না। তুমি কেন মরবে পাগল? তুমি দীর্ঘদিন বেঁচে থেকে এমনি ক'রেই মানুষের উপকার ক'রে যাও। যাও, যাও, চ'লে যাও। মুখের দিকে চাইছ কেন? আমি ছলনা করি নি, মিথ্যেও বলি নি।

দিবাকর। মেহের, যে বংশে আমার জন্ম, সে বংশের চিরদিনের বিশ্বাস এই যে, হিন্দু ব্রাহ্মণেরাই মানুষ, আর সব অনাবশ্যক—আবর্জ্জনা। বংশের এ শিক্ষা আমি কখনও নিই নি। ভগবানকে কখনও ডাকি নি। পুজোর প্রসাদ কখনও নিই নি। তাই উপনয়নও আমার হয় নি। তবু আমি জানতুম যে, হিন্দুর হৃদয় আর মুছলমানের হৃদয় এক উপাদানে গড়া নয়। তুমিই আমার সে ভুল ভেঙ্গে দিয়েছ।

মেহের। বেশ করেছি। ও ঠাকুর, আর তুমি দেরী ক'রো না।

দিবাকর। চ'লে গেলে ত আর না-ও আসতে পারি মেহের।

মেহের। কেন আসবে? এসো না। এখানে কেউ তোমাদের ক্ষমা করবে না। তুমি আজই দেশে চ'লে যাও। বাংলার কথা ভুলেও মনে ক'রো না।

দিবাকর। তুমি বলতে পার, দিবাকরের কথা আর কখনও মনে করবে না?

মেহের। ওকথা ব'লে লাভ নেই দিবাকর। তুমি হিন্দু, আমি মুছলমান।

দিবাকর। আমার জামা নীল, আর আমার দাদার জামা সাদা। তবু ত আমরা পরস্পরকে ভালবাসি। ধর্ম্ম ত জাতির অঙ্গাবরণ। ধর্ম্মের প্রভেদ সত্ত্বেও মানুষে মানুষে অমিল হওয়ার কথা ত নয়।

মেহের। ওগো, বাইরে কোলাহল শুনতে পাচ্ছি! আর দেরী ক'রো না। তুমি যাও ঠাকুর, তুমি যাও।

সমরুর প্রবেশ।

সমরু। আর যেতে হবে না, আমরা এসেছি।

মেহের। হ'ল ত? তুমি বামুনের ঘরের গরু। নিজেও মর, আমাকেও মেরে রেখে যাও।

[প্রস্থান।

সমরু। চ'লে এস, তুমি আমাদের বন্দী।

দিবাকর। বন্দী হ'তে আমি জানি না রাজপুরুষ।

সমরু। এইবার তবে জেনে যাও।

দিবাকর। খবরদার, এগিও না। আগে একখানা অস্ত্র দাও। তারপর পার আমার বধ অথবা বন্দী কর।

সমরু। অস্ত্র দেবো? তোমরা যখন হাজার হাজার বাঙ্গালীকে খুন করেছিলে, তখন কি তোমরা তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিলে শয়তান?

দিবাকর। খুন যারা করেছে, আমি তাদের দলে নই।

সমরু। না, তুমি সাধুপুরুষ।

দিবাকর। সাধুপুরুষ না হ'তে পারি, কিন্তু আমার জীবনে আমি কখনও কারও রক্তপাত করি নি।

আক্রাম খাঁর প্রবেশ।

আক্রাম। মিথ্যাকথা। আমি নিজের চোখে ওকে বাঙ্গালী খুন করতে দেখেছি, বাঙ্গালীর ঘরে আগুন দিতে দেখেছি।

সিতারার প্রবেশ।

সিতারা। বাঙ্গালীদের যারা খুন করেছে, তাদের ঘরে আগুন জ্বালিয়েছে, তাদের মা-বোনকে বর্গীর হাতে তুলে দিয়েছে, তাদের যদি মারতে এসে থাক, তাহ'লে ওই ছেলেটাকে ছেড়ে দিয়ে এই মিঞাকে বেঁধে নিয়ে যাও।

আক্রাম। তবে রে কসবি,—

সিতারা। চুপ্।

অস্ত্র লইয়া মেহেরউন্নিসার প্রবেশ।

মেহের। এই নাও অস্ত্র। বীর তুমি, বীরত্বের পরিচয় দাও। [দিবাকরকে অস্ত্রদান]

সিতারা। আর কিছু না পার, যে শয়তান তোমার সঙ্গে বেইমানি করেছে, তাকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দাও।

দিবাকর। এস, দেখি কে আমাকে বন্দী করে।

[সমরুর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

মেহের। বাবা, কি বল্‌বো তোমাকে? মোছলমানের অপূর্ব্ব পরিচয় দিয়েছ তুমি? তোমার মা শৈশবে কেন তোমায় নুন খাইয়ে মারে নি? তুমি মোছলমানের কলঙ্ক, বাঙ্গালীর শত্রু, গোটা দুনিয়ারই দুশমন।

আক্রাম। চুপ কর্ কালামুখি, মুছলমানের মেয়ে হ'য়ে হিন্দুর ছেলের সঙ্গে আশনাই করতে তোর লজ্জা হ'ল না?

মেহের। না না, কিসের লজ্জা? লজ্জা হ'চ্ছে তোমার মেয়ে ব'লে পরিচয় দিতে।

আক্রাম। তবে তুই জাহান্নমে যা। [ছুরিকাঘাত]

সিতারা। খবরদার শয়তান! [বাধা দান, আক্রামের ছুরি তাহারই বক্ষ বিদ্ধ করিল, সিতারার পতন]

মেহের। কি করলে বাবা? কি করলে তুমি? মা, মা, মাগো,—

সিতারা। কাউকে দোষ দেবো না। সব আমারই নসীবের দোষ। পালিয়ে যা মেহের, পালিয়ে যা। বাঙ্গালী হ'য়ে যে বাঙ্গালীর দুঃখে কাঁদে নি, তার দানাপানি তুই খাস্ নি। কোথায় গেল সে ছেলেটা—কে জানে? যদি সে তাকে নেয়, তুই আর কাউকে বিয়ে করিস্ নি। তার যে ধর্ম্ম, তোরও সেই ধর্ম্ম। উঃ—

মেহের। এও তুমি পার্‌লে বাবা? আমাকে মার, দোহাই তোমার, আমাকেও মার।

সমরুর প্রবেশ।

সমরু। শত্রু পালিয়ে গেছে। তোমার মেয়ের জন্যই এতবড় শত্রু হাতছাড়া হ'য়ে গেল। আমি এ শয়তানীকে বন্দী ক'রে নিয়ে যাচ্ছি।

সিতারা। সব গেল, মান-সম্ভ্রম সব গেল।

আক্রাম। ওর কোন দোষ নেই মিঞা। দেখ, ওর মা মর্‌ছে। ওকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে নিয়ে চল। সিতারা যা বলেছে, সব সত্যি।

সমরু। সত্যি হয়, তুমিও রেহাই পাবে না। এই মেয়েটা, চ'লে আয়।

মেহের। চল, আর বাধা দেবো না। মা, আমি আসি মা। সারাজীবন তোমায় দুঃখ দিয়েছি। আজ দুঃখের অবসান। সুখ

শান্তি কখনও পাও নি। কবরের তলায় গিয়ে শান্তিতে ঘুমিয়ে থাক।

[সমরু সহ প্রস্থান।

সিতারা। আমার জন্যে কেঁদো না। চোখে যত জল আছে, সব বাঙ্গালীদের জন্যে ঢেলে দাও। অনেক দুর্ব্বাক্য বলেছি, মাপ ক'রো। আমায় নমাজের ঘরে নিয়ে চল। শেষবারের জন্য নমাজ প'ড়ে যাই।

[আক্রামের সাহায্যে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কাটোয়া।

আলিবর্দ্দী ও মোহনলালের প্রবেশ।

আলিবর্দ্দী। এ তুমি করলে কি নির্ব্বোধ? কবে আমি কাটোয়ায় এসেছি। সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য পা বাড়িয়ে আছে, তবু আমাকে যেতে দিলে না?

মোহনলাল। আপনার মনে নেই জাঁহাপনা, কাটোয়ার পথে শত্রুর আক্রমণে আপনি ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন। অনেক কষ্টে আমি আপনাকে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছি।

আলিবর্দ্দী। কেন বাঁচালে মূর্খ। বর্গীর হাতে বাঙ্গালীরা হাজারে হাজারে প্রাণ দিলে, আমিও কি তাদের সঙ্গে মরতে পারতুম না?

মোহনলাল। সবাই যদি মরবে, তাহ'লে ছ'কোটি বাঙ্গালীকে

বাঁচাবে কে? বর্গীর উৎপাত থেকে বাঙ্গালীকে চিরদিনের জন্য আপনাকেই মুক্তি দিতে হবে। তাই আপনাকে এ ক'দিন বাইরে আসতে দিই নি। সৈন্যেরা মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি দিয়ে আপনাকে আহ্বান করেছে। মনসবদারেরা আমাকে চোখ রাঙিয়েছে, আপনিও কেবলই উঠে বাইরে আসতে চেয়েছেন। আমিই আপনাকে শয্যার সঙ্গে বেঁধে রেখেছি ছিলাম।

আলিবর্দ্দী। বেশ করেছ, আমিও তোমায় কোতল কর্‌বো।

মোহনলাল। করুন, আমার কোন আপত্তি নেই।

আলিবর্দ্দী। বর্দ্ধমান বুঝি জনশূন্য হ'য়ে গেল, আর আমি বাংলার নবাব পঙ্গুর মত এখানে ব'সে আছি।

মোহনলাল। বর্দ্ধমানের জন্য আর কোন ভাবনা নেই জাঁহাপনা। সেখানে সসৈন্যে বেগমসাহেবা আর শাহজাদা আছেন। বহু বর্গী নিহত হয়েছে। আর কতকগুলোকে বন্দী ক'রে আপনার বিচারের অপেক্ষায় কারাগারে আবদ্ধ ক'রে রাখা হয়েছে।

আলিবর্দ্দী। একটা নারী আর একটা বালকের উপর এতবড় দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে আমি বাংলার নবাব নিরাপদ দূরত্বে ব'সে রইলুম! ও: একি লজ্জা!

মোহনলাল। কিসের লজ্জা জাঁহাপনা? যাঁরা বর্গীদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছেন, তাঁরা ত বাইরের কেউ নন। একজন আপনারই বেগম; আর একজন আপনার দৌহিত্র বাংলার ভাবী অধীশ্বর। আপনি যা পারেন নি, এঁরা তাই করেছেন, এও আপনারই গৌরব জাঁহাপনা।

আলিবর্দ্দী। গৌরব! অপদার্থ! আমি তোমার কোন কথা শুনবো না।

মোহনলাল। আর শুনতে হবে না জাঁহাপনা। এতদিনে আপনার যাওয়ার সময় হয়েছে। চলুন, কালই আমরা বর্দ্ধমানে যাত্রা করবো।

আলিবর্দ্দী। কাল নয়, আজই।

মোহনলাল। এই দুর্য্যোগের মধ্যে?

আলিবর্দ্দী। হোক্ দুর্য্যোগ। এখনি আমি বর্দ্ধমান রওনা হবো।

জানকীরামের প্রবেশ।

জানকী। বর্দ্ধমান নয়, বর্দ্ধমান নয়, মুর্শিদাবাদ।

আলিবর্দ্দী। জানকীরাম? কি সংবাদ এনেছ তুমি?

জানকী। জাঁহাপনা, বর্গীরা মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করেছে।

আলিবর্দ্দী। মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করেছে? সর্ব্বনাশ! বেগম নেই, সিরাজ নেই, মীরজাফর অসুস্থ। মুর্শিদাবাদে মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে দুজন দুর্ব্বল সৈন্যাধ্যক্ষ আর নোয়াজিস্ মহম্মদ। কোন্ পথে গেল সে বর্গীর দল?

জানকী। কাটোয়ার পাশ দিয়েই গেছে।

আলিবর্দ্দী। এতবড় একটা ব্যাপার, কেউ লক্ষ্য করে নি?

মোহনলাল। এই দুর্য্যোগে কুকুর বিড়ালও পথে বেরোয় না জাঁহাপনা।

আলিবর্দ্দী। তবে বর্গীরা গেল কি করে?

মোহনলাল। চোর-ডাকাত দুর্য্যোগের মধ্যেই চলে জনাব। মানুষের বাঁধা পথ তাদের জন্য নয়।

আলিবর্দ্দী। আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না। সৈন্যদের প্রস্তুত হ'তে বল, নাবিকদের বল—সব বজরা নিয়ে ঘাটে উপস্থিত থাকতে।

জানকী। কোথায় বজরা জাঁহাপনা? বর্গীরা সব বজরা ওপারে নিয়ে গিয়ে তলা ফাঁসিয়ে দিয়েছে। নাবিকদের সবাইকে হত্যা করেছে। নদীতে একখানা ডিঙ্গি নৌকোও নেই।

আলিবর্দ্দী। এতগুলো নাবিক—সবাইকে হত্যা করেছে? ঘাটে যে পঞ্চাশখানা ঘাট বৈঠার ছিপ ছিল তার একখানাও নেই, একজন নাবিকও বেঁচে নেই জানকীরাম?

জানকী। না, আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি জাঁহাপনা।

মোহনলাল। আপনি তবে এলেন কি ক'রে রাজা?

জানকী। শাক্ত সন্ন্যাসীর বেশ ধ'রে আমি তাদের চোখে ধূলো দিয়েছি। ভাস্কর পণ্ডিত কখনও শাক্ত সন্ন্যাসীর গায়ে হস্তক্ষেপ ক'রে না। সর্পদংশনে মৃত একটি বালককে ভেলায় ভাসিয়ে দিয়েছিল। আমি সেই ভেলায় উঠে নদী পার হ'য়ে এসেছি।

আলিবর্দ্দী। রাজা জানকীরাম, নবাব আলিবর্দ্দীর বহু আত্মীয়, অসংখ্য হিতৈষী, অনেক কর্ম্মচারী আছে। কিন্তু তোমাদের এই দুজনের মত মূর্খ কর্ম্মচারী আর একজনও নেই। ~~কিন্তু~~ তোমাদের এত পরিশ্রম সবই ব্যর্থ হ'য়ে গেল।/ বর্দ্ধমান গেছে, মুর্শিদাবাদও হয়ত ধ্বংস হ'য়ে যাবে! কে রক্ষা করবে ধনকুবের জগৎশেঠের গদী, কে অক্ষত রাখবে বাংলার মসনদ? জানি, বর্গীদের হাত থেকে কিছুই রক্ষা করা যাবে না, তবু আমি যাবো। আমার বিপন্ন প্রজাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ~~আমিও~~ মরবো।

মোহনলাল। কোথায় যাবেন জাঁহাপনা?

আলিবর্দ্দী। ওপারে যাবো, পথ ছাড়।

মোহনলাল। না, এ বিপদের মুখে আপনাকে একা আমি

আলিবর্দ্দী। সমগ্র বাংলা যেখানে বিপন্ন, সেখানে আমার বিপদটাই কি এত বড়?

মোহনলাল। জাঁহাপনা, আমার মত বাঙ্গালী হাজার হাজার ম'রে গেলেও বাঙ্গালীজাতি নিঃশেষ হ'য়ে যাবে না। কিন্তু নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ একজন গেলে আর জন্মাবে না। বাংলার নদনদী তখন ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যতরীই শুধু বহন করবে। বাংলার এই স্বর্গ তখন হবে বিদেশী বেনিয়ার বিলাসকুঞ্জ।

আলিবর্দ্দী। ওরে আমার ভাগ্যহীন প্রজা, আমি ত পারি নি বর্গীর অত্যাচার থেকে তোমাদের রক্ষা করতে।

জানকী। তবু আমাদের দুঃখে আপনারও চোখের জল কম ঝরে নি জাঁহাপনা।

আলিবর্দ্দী। তাইত আমি যেতে চাই আমার নির্য্যাতিত প্রজাদের মাঝখানে। হয়ত তাদের রক্ষা করতে পারবো না। কিন্তু তাদের সঙ্গে গলা জড়িয়ে একটু কাঁদতেও কি তোমরা আমায় দেবে না? মোহনলাল,—

মোহনলাল। যেতে হয়, আমি যাবো, আপনাকে আমরা নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারবো না।

আলিবর্দ্দী। এই মূর্খটাকে আমি গুলি ক'রে মারবো।

জানকী। তাহ'লে আর একটা মূর্খ থাকবে জাঁহাপনা।

আলিবর্দ্দী। তাহ'লে তোমাদের দুটোকেই আমি কোতল করবো।

দিবাকরের প্রবেশ।

দিবাকর। কোন প্রয়োজন নেই। বজরা এনেছি বঙ্গেশ্বর।

আলিবর্দ্দী। বজরা এনেছ?

জানকী। কোথায় পেলে বজরা?

আলিবর্দ্দী। তোমাকে যেন চিনি মনে হ'চ্ছে। কে তুমি যুবক?

দিবাকর। আমি ভাস্কর পণ্ডিতের ভাই দিবাকর।

মোহনলাল। তুমি আমাদের জন্য বজরা সংগ্রহ ক'রে এনেছ এর উদ্দেশ্য কি?

দিবাকর। উদ্দেশ্য, তোমাদের নদীর ওপারে যেতে সাহায্য করা।

জানকী। তাতে তোমার কি লাভ?

দিবাকর। লাভ এই যে, আপনারা সসৈন্যে মুর্শিদাবাদে পৌছতে পারলে ভাস্কর পণ্ডিত আর বাঙ্গালীদের হত্যা করতে পারবেন না, জগৎশেঠের ঐশ্বর্য্যও লুণ্ঠিত হবে না,— সুতরাং তাঁর পাপের বোঝা আর বেশী ভারী হবে না।

আলিবর্দ্দী। এও ত আর এক মূর্খ দেখছি। তুমি আমাদের নদী পার ক'রে দেবার জন্য বজরা নিয়ে এসেছ? অথচ তুমি বর্গী, তুমি ভাস্কর পণ্ডিতের ভাই! আমরা যদি বর্গীদের সমূলে ধ্বংস করি?

দিবাকর। আমি আনন্দে করতালি দেবো।

আলিবর্দ্দী। যদি তোমার ভাইকে বধ করি?

দিবাকর। তাহ'লে আপনাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে দেশে চ'লে যাবো।

মোহনলাল। তুমি কি উন্মাদ?

দিবাকর। যা বলেছ।

আলিবর্দ্দী। এই দুর্য্যোগে নদীতে একখানা ডিঙ্গি পর্য্যন্ত নেই। বর্গীরা সব বজরা ওপারে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে দিয়েছে। তুমি বজরা কোথায় পেলে?

দিবাকর। ওপার থেকে নিয়ে এসেছি। এই বজরাটা ডুবিয়ে দেবার ভার আমিই নিয়েছিলুম। আর দেরী কর্‌বেন না জাঁহাপনা, আসুন। আপনাদের পার ক'রে দিয়ে আমি গিয়ে দাদার সঙ্গে যোগ দেবো।

জানকী। কিন্তু একথা ত গোপন থাকবে না। তোমার দাদা যদি এই বিশ্বাসঘাতকার শাস্তি দেন?

দিবাকর। দেবেন।

আলিবর্দ্দী। যদি হত্যাই করেন?

দিবাকর। কর্‌বেন। তবু ত এতগুলো মানুষ রক্ষা পাবে। আমরা তিন ভাই। দিবাকর গেলে ভাস্কর পণ্ডিত আর দিনকর থাকবে। ভাস্কর গেলে একা দিনকরের আলোতেই মহারাষ্ট্রের আকাশ উজ্জ্বল হ'য়ে থাকবে। জাঁহাপনা, দূর থেকে বাংলার ঐশ্বর্য্যের কথাই শুধু শুনেছি। দেখি নি তার দিগন্তপ্রসারিত শস্যশ্যামল মাঠের গ্রাম সুষমা, বুঝি নি এই ভেতো বাঙ্গালীর অন্তরের অফুরন্ত দেশপ্রেম, কল্পনাও করি নি বাঙ্গালী মেয়েদের এই সর্ব্বংসহা মূর্ত্তি। লবণের তৈরী মানুষ সমুদ্র মাপতে গিয়ে সমুদ্রে মিশে গেছি। বাংলার দুঃখে আপনার মত আমারও চোখে জল আসে।

আলিবর্দ্দী। মহান্ যুবক। আর একবার তুমি আমার উপকার করেছিলে। আজও তোমার এ উপকার আমি মাথা পেতে গ্রহণ কর্‌লুম। এস মোহনলাল, এস জানকীরাম, ভাব্‌ছ কি? যে যতই বাংলার বুকে মই দিক্, এ বিধাতার বিধান, বাংলার ধ্বংস নেই, বাংলার মৃত্যু নেই।

[প্রস্থান।

জানকী। কি ব'লে তোমায় কৃতজ্ঞতা জানাবো যুবক?

দিবাকর। কৃতজ্ঞতা জানালেও আমার শোনবার অবসর নেই। অতএব আপনি বৃথা চেষ্টা কর্‌বেন না।

জানকী। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন।

[প্রস্থান।

দিবাকর। এই কথাই ভাল। সব ছেড়ে দিয়ে ভগবান্ ভগবান্ কর্‌লে বর্গীরা মুখে রক্ত উঠে মর্‌বে। তুমি ত মোহনলাল? অমন কটমট ক'রে চাইছ কেন?

মোহনলাল। আমি বুঝতে পারছি না, ভাস্কর পণ্ডিতের ভাই আমাদের উপকার কর্‌তে আস্‌বে কেন?

দিবাকর। বোকা বামুন কি না, তাই। তার উপর নামটা দিবাকর। আকাশের দিবাকর সবাইকে আলো দেয়, তার শত্রু নেই। আমি মাটির দিবাকর, আমারও শত্রু কেউ নেই।

মোহনলাল। তবে তুমি বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে তরবারি চালনা কর কেন?

দিবাকর। ক্ষিধে বাড়াবার জন্যে। তরবারি আমি অনেক চালিয়েছি বটে, কিন্তু একটা ইঁদুরও বধ করি নি।

মোহনলাল। শোন মারাঠা,—

দিবাকর। বল।

মোহনলাল। তুমি যদি জাঁহাপনাকে বিপদের মধ্যে নিয়ে গিয়ে তাঁর গায়ে একটা কাঁটার আঁচড় দিতে চেষ্টা কর, তাহ'লে মোহনলাল তোমার শিরশ্ছেদ কর্‌বে।

[প্রস্থান।

দিবাকর। কাকে ডাকি? ভগবানকে না খোদাকে? ভাস্কর পণ্ডিতের হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা কর্‌তে এরা একা কেউ পারবেন

কি না কে জানে? তার চেয়ে দু'জনকেই ডাকা যাক্, যদিও কাউকেই আমি বিশ্বাস করি না। হে ভগবান্, হে খোদা, হে খোদাভগবান্, হে ভগবানখোদা,—না বাবা, ছন্দে ত মিলছে না।

কাকলীর প্রবেশ।

কাকলী। এই ব্যাটা, তুই এখানে কি কচ্ছিস্? পালিয়ে এলি তুই, আর চোরের দায়ে বাঁধা পড়্লো সেই মেয়েটা?

দিবাকর। কোন্ মেয়েটা?

কাকলী। কিছু জান না? ন্যাকা! আমি তোকে খুন কর্‌বো।

দিবাকর। খুনটা একটু পরে কর্‌লেও ত হবে। আগে ব্যাপারটা কি বল। কে বাঁধা পড়েছে? মেহের?

কাকলী। এতক্ষণ পরে নামটা বেরুল? দূর হতভাগা, কি রকম ভালবাসা তোর? সে ত তোর নাম অষ্টপ্রহর জপ করে। আর তুই শূয়ার তাকে ফাঁসিয়ে দিয়ে নিজের প্রাণ নিয়ে পালালি? ভেবেছিস্ বুঝি, মোছলমানের মেয়ে—মরে মরুক না। দুত্তোর বামুনের নিকুচি করেছে। ভালবাসায় আবার জাত কি রে ব্যাটা?

দিবাকর। জাত আমার নেই, ধর্ম্ম আমি মানি না। কে বেঁধেছে মেহেরকে?

কাকলী। নবাবের লোক, আবার কে? তোকে না পেলে তারা তাকেই খুন কর্‌বে। তুই তাকে ভালবাসিস্, না ফাজলামো করেছিস্?

দিবাকর। ভালবাসা কাকে বলে আমি জানি না। আমি শুধু এই জানি যে, তাকে অদেয় আমার কিছুই নেই।

কাকলী। তবে আর তোকে কিছু বল্‌বো না। জানিস্ বাবা,

এসব জাত গোত্র মানুষের গড়া। এক মায়ের তিনটে ছেলে। কেউ ভাত খায়, কেউ রুটি খায়, কেউ খায় দুধসাগু; মৎলবটা একই, ক্ষিধে মেটানো। হিন্দু-মুছলমানও এক মায়ের দুই ছেলে। তাই না? তোর নাম কি?

দিবাকর। আমার নাম দিবাকর।

কাকলী। আকাশের দিবাকরের মত তুইও হবি সবার আত্মীয়। কি রে, অন্যায় বল্‌ছি?

দিবাকর। না। তুমি কে মা?

কাকলী। মা বল্‌লি? যাঃ, সব গোলমাল হ'য়ে গেল। কোথায় মেহের? কোথায় দিবাকর? সব বিশু, সব বিশু।

দিবাকর। বুঝেছি, তুমি সেই কবির স্ত্রী। তোমারই শিশুকে বর্গীরা হত্যা করেছে। মা, অভিশাপ দিতে হয়, আমাকে দাও, আমার দাদাকে দিও না।

কাকলী।—

গীত।

হায়, সব গিয়েছি ভুলে,
কে দিল মোর চোখের তারা'য় বিষের বড়ি গুলে।
যে হান্‌লো বাজ আমার বুকে,
থাক সে বেঁচে শান্তি সুখে,
আমার তরী যে ডুবলো, তার তরী যাক্ কূলে।
আমার ঘরের উজল আলো
ফুঁ দিয়ে হায় যে নিভালো,
তার কুটির পড়ুক্ মালা লক্ষ আলোর ফুলে।

দিবাকর। কত নরনারীকে তুমি এমনি ক'রে উন্মাদ করেছ দাদা?

তোমার পরিণাম ভেবে আমিই শিউরে উঠছি। প্রকৃতির দণ্ড কোন্ পথে নেমে আসছে, তুমি কল্পনাও করতে পাচ্ছ না। কিন্তু এত পাপ কারও বৃথা যায় নি, তোমারও যাবে না।

[উভয়ের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

প্রাসাদ-তোরণ ।

[নেপথ্যে কামানগর্জ্জন হইতেছিল ।]

শরফুন্নেসার প্রবেশ ।

শরফুন্নেসা। ফিরে এস, ফিরে এস সৈন্যগণ। কোন ভয় নেই তোমাদের। মরতে হয় আমি আগে মরবো, তোমরা আসবে আমার পেছনে। বর্গীরা অমর নয়, ভাস্কর পণ্ডিতের দেহটা ইট-পাথর দিয়ে তৈরী নয়! আয়, ওরে আয়; বাঙ্গালীর মান, বাঙ্গালীর সম্ভ্রম ধূলোয় লুটিয়ে দিয়ে তোরা পালিয়ে যাস নে।

মধুরাওয়ের প্রবেশ ।

মধুরাও। আদাব বেগমসাহেবা।

শরফুন্নেসা। কে তুই?

মধুরাও। আমি বর্গী।

শরফুন্নেসা। কি চাই এখানে?

মধুরাও। চাইবো আর কি? আপনার আছেই বা কোন্

ছাই ? মুর্শিদাবাদ ত আমরাই নিয়ে নিলুম। বেগমসাহেবা এখন কি কর্‌বেন ?

শরফুন্নেসা। যা চিরদিন করেছি, তাই কর্‌বো। প্রাণ থাকতে দুশমনকে প্রাসাদের এক কণাও অধিকার কর্‌তে দেবো না।

আলিভাইয়ের প্রবেশ।

আলিভাই। ইচ্ছেয় না দেন, অনিচ্ছায় দেবেন বেগমসাহেবা! এখনও শোনেন নি বোধহয় যে, আপনাদের সেনাপতি হাজি আহম্মদ আর নোয়াজিস মহম্মদ দুজনেই বন্দী।

শরফুন্নেসা। তবে আর কি ? আনন্দ কর কুকুরের দল, আনন্দ কর। নগর লুণ্ঠন কর্‌বে না ? নিরীহ প্রজাদের ঘর-বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেবে না ?

মধুরাও। তা ত দিতেই হবে। নইলে আর মজা হ'ল কি ?

আলিভাই। তুমি যাও মধুরাও, হেঁদুব্যাটাদের বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দাও।

মধুরাও। কেন বল ত মিঞা ? বেছে বেছে হিন্দুর বাড়ীই পোড়াবে আর মুছলমানরা দাঁত বার ক'রে হাসবে ? এত আবদার ত ভাল নয়।

আলিভাই। তর্ক ক'রো না। যা, বলছি তাই কর।

মধুরাও। কক্ষনো কর্‌বো না। এসেছি লুট কর্‌তে, চোখ বুজে লুট কর্‌বো। তার মধ্যে আবার হিন্দু-মুছলমান কি ? সব ব্যাটা আমাদের শিকার। তাহ'লে চলুন বেগমসাহেবা। আপনাকে আগে পৌঁছে দিয়ে তারপর লুট কর্‌তে বেরুবো। আসুন।

শরফুন্নেসা। কোথায় ?

আলিভাই। পণ্ডিতজীর শিবিরে।

শরফুন্নেসা। তোমাদের পণ্ডিতজীকে আমার কাছে টেনে নিয়ে এস। আমি তার কাছে কৈফিয়ৎ চাই।

ভাস্করের প্রবেশ।

ভাস্কর। কি কৈফিয়ৎ চান বেগমসাহেবা? ভাস্কর পণ্ডিত হাজির।

শরফুন্নেসা। তুমিই ভাস্কর পণ্ডিত? একে পণ্ডিত, তার উপর কপালে ব্রাহ্মণত্বের ছাপ। নরহত্যা করতে হাত উঠলো তোমার? নিরীহ নিরপরাধ বাঙ্গালীদের হত্যা ক'রে ব্রাহ্মণত্বের যে দৃষ্টান্ত তুমি দেখিয়েছ, তার ফলে দেবার্চ্চনার জন্য লোকে চণ্ডালকে ডাকবে, তবু ব্রাহ্মণকে আর ডাকবে না।

ভাস্কর। বেশ ত বেগমসাহেবা। তিন যুগ পৌরোহিত্য ক'রে আমাদের সখ মিটে গেছে। শুধু অসার মান নিয়ে পেট ভরে না। অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, মাথা গোঁজবার ঠাঁই চাই! এবার থেকে আপনারাই না হয় পৌরোহিত্য করুন, আমরা করবো রাজ্যশাসন।

শরফুন্নেসা। আমি তোমার রাজত্বের স্বপ্ন ঘুচিয়ে দেবো শয়তান।

ভাস্কর। কবে ঘুচিয়ে দেবেন? মুর্শিদাবাদ আজ আমার মুঠোর মধ্যে। আমি একে নিয়ে কাদামাটির মত দু'পায়ে মাড়িয়ে তাল-গোল পাকিয়ে মহাশূন্যে ছুঁড়ে দিতে পারি। এর মসনদ আমার, এর সোনা-দানা হীরা-মাণিক সব আমার। আমীর উমরাও উজীর নাজির—সব আমার ইঙ্গিতে চালিত হবে। আপত্তি আছে আপনার?

শরফুন্নেসা। আছে। জবাব দাও বর্গিদস্যু,—

আলিভাই। কার কাছে জবাব দেবো আমরা?

শরফুন্নেসা। আমার কাছে।

মধুরাও। কিসের জবাব ?

ফকিরবেশী আলিবর্দ্দীর প্রবেশ।

আলিবর্দ্দী। হত্যার, লুণ্ঠনের, নারী-নির্য্যাতনের।

আলিভাই। সে জবাব পণ্ডিতজী দেবেন না ফকিরসাহেব। জবাব যদি চাইতে হয়, নবাবের কাছে চান, কেন তিনি পেশোয়ার চৌথ দেন নি ?

শরফুন্নেসা। কিসের চৌথ ? কে তোমাদের পেশোয়া ?

আলিবর্দ্দী। বাংলার শস্যসম্পদে কি তার অধিকার ?

ভাস্কর। আলিবর্দ্দী খাঁরই বা কি অধিকার ছিল ফকির সাহেব ? নবাব সরফরাজ খাঁ তাঁকে অখণ্ড বিশ্বাস করেছিলেন, সেই বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে সিপাহশালার আলিবর্দ্দী খাঁ যখন তাকে হত্যা ক'রে বাংলার মসনদ অধিকার করেছিলেন, ফকিরসাহেব তখন ত কোন জবাব চান নি। বেগমসাহেবার ধর্ম্মজ্ঞান তখন ত প্রবল হ'যে ওঠে নি।

মধুরাও। ফকিরের সঙ্গে বাদানুবাদ ক'রে কেন সময় নষ্ট কর্‌ছেন পণ্ডিতজি ?

আলিভাই। যদি কিছু বল্‌তে হয়, নবাবকেই বল্‌বেন।

ভাস্কর। ফকিরকে বল্‌লেই নবাবকে বলা হবে।

আলিভাই। যান ফকিরসাহেব, আলিবর্দ্দী খাঁকে গিয়ে বলুন, তিনি যদি বাঁচতে চান, যেন ফকিরি নিযে অবিলম্বেই মক্কায় চ'লে যান

শরফুন্নেসা। বটে !

আলিবর্দ্দী। ভাস্কর পণ্ডিত যদি বাঁচতে চায়, তাহ'লে বাংলার

কারাগারে আত্মীয়-হন্তা লোক'রে চোখের জলে তার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

আলিভাই ও মধুরাও। কি?

আলিবর্দ্দী। আর তার সঙ্গে থাকবে এইসব শেয়াল-কুকুর, যারা পুরুষের সঙ্গে না পেরে অসহায় নারী[redacted] নিয়ে ছিনিমিনি খেলে।

আলিভাই ও মধুরাও। সাবধান ফকির!

আলিবর্দ্দী ও শরফুন্নেসা। চুপ্।

[সহসা নেপথ্যে কামানগর্জ্জন ও জয়ধ্বনি—জয় নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর জয়।]

মধুরাও। একি! কারা এ জয়ধ্বনি দিচ্ছে?

ভাস্কর। নবাবের সৈন্যদল।

আলিভাই। সেকি! নবাব ত ওপারে। তার পার হবার পথ যে সব বন্ধ ক'রে দিয়েছি।

মধুরাও। সব নৌকোর তলা ফাঁসিয়ে দিয়েছি।

ভাস্কর। একটা বজরা বোধহয় বেইমানি ক'রে উঠে পড়েছে। তারই সাহায্যে নবাব সসৈন্যে পার হ'য়ে এসেছেন।

আলিভাই। কোথায় নবাব?

ভাস্কর। ফকির সাহেবের জামার নীচে। আর কেন জাঁহাপনা? ছদ্মবেশের আর কোন প্রয়োজন নেই, মোহনলাল এসে পড়েছে।

আলিবর্দ্দী। ভাস্কর পণ্ডিত দস্যু হ'লেও বুদ্ধিমান। কিন্তু বুদ্ধির জোরে আর জয়লাভ হবে না পণ্ডিত! বাঙ্গালীদের উপর তুমি যে অত্যাচারের বন্যা বহিয়ে দিয়েছ, মনে ক'রো না যে, তার পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত না ক'রেই তুমি মহানন্দে দেশে ফিরে যাবে? বাংলার নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ তার নিরীহ প্রজাদের উপর ব্রহ্মাস্ত্র

নির্য্যাতনের প্রতিশোধ যদি না নিতে পারে, তাহ'লে মসনদে সে আর বসবে না। একবস্ত্রে বাংলা ছেড়ে বেরিয়ে চিরদিনের জন্য চ'লে যাবে।

এস, আবার সে পথ আমিই দেখিয়ে দিচ্ছি।

ভাস্কর। আমরা সে শুভদিনের প্রতীক্ষায় রইলুম।

[আলিবর্দ্দী ও ভাস্করের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

আলিভাই। মধুরাও, বেগমকে বন্দী কর।

শরফুন্নেসা। বেগম শরফুন্নেসাকে বন্দী করবে, এতবড় বর্গী-কুত্তাদের মধ্যে কেউ নেই।

মোহনলাল আসিয়া মধুরাওয়ের গলা টিপিয়া ধরিল।

মধুরাও। কোন্ ব্যাটা রে?

মোহনলাল। আমি তোমার যম—মোহনলাল। [ধাক্কা দিল, মধুরাও ছিটকাইয়া পড়িল]

শরফুন্নেসা। হত্যা কর, নৃশংস হত্যা। দয়া নেই, মায়া নেই। একটা বাঙ্গালীর মাথার বিনিময়ে দশটা বর্গীর মাথা নেওয়া চাই। এরা বাঙ্গালীর দুশমন, দুনিয়ার কলঙ্ক; এদের যেমন ক'রে পার বাংলার মাটিতে কবর দাও। একটা বর্গীও যেন পেশোয়ার কাছে খবর নিয়ে যেতে না পারে।

[প্রস্থান।

মোহনলাল। তুমিই না বাঙ্গালী-কুলকলঙ্ক আলিভাই?

আলিভাই। তুমি না নবাবের পা-চাটা গোলাম মোহনলাল?

মোহনলাল। বহু বাঙ্গালী নারীর সর্ব্বনাশ করেছ তুমি, আমি তোমাকে কুকুরের মত হত্যা করবো।

আলিভাই। আমি তোমাকে জ্যান্ত কবর দেবো। মধুরাও,—

মধুরাও। ঠিক আছে মিঞা।

[মোহনলাল দুইজনের সহিত একা যুদ্ধ করিতে লাগিল, আলিভাই পলায়ন করিল]

মোহনলাল। তুই না সেই কুকুরটা? এখনও বেঁচে আছিস তুই?

মধুরাও। আছি বই কি? তোমাদের সব কটাকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে তবে ত মর্‌বো। তুমি ব্যাটা সেদিন আমার পিলে ফাটিয়ে দিয়েছিলে। আজ তোমার পিলে আমি ফাটাবো, দেখি তোমার কোন্ বাবা রক্ষা করে। [সহসা আগেয়াস্ত্র বাহির করিয়া গুলি করিবার উদ্যোগ]

গঙ্গারাম প্রবেশ করিয়া আগ্নেয়াস্ত্র কাড়িয়া লইল।

মোহনলাল। [মধুরাওয়ের কোষ হইতে তরবারি তুলিয়া লইয়া] হত্যা কর কবি, হত্যা কর। তোমার শিশুপুত্রের হত্যার চরম প্রতিশোধ নাও।

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে কামানগর্জ্জন ও জয়ধ্বনি—"জয় নবাব আলিবর্দ্দীর জয়"।]

গঙ্গারাম। [পিস্তল বাগাইয়া ধরিয়া গাহিলেন]

গীত।

এবার ডাক্ দেখি তোর পণ্ডিতে,
দেখবো তাহার শক্তি কত বিধির বিধান খণ্ডিতে।
যত পাপ তুই কর্‌লি ব্যাটা, সবই আছে জমা,
প্রকৃতি তার একটি কণা করেনি রে ক্ষমা;
কি শক্তি তোর ওরে বোকা, তার কাছে তুই কচি খোকা,
কেউ পারে নি পশিতে তার বিচারশালার গণ্ডীতে।

মধুরাও। অস্ত্র দাও, অস্ত্র দাও। নিরস্ত্রকে বধ ক'রো না।

গঙ্গারাম। তুমি যখন আমার শিশুসন্তানকে হত্যা করেছিলে, তখন তার হাতে ক'টা অস্ত্র তুলে দিয়েছিলে? এত পাপ ক'রেও বাঁচবার সাধ? তা হবে না। আজই তোমার পাপজীবনের অবসান হোক্। [গুলির উপক্রম]

কাকলীর প্রবেশ।

কাকলী। না, না, মেরে, না, ওগো মেরো না।

গঙ্গারাম। কেন বাধা দিচ্ছ কাকলি? এই পাপিষ্ঠই তোমার বিশুকে হত্যা করেছে।

কাকলী। না গো, না। কে কাকে হত্যা করতে পারে? দূর ঠাকুর তুমি এতবড় কবি, আর এই কথাটা জান না যে, আত্মা অবিনশ্বর?

গঙ্গারাম। যাও কাকলি, যাও, ও শাস্ত্র আমিও জানি। কিন্তু এ আফিঙে আর নেশা হয় না।

কাকলী। আমার ত হয়। কেন ভাব্‌ছ তুমি? বিশু মরে নি; সবার মধ্যে সে মিশে আছে। এই হতভাগার মধ্যেও আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি।

মধুরাও। এই বাংলার নারী। জানি না এদের হৃদয় কি দিয়ে গড়া। এরা আঘাত পেয়েও অভিশাপ দেয় না। প্রাণ গেলেও কারও অনিষ্ট কামনা করে না। বাংলা যদি বাঁচে, এই সর্ব্বংসহা মায়েদের জন্যেই বাঁচবে। মার কবি, আর আমার মর্‌ছে ভয় নেই। মহিমময়ি জননি, অভিশাপ যদি না দাও, আশীর্ব্বাদ কর, যেন পরজন্মে তুমি হও মা, আমি হই তোমার সন্তান।

কাকলী। কাঁদছিস্? না না, কাঁদিস্ না। যা, পালা,—যম থাবা পেতে আছে। পালা না রে ব্যাটা।

মধুরাও। বাংলার ধ্বংস নেই, বাঙ্গালী জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য যে যতই চেষ্টা করুক, তাতে শুধু তাদেরই শক্তি ক্ষয় হবে। এ জাতি নিজের গরিমায় ভারতে অমর হ'য়ে থাকবে।

[প্রস্থান।

গঙ্গারাম। কি করলে কাকলি? এতবড় শত্রুকেও তুমি মারতে দিলে না?

কাকলী। না গো, না; মারবে কেন? তুমি যে ব্রাহ্মণ, তুমি মারবে না, শুধু গড়বে, প্রাণ নেবে না, প্রাণ দেবে। চল চল, বৰ্দ্ধমানে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নিদমহল।

সমরু ও আক্রামের প্রবেশ।

আক্রাম। সমরু মিঞা, শুনছ? আল্লার কিরে, মেয়েটাকে তুমি শাহজাদার সাম্‌নে হাজির ক'রো না। মেয়েটাকে নষ্ট ক'রে ফেলবে।

সমরু। ফেলে ফেলবে; আমি তার কি করবো?

আক্রাম। আমার বাড়ীঘরদোর সব তুমি নাও; টাকাকড়ি যা আছে, সব তোমায় দিচ্ছি। ওকে তুমি ছেড়ে দাও। আমি বল্‌ছি, তোমার কিছু হবে না।

সমরু। মনিবের সঙ্গে বেইমানি করতে আমি শিখি নি। আজ তোমার মেয়ের বিচার হবে।

আক্রাম। দয়া কর মিঞা। আমারই জন্যে ওর মা মরেছে। জানলা দিয়ে দেখলুম, সোণার বর্ণ কালি হ'য়ে গেছে। বড় কাঁদছে মিঞা।

সমরু। ভাবছ কেন? আজই কান্নার শেষ হ'য়ে যাবে।

আক্রাম। আগে আমাকে শেষ কর। আমি ওর মার মরণ দেখেছি, ওর মরণ আমায় যেন দেখতে না হয়।

সমরু। কে তোমায় দেখতে বল্‌ছে? বেরিয়ে যাও না।

আক্রাম। ছেড়ে না দাও, একবারটি আমায় তার কাছে নিয়ে

চল। মেয়েটার বিয়ের জন্যে যত গয়না গড়িয়েছিলুম, সব আমি নিয়ে এসেছি। তাকে জন্মের শোধ পরিয়ে দেখবো। আর তারই হাতে-রোয়া গাছের এই পেয়ারাটা নিয়ে এসেছি, তাকে খাওয়াবো।

সমরু। আর খাওয়ার দরকার নেই, নর্দ্দমায় ফেলে দাও গে যাও। দিবাকরকে যখন পাওয়া গেল না, তখন তোমার মেয়ে আজই মর্‌বে। ইচ্ছা হয়, আর এক প্রহর পরে এসে তার মৃতদেহ নিয়ে যেও।

আক্রাম। কোথায় গেল সে বর্গী? তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলুম। কোথাও তার চিহ্ন নেই। তখন বুঝি নি সমরু মিঞা, মেয়েটা বলেছিল—"পরের ঘরে যে আগুন দেয়, তার নিজের ঘরও পোড়ে।" আমাকেও বাঁধ সমরু মিঞা, আমাকেও খুন কর, আমি তোমাদের দোয়া ক'রে মর্‌বো।

সমরু। আর দোয়া কর্‌তে হবে না। অনেক দোয়া করেছ। যদি পার দিবাকরের সন্ধান এনে দাও।

আক্রাম। সন্ধান ত দিয়েছিলুম মিঞা। মাঠের মধ্যে পেয়েও তুমি লোকটাকে ধ'রে রাখতে পারলে না, সে দোষ কি আমাদের না তোমার?

সমরু। তোমার মেয়ে তাকে অস্ত্র জুগিয়ে দেয় নি?

আক্রাম। তোমাদের হাতেও ত অস্ত্র ছিল। তার মাথাটা কেটে ফেলতে পার নি? তোমাদের এতগুলো লোকের চোখে ধূলো দিয়ে সে পালিয়ে গেল, তবু তোমাদের গায়ে কাঁটার আঁচড় লাগল না, আর মাথা যাবে আমার মেয়ের? আমি বরং বারবার বর্গীদের সাহায্য করেছি, কিন্তু আমার মেয়ে তাদের পদে পদে বাধা দিয়েছে, তিন তিনটে বর্গীকে নিজের হাতে খুন করেছে।

সমরু। মিথ্যাকথা। রক্ষি, বন্দিনীকে নিয়ে এস।

রক্ষীর সঙ্গে বন্দিনী মেহেরউন্নিসার প্রবেশ।

আক্রাম। মেহের! [মেহেরের দিকে ছুটিয়া গেল]

মেহের। বাবা! [আক্রামের দিকে অগ্রসর হইল]

সমরু। চুপ্।

রক্ষী। হট্ যাও। [মাঝখানে দাঁড়াইল]

আক্রাম। দেখ মিঞা, দেখ, মা-হারা মেয়েটা অঝোর ঝরে কাঁদছে।

সমরু। আর একটু পরেই হাসবে। ভয় কি?

মেহের। বাবা, মাকে যথারীতি কবর দিয়েছ? দেহটা টেনে ফেলে দাও নি ত?

আক্রাম। না রে, সমারোহ ক'রে কবর দিয়েছি, পাড়ার সব মুছলমান তার কবরে মাটি দিয়েছে।

মেহের। মা কিছু ব'লে গেছে বাবা?

আক্রাম। তার সব গহনাগুলো তোকে দিয়ে গেছে। আর বলেছে, গহনাগুলো প'রে তার কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে। এই নে গহনা, পর্! [গহনার পুঁটুলি দিতে গেল]

রক্ষী। বাহার যা উল্লু। [গহনার পুঁটুলি ফেলিয়া দিল, সমরু তাহা পা দিয়া ঠেলিয়া দিল]

মেহের। সমরু মিঞা, আমাকে অনেক অপমান করেছ তোমরা, কিন্তু আমার মাকে অপমান ক'রো না। যাও বাবা, নিয়ে যাও। আমি যদি ফিরে যেতে পারি, মায়ের ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ করবো।

আক্রাম। মেহের!

মেহের। কারও দোষ নয় বাবা, সব তোমারই দোষ। যা করেছ তুমি, সারাজীবন মানুষের সেবা ক'রে তার প্রায়শ্চিত্ত কর। ভুলে যাও তুমি মুছলমান, ভুলে যাও তোমার প্রতিবেশীরা হিন্দু। মনে ক'রো তুমি মানুষ—শুধু মানুষ।

সমরু। পিতাপুত্রীর আলাপ শেষ হয়েছে? এইবার বল, দিবাকর কোথায়?

মেহের। কেন বারবার বিরক্ত ক'চ্ছ? আমি ত বলেছি, আমি জানি না।

সমরু। নিশ্চয়ই জান। তার গতিবিধি তুমি না জানলে জানবে কে?

মেহের। জানবে তুমি। তোমার হাত থেকেই ত সে পালিয়ে গেছে। কোথায় গেছে, তোমারই তা জানবার কথা, আমার নয়।

সমরু। তুই তার হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিলি কোন্ সাহসে?

মেহের। যে সাহসে নিজের প্রাণ তুচ্ছ ক'রে তিনটে বর্গীকে হত্যা করেছিলুম, সেই সাহসে।

সমরু। এ রাজদ্রোহের শাস্তি দিতে আমরা জানি।

মেহের। তোমরা সবই জান, শুধু জান না কেমন ক'রে শত্রুর হাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করা যায়।

সমরু। চোপরাও কসবীর বাচ্চা। [কশাঘাত]

আক্রাম। সমরু মিঞা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, মেয়েটা মরবেই ত, মরার আগে আর মেরো না। [পদধারণ]

সমরু। নিয়ে যা এই উল্লুকটাকে। [পা দিয়া ঠেলিয়া দিল]

মেহের। যাও বাবা, যাও। কেন অপমান সহ্য করছ? মনে ক'রো, তোমার মেয়ে ম'রে গেছে।

[রক্ষী আক্রামের হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল।]

আক্রাম। মেহের,—

মেহের। বাবা,—

[রক্ষী আক্রামকে টানিয়া লইয়া গেল।

সমরু। এখনও বল্‌বি না শয়তানি?

মেহের। আমার যা বল্‌বার বলেছি; এর পরেও যদি কিছু বলতে হয়, শাহজাদাকে বল্‌বো, নবাবকে বল্‌বো, তাঁদের নফরকে নয়।

সিরাজের প্রবেশ।

সিরাজ। নবাবকে বল্‌বার সুযোগ আমি তোমায় দেবো না। শাহজাদার কাছেই তোমায় শেষ জবাব দিয়ে যেতে হবে। এত দুঃসাহস তোমার যে, বাংলার দুশমন ভাস্কর পণ্ডিতের ভাইকে তুমি আমাদের মুঠোর ভেতর থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য কর?

মেহের। সে কথার জবাব পরে দেবো। আগে আপনি আমার কথার জবাব দিন। আপনাদের দুশো সশস্ত্র সৈনিকের ব্যূহ ভেদ ক'রে একটা বিদেশী যুবক কেমন ক'রে পালিয়ে যায়? বাঙ্গালীর বুকে মই দিয়ে আপনারা খাজনা আদায় করেন কি এইসব ইঁদুর পোষবার জন্যে? বাংলাদেশে কি আর মোহনলাল নেই? কেন তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেন নি? একজন বর্গীকে যদি দুশো সৈনিক ধ'রে রাখতে না পারে, তাহ'লে চল্লিশ হাজার বর্গীর হাতে ছ'কোটি বাঙ্গালী মার খাবে না?

সিরাজ। তোমার মত গৃহশত্রু যে বাংলার পথে-প্রান্তরে ছড়িয়ে আছে, সে জাতিকে রক্ষা করতে নবাব-বাদশার সাধ্য নেই। তুমি জান, ভাস্কর পণ্ডিত বাংলার কতবড় দুশমন?

মেহের। আমার চেয়ে বেশী কে জানে?

সমরু। এও নিশ্চয় জানতে যে, দিবাকর ভাস্কর পণ্ডিতের ভাই।

সিরাজ। তবে তুমি তার হাতে তরবারি তুলে দিয়েছিলে কেন? এর নাম রাজদ্রোহ নয়?

মেহের। না।

সমরু। তবে এ দেশদ্রোহিতা।

মেহের। কতটুকু ভালবাস তোমরা এই বাংলাদেশটাকে। আমি ভালবাসি তার অনেক বেশী। বাংলার মাটি আমার তীর্থ, বাংলার কুকুর-বেরালও আমার ভাই, বাংলার অবারিত সবুজ শস্যক্ষেত্র আমার চোখে বেহেস্তের মায়াজাল বুনে দেয়।

সিরাজ। তবে বাংলার দুশমনকে সাহায্য করার অর্থ কি?

মেহের। গোস্তাকি মাফ করবেন শাহজাদা! সবাই জানে, বাংলার ভাবী নবাব আপনি, আর ভাবী বঙ্গেশ্বরী লুৎফুন্নিসা। কত নবাব-বাদশার মেয়ে আপনার জন্যে অপেক্ষা ক'চ্ছে, তবু আপনি একটা ক্রীতদাসীকে বেগম করতে উদ্যত হয়েছেন কেন?

সমরু। বেয়াদপি রাখ্।

মেহের। এ 'কেন'র উত্তর কোন শাস্ত্রে নেই শাহজাদা। কারণ ভালবাসার দেবতা অন্ধ।

সমরু। তোর সে ভালবাসার লোকটি কোথায় লুকিয়ে আছে?

মেহের। লুকিয়ে থাকতে সে জানে না। সে তার নিজের দেশে চ'লে গেছে।

সিরাজ। তোমাকে নিয়ে গেল না?

মেহের। সময় হ'লেই নিয়ে যাবে।

সমরু। ঘরে নেবে ত? না বাইরে রাখ্বে?

মেহের। তার নিজেরও ঘর নেই, দুজনেই বাইরে থাক্‌বো।

সিরাজ। তুমি তাহ'লে বল্‌বে না তার সন্ধান?

মেহের। যা বলেছি, তার চেয়ে বেশী আমি জানি না, জানলেও বলতুম না শাহজাদা! নবাব বা বাদশার ভয়েও নয়।

সিরাজ। সমরু, রাজদ্রোহিণীকে জীবন্ত প্রোথিত কর। দিবাকরকে যখন পাওয়া গেল না—

দিবাকরের প্রবেশ।

দিবাকর। দিবাকর হাজির শাহজাদা।

মেহের। আঃ, কেন এলে তুমি নির্ব্বোধ?

সিরাজ। তুমিই ভাস্কর পণ্ডিতের ভাই?

দিবাকর। হ্যাঁ শাহজাদা। যার জন্য একটা অসহায় বালিকাকে ধ'রে এনে আপনারা অষ্টপ্রহর কশাঘাত করেছেন, আমিই আপনাদের সেই দুশমন।

সিরাজ। সমরু, এই নবনীতকোমল যুবক তোমার মত দুশো সৈনিকের বেষ্টনী ভেঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল?

দিবাকর। ওর দোষ নেই শাহজাদা, দোষ সেই দুশো আফগান সৈনিকের। তারা নুন খায় বাংলার, কিন্তু চেয়ে থাকে কাবুলের দিকে। তাদের তরবারিটা আমার দিকে ছিল, কিন্তু মনটা ছিল ভাস্কর পণ্ডিতের শিবিরে। সৈন্যদলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বেইমানির পাপ ঢুকেছে। এদের নিয়ে দুর্দ্ধর্ষ ভাস্কর পণ্ডিতের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারবেন না। মুর্শিদাবাদ থেকে পরাজিত বিধ্বস্ত পলায়িত ভাস্কর পণ্ডিত আজ সংহারমূর্ত্তি ধারণ ক'রে মানকরে এসে ছাউনি ফেলেছে। বাংলার রাজশক্তির আজ অগ্নিপরীক্ষা।

সমরু। বাংলার জন্য তোমার এ কপট মাথাব্যথা কেন?

দিবাকর। বাংলায় নবাব আলিবর্দ্দী আছেন, ভাই মোহনলাল আছে, ধরিত্রীর মত সর্ব্বংসহা জননীরা আছেন,—আর আছে বাংলার দুরন্ত পাগলী মেয়ে মেহের।

মেহের। দিবাকর!

দিবাকর। মেহের, যত অত্যাচারই তুমি স'য়ে থাক, তোমার বাংলাকে তুমি ভুলো না। ভারতের প্রাণপাখী বাংলার পিঞ্জরে বাঁধা; বাংলা যদি যায়, সমগ্র ভারতই রসাতলে যাবে। শাহজাদা বন্দিনীকে ছেড়ে দিয়ে আমায় শৃঙ্খলিত করুন।

সিরাজ। শুধু শৃঙ্খলিত! ভাস্কর পণ্ডিত মানকরে এসেছে বল্‌ছিলে না? তোমার মাথাটা আমি দেহচ্যুত ক'রে তোমার ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দেবো।

দিবাকর। আপনি পারবেন না শাহজাদা। মোস্তাফা খাঁকে ডাকুন, না হয় সমরুকে বলুন, তারা পারবে, কিন্তু আর বিলম্ব করবেন না। ভাস্কর পণ্ডিতের মনটা লোহার প্রাচীরে ঘেরা; শুধু একটু রন্ধ্রপথ আছে এই কুলাঙ্গার ভাইয়ের জন্য! যদি আমার ছিন্নমুণ্ড তাকে দেখাতে পারেন, হয়ত আর যুদ্ধের প্রয়োজনই হবে না।

মেহের। এ তুমি কি বল্‌ছ উন্মাদ?

দিবাকর। উন্মাদেরা যা বলে, তাই বলছি।

মেহের। আমার জন্যে কেন তুমি মর্‌তে এলে?

দিবাকর। তুমি যে আমার জন্যে মর্‌তে বসেছিলে? দুঃখ ক'রো না মেহের, এর পরেও আর একটা জীবন আছে, সেখানে হিংসা নেই, আত্মকলহ নেই, মৃত্যুর বিভীষিকা নেই। সমরু,—

সিরাজ। সমরু নয়, আমি নিজেই তোমার শিরশ্ছেদ করবো। [তরবারি নিষ্কাসন]

আলিবর্দ্দীর প্রবেশ।

আলিবর্দ্দী। না দাদু, না। ওরে, তরবারি ফেলে দে। দোজাকের পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনার মধ্যে একটা বেহেস্তের সুরভি গোলাপ ফুটেছে, তাকে তোরা নখাঘাতে ছিন্ন করিস্ নে। আকাশের সূর্য্য নিভে যাবে, বাতাস আর বইবে না।

সমরু। এ আপনি কি বল্‌ছেন? জানেন, এ ভাস্কর পণ্ডিতের ভাই?

আলিবর্দ্দী। না, এ সমগ্র মানবজাতির ভাই।

সিরাজ। নানাসাহেব, আপনি শুনেছেন, বর্গিসর্দ্দার ভাস্কর পণ্ডিত মানকরে এসে ছাউনি ফেলেছে? তার দুরন্ত বর্গিসৈন্য নিয়ে সে এবার সমগ্র বাংলা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার কর্‌বে।

সমরু। বিশ হাজার বর্গী এখনও অবশিষ্ট আছে।

আলিবর্দ্দী। আমারও ত আছে বেগম শরফুন্নেসা, সৈন্যাধ্যক্ষ মোহনলাল, বীরাগ্রগণ্য সিরাজউদ্দৌলা। আরও আছে মোস্তাফা খাঁ, সমরু আর বাংলাদেশের ছ' কোটি প্রজার আশীর্ব্বাদ। হবে না জয়? পারবো না বাংলাকে দস্যুর হাত থেকে উদ্ধার কর্‌তে? না পারি, তোমাদের সবাইকে নিয়ে মর্‌বো, তবু উপকারীর সঙ্গে বেইমানি কর্‌বো না।

সিরাজ। কে উপকারী?

আলিবর্দ্দী। জানিস্ দাদু, ভাস্কর পণ্ডিতের ভাই এই মহামূর্খ দিবাকর দু-দুবার আমার জলমগ্ন তরণী কূলের কাছে পৌছে দিয়েছে। এই মূর্খের সাহায্য যদি না পেতুম, তাহ'লে আজ মুর্শিদাবাদের মসনদে বসত ভাস্কর পণ্ডিত, আর আলিবর্দ্দীর স্থান হ'ত কবরের তলায়।

ওরে সমরু, ওরে সিরাজ, তরবারি লুকিয়ে ফেল্। কার শির নিবি তোরা? আমি ওর কাছে প্রতিশ্রুত, ও যা চায়, আমি তাই দেবো।

দিবাকর। জাঁহাপনা, বৃথা বাক্যব্যয়ে অমূল্য সময় নষ্ট করবেন না। বিশ হাজার বর্গী বাংলার মাটিতে প্রাণ দিয়েছে। রঘুজী ভোঁসলে ক্ষিপ্ত হ'য়ে আদেশ দিয়েছেন,—হয় বাংলার মসনদ অধিকার কর, না হয় বাংলায়ই তোমার শ্মশানশয্যা রচিত হোক্। ভাস্কর পণ্ডিত মরণ পণ ক'রে এইবার রণসমুদ্রে ঝাঁপ দেবে। তার দুর্বার গতি রোধ করার সাধ্য আপনার নেই। তার বুক ভেঙ্গে দেবার এই একমাত্র পথ।

মেহের। চুপ কর দিবাকর, ওকথা আর উচ্চারণ ক'রো না।

দিবাকর। বাংলার নিরপরাধ অধিবাসীদের উপর আমার জাতি যে অত্যাচার করেছে, আমার মাথা দিলে যদি তার একটু প্রায়শ্চিত্ত হয়, আমি তাই চাই মেহের, তাই চাই জাঁহাপনা।

আলিবর্দ্দী। ওঠ নবীন দিবাকর, ভারতের আকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা, তোমার দীপ্ত কিরণের ভাস্বর ছটায় এ আকাশ তুমি অনুরঞ্জিত কর। মানুষের কাণে কাণে এই মন্ত্র দাও যে, হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, মারাঠা নয়, বাঙ্গালী নয়—"জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে, সে জাতির নাম মানুষ জাতি।"

সিরাজ, সমরু ও দিবাকর। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ মহাব্বৎ জঙ্গ বাহাদুর জিন্দাবাদ।

আলিবর্দ্দী। বল যুবক, কি চাও তুমি আমার কাছে।

দিবাকর। কিছুই চাইবার নেই জনাব।

সমরু। উচ্চ রাজপদ?

দিবাকর। নিষ্প্রয়োজন।

সিরাজ। ঐশ্বর্য্য ?

দিবাকর। অসার।

আলিবর্দ্দী। বাংলার মসনদ নেবে ?

দিবাকর। মসনদের সুখ ত দেখলুম জনাব। ছ' কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর মত দুঃখী কেউ নেই। সবাই যখন ঘুমোয়, নবাব তখন উত্তপ্ত মস্তিষ্কে রাজ্যের ভাবনায় বিভোর! আমি চাই না রাজ্য, চাই না ঐশ্বর্য্য—তবু যদি আমায় কিছু দিতে চান, আমার এই প্রার্থনা—হয় মেহেরকে আপনি মুক্তি দিন, না হয় আমাদের একই কারাগারে আবদ্ধ করুন।

আলিবর্দ্দী। সিরাজ, তোমার বন্দীর প্রাণভিক্ষা দিয়ে তোমার দাদুর মুখ রক্ষা কর।

সিরাজ। বাঁধন খুলে দাও সমরু।

সমরু। জাঁহাপনা, এ নারী রাজদ্রোহিণী।

আলিবর্দ্দী। যে ফুলের এত সৌরভ, তার গায়ে যদি একটু ধুলো লেগে থাকে, চোখের জল দিয়ে ধুয়ে দাও সমরু। ঠক্‌বেও না, মানও যাবে না। [প্রস্থান।

[সমরু মেহেরকে মুক্ত করিল]

সিরাজ। যাও নারি, তুমি মুক্ত।

সমরু। মারাঠার কি করবো শাহজাদা ?

সিরাজ। সেলাম কর, সেলাম কর, সেলাম কর।

[উভয়ের কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান।

মেহের। তুমি নিতান্ত মূর্খ।

দিবাকর। এত দেরীতে বুঝলে ?

মেহের। এখনও তুমি দেশে ফিরে যেতে পারলে না ?

দিবাকর। শুধু দেহটা নিয়ে কি ক'রে যাই বল? প্রাণটা যে চুরি হ'য়ে গেছে।

মেহের। কে চুরি করেছে?

দিবাকর। দুষ্ট লোকে তোমারই নাম ক'চ্ছে।

মেহের। কেন বাজে কথা বলছ?

দিবাকর। কাজের কথা কিছু নেই ব'লে।

মেহের। তোমার মত বিষয়বুদ্ধিহীন মূর্খকে কোন নারী ভালবাসতে পারে?

দিবাকর। যে নারী মুছলমানী হ'য়ে হিন্দুকে কাফের বলতে শেখে নি, খোদার নামের সঙ্গে যে ভুলে হরিনাম মিশিয়ে ফেলে, সে পারে।

মেহের। এমন নারী মহারাষ্ট্রে থাকতে পারে, বাংলায় নেই।

দিবাকর। বাংলায়ই আছে, আর কোথাও নেই। বিচিত্র এই বাংলার মাটি, বিচিত্র এর কালো কুৎসিত মানুষ, নারীগুলো আরও বিচিত্র।

মেহের। তুমি যাবে কিনা, তাই আমি জানতে চাই।

দিবাকর। নিশ্চয়ই যাবো; তবে মহারাষ্ট্রে নয়, ভাস্কর পণ্ডিতের শিবিরে। দাদা আমায় তলব দিয়েছেন।

মেহের। কেন?

দিবাকর। কাজটা ত ভাল করি নি। বোধহয় দেশদ্রোহী ব'লে মাথাটা উড়িয়ে দেবেন।

মেহের। তবে তুমি যাবে কেন?

দিবাকর। মাথা দিতে।

মেহের। কেন ভয় দেখাচ্ছ? ওসব রহস্য আমি ভালবাসি না।

দিবাকর। আমিও ত ভালবাসি না তোমার এই ছন্নছাড়া জীবন। তুমি বিবাহ কর মেহের।

মেহের। তোমাকে! না-না-না, আমার জন্য তোমাকে আমি জাতির কাছে মাথা নিচু করতে দেবো না।

দিবাকর। তবে কোন মুছলমানকে বিবাহ কর। তোমাকে ঘরবাসী দেখে আমি দেশে চ'লে যাই।

মেহের। তুমি মর, আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না।

[দ্রুত প্রস্থান।

দিবাকর। হে খোদাভগবান্, আমি যদি কোন পুণ্য ক'রে থাকি, তার ফল এই হতভাগা মেয়েটার হিসেবে জমা ক'রে নাও; ওকে সুখী কর, ওকে সুখী কর।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মানকর—ভাস্করের শিবির।

ভাস্করের প্রবেশ।

ভাস্কর। বিশহাজার বর্গী বাংলার বুকে ঘুমিয়ে রইল। এরা বেঁচে থাকলে পৃথিবী জয় করতে পারত। বিজয় তরণী কূলের কাছে এসে বানচাল হ'য়ে গেল, জয়লক্ষ্মীর বরমাল্য অকস্মাৎ ছিনিয়ে নিলে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ।

আলিভাইয়ের প্রবেশ।

আলিভাই। তা নইলে মুর্শিদাবাদের প্রাসাদ-চূড়ায় আজ পেশোয়ার রক্ত পতাকা উড্ডীন হ'ত। চরম দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আমাদের এই শোচনীয় পরাজয়ের মূলে আপনারই সহোদর ভাই।

ভাস্কর। নবাবের সব বজরা তোমরা ডুবিয়ে দিতে পারলে, আর এক-খানা ছেড়ে দিলে তার হাতে? এই মতিচ্ছন্ন যুবককে তোমরা চেন না?

আলিভাই। আমরা চিনি পণ্ডিতজি। কিন্তু আপনি যদি আপনার ভাইকে কেবলই প্রশ্রয় দেন, তাহ'লে আমাদের কি করবার আছে বলুন।

ভাস্কর। প্রশ্রয় দিয়েছি আমি!

আলিভাই। হ্যাঁ, আপনি। নবাবকে কাটোয়ায় যেতে আপনার ভাইই সুযোগ ক'রে দিয়েছিলেন। আপনি জেনে-শুনেও তার কোন শাস্তিবিধান করেন নি। আজ পর্য্যন্ত অনেক যুদ্ধ তিনি করেছেন, কিন্তু একটা শত্রুর মাথাও নিতে পারেন নি।

ভাস্কর। তা পারে নি সত্য।

আলিভাই। একি তার অক্ষমতা? দেশদ্রোহিতা?

ভাস্কর। দেশদ্রোহিতা!

আলিভাই। নিশ্চয়। সবাই জানে দিবাকরের মত যোদ্ধা মারাঠাদের মধ্যে বেশী নেই।

ভাস্কর। তা নেই সত্য।

আলিভাই। তবে? কেন তার এ ব্যবহার? নিজে বজরা বেয়ে এনে শত্রুসৈন্যকে তিনি পার ক'রে নিয়ে যান্ কোন্ সাহসে? আপনার দুর্ব্বলতাই তাকে এতবড় দুঃসাহসী ক'রে তুলেছে।

ভাস্কর। আমার দুর্ব্বলতা! তুমি বল্‌ছ কি উন্মাদ?

আলিভাই। আমি আর কতটুকু বল্‌তে পারি পণ্ডিত? পেশোয়ার পত্রখানা একবার প'ড়ে দেখুন।

ভাস্কর। সত্যই কি আমি কাপুরুষ। আফগান সেনানীর সহায়তা পেয়েও চল্লিশ হাজার বর্গী নিয়ে আমি বাংলাকে এখনও শ্মশানে পরিণত কর্‌তে পারলুম না?

মোস্তাফা খাঁর প্রবেশ।

মোস্তাফা। বীরাগ্রগণ্য ভাস্কর পণ্ডিতের যে এত অধঃপতন হয়েছে, তা আমার জানা ছিল না। দশহাজার সৈন্য নিয়ে নিজে নিষ্ক্রিয় থেকে আমি আপনাকে সাহায্য করেছি, তবু আপনি জয়লাভ কর্‌তে পারলেন না?

ভাস্কর। জয়লাভ কি করি নি মোস্তাফা? কতদিন বর্দ্ধমান শহর অবরোধ ক'রে রেখেছিলুম, তোমার মনে নেই? শর্‌ফুন্নেশা বেগম যে যুদ্ধ কর্‌তে জানেন, তুমি কি আমায় বলেছিলে? তাহ'লে ত আমি বর্গীদের রেখে মুর্শিদাবাদ পরিদর্শন কর্‌তে যেতুম না।

মোস্তাফা। চল্লিশ হাজার বর্গী একটা নারীর আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে যায়, এদের নিয়ে এসেছ তোমরা বাংলা লুণ্ঠন কর্‌তে? ভেবেছিলে বুঝি যে, ভেতো বাঙ্গালীরা সবাই তোমাদের দেখে ভয়ে ভাগীরথীর জলে ঝাঁপ দিয়ে মর্‌বে, আর তোমরা অবাধে বাঙ্গালীদের ধনসম্পদ্‌ দুহাতে লুট কর্‌বে? পণ্ডিতজি, বাঙ্গালীরা সবাই আলিভাই নয়।

আলিভাই। আরে যাও 'মঞা, যাও। আলিভাই যুদ্ধ কর্‌তে জানে না, জান তুমি! তুমি ভরসা দিয়েছিলে ব'লেই ত আমরা

মোটে চল্লিশ হাজার বর্গী নিয়ে এসেছি, নইলে আরও বিশ হাজার নিয়ে আস্‌তুম। তোমাদের কাজ মেওয়া বিক্রি করা, অস্ত্র ধরেছ কেন ?

মোস্তাফা। হুঁসিয়ার বেয়াদপ।

আলিভাই। বেয়াদপ তুমি।

মোস্তাফা। শির উতার দেঙ্গে উল্লু।

ভাস্কর। ধীরে মোস্তাফা। বাংলার মসনদের স্বপ্ন দেখ্‌ছ তুমি, তোমার কি কথায় কথায় যার তার শির নিলে চলে ? কি মনে ক'রে এসেছ, বল।

মোস্তাফা। অনেক বুঝিয়েছি পণ্ডিতজি, কিছুতেই নবাব সন্ধি কর্‌বেন না।

ভাস্কর। তাহ'লে তোমার নসীবে বখশিসও জুট্‌ল না।

মোস্তাফা। কেন ? আমি যে তোমাদের সাহায্য করেছি !

ভাস্কর। সেজন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিচ্ছি।

মোস্তাফা। কে চায় তোমার ধন্যবাদ ? আমি লুণ্ঠিত সম্পদের বখরা চাই।

আলিভাই। সেসব এতদিনে হজম হ'য়ে গেছে।

মোস্তাফা। হজম হ'লেই হ'লো ? আমি আল্‌গা দিয়েছিলুম ব'লেই তোমরা অবাধে বর্দ্ধমান লুট কর্‌তে পেরেছ, বহু বাঙ্গালীকে হত্যা কর্‌তে পেরেছ।

ভাস্কর। আমাদের মুখ চেয়ে তুমি আলগা দাও নি বন্ধু। তোমাকে আমি চিনি। বিহারে তুমি আগুন জ্বালিয়ে এসেছ, নাগপুরে রাজস্থানে তুমি রাজশক্তির মেরুদণ্ড শিথিল ক'রে দিয়ে এসেছ। বাংলার নবাবকে আমারই সহায়তায় শক্তিহীন ক'রে তুমি চেয়েছ

বাংলার মসনদ অধিকার কর্‌তে। সে সুযোগ আমি তোমায় দেবো না। সন্ধি যদি হ'ত, তাহ'লে যত অর্থ আমরা পেতুম, তার এক চতুর্থাংশ তোমায় দিয়ে যেতুম।

মোস্তাফা। সন্ধি হবে না।

আলিভাই। তাহ'লে তরবারিখানায় ধার দিয়ে নবাবের সঙ্গে জুটে পড় গে।

মোস্তাফা। লুটের মালের বখরা পাবো না?

আলিভাই। না—না!

ভাস্কর। বখরার কথা ত ছিল না।

মোস্তাফা। কথা আবার কি? হিন্দুদেরই বুদ্ধিই মোটা।

ভাস্কর। হুঁসিয়ার শয়তান! ভাস্কর পণ্ডিতকে চেন না তুমি? ভাল ক'রে চিনিয়ে দেবো?

মোস্তাফা। মোস্তাফা খাঁ এ অপমান নীরবে সহ্য করবে না ভাস্কর পণ্ডিত।

ভাস্কর। কি করবে তুমি আফগান কুত্তা?

মোস্তাফা। লুটের বখরা দাও বল্‌ছি।

মধুরাওয়ের প্রবেশ।

মধুরাও। বখরা পাও নি তুমি? আমরা নিয়েছি টাকা আধুলি সিকি আর গরীবের ঠাকুরের আসনের তলা থেকে সিঁদুর মাখানো পয়সা, আর তুমি নিয়েছ সুন্দরী নারী।

ভাস্কর। নারী!

মধুরাও। বুকে হাত দিয়ে বল আফগান, কতগুলো ফুটন্ত গোলাপকে তুমি তোমার মেওয়ার দেশে চালান দেবে ব'লে বিবিনগর-কুঠীর

পাতাল-বক্ষে আবদ্ধ ক'রে রেখেছিলে। আর এই নারীহরণের সমস্ত কলঙ্ক চাপিয়ে দিয়েছ এই ভাস্কর পণ্ডিতের মাথায়।

ভাস্কর। একথা সত্য?

মোস্তাফা। না।

মধুরাও। তুমি মিথ্যাবাদী।

মোস্তাফা। মধুরাও!

মধুরাও। চোখরাঙিয়ে লাভ নেই আফগান। মধুরাও যা ছিল, আজ আর সে তা নেই। আমি স্বচক্ষে তোমায় দেখেছি এত-গুলো হিন্দুনারীকে অপহরণ করতে। তখন প্রতিবাদ করি নি; আজ আমিই তাদের মুক্ত ক'রে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়ে এসেছি।

মোস্তাফা। আমি তোকে হত্যা করবো পাষণ্ড!

ভাস্কর। [সপদদাপে] খবরদার। বেরিয়ে যাও আমার শিবির থেকে। নইলে আমি তোমার ভবলীলা এই মুহূর্ত্তেই শেষ করবো।

আলিভাই। যাও মিঞা, যাও। এতবড় বীর তুমি, কুকুরের মত কেন যেখানে সেখানে মরবে? চ'লে এস, চ'লে এস।

মোস্তাফা। আচ্ছা, আজ আমি যাচ্ছি। এইবার তুমি রণক্ষেত্রে আসল মোস্তাফা খাঁকে দেখতে পাবে।

দিবাকরের প্রবেশ।

দিবাকর। বড় রাগ যে! ভাগে কম পড়েছে বুঝি?

মোস্তাফা। কে তুই?

দিবাকর। চিনতে পারলি না দাদা? সেদিন নিদমহলে অতক্ষণ ধ'রে ভাবসাব হ'লো। তুই প্যাঁচ কসতে লাগলি, আর আমি প্যাঁচ খুলতে লাগলুম, সব ভুলে গেলি?

মোস্তাফা। চোপরাও বদমাস্।

দিবাকর। ক'টিকে চালান দিলে? সব ক'টাই হিন্দু, না দু' একটা মুছলমানও আছে?

মোস্তাফা। আবার?

দিবাকর। চালান দিতে যদি অসুবিধে হয়, এই মহাপুরুষটির সাহায্য নিও, এসব ব্যাপারে এ ব্যক্তির হাত খুব পাকা। বাঁচলে হয়।

আলিভাই। আমার ভাবনা না ভেবে এখন নিজের ভাবনা ভাব। চ'লে এস মোস্তাফা।

[প্রস্থান।

দিবাকর। কুলো আছে মধুরাও? বাতাস কর, খাঁ সাহেবকে বাতাস কর।

মোস্তাফা। মোস্তাফা খাঁ তোমাদের ভুলবে না মারাঠা, তোমাকেও নয়, তোমার ভাইকেও নয়।

[প্রস্থান।

দিবাকর। আমায় ডেকেছ কেন দাদা?

ভাস্কর। দিবাকর, সত্য বল, নবাব আর মোহনলালকে কাটোয়ায় যাবার সুযোগ ক'রে দিয়েছিল কে?

দিবাকর। খোদাভগবান্।

ভাস্কর। রহস্য রাখ, আমি তোমার গুরুজন।

দিবাকর। তার চেয়েও বেশী; তুমি গুরুজন জন।

ভাস্কর। নবাবকে সসৈন্যে মুর্শিদাবাদে পার ক'রে দিয়েছিল কে?

দিবাকর। আমি।

ভাস্কর। কেন?

দিবাকর। বুঝতেই তো পাচ্ছ, আর কেন লজ্জা দিচ্ছ?

ভাস্কর। জান, তোমারই দেশদ্রোহিতার জন্য মুর্শিদাবাদে আমার এই শোচনীয় পরাজয়?

দিবাকর। বড়ই দুঃখের বিষয়।

ভাস্কর। তোমারি বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আমার দশহাজার বাছাই বাছাই বর্গী মুর্শিদাবাদে প্রাণ দিয়েছে।

দিবাকর। বাকি বিশ হাজার কবে প্রাণ দেবে?

মধুরাও। কেন তুমি অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিচ্ছ? পায়ে ধ'রে ক্ষমা ভিক্ষা কর।

দিবাকর। তোমার মুখে আজ কিসের জ্যোতি মধুরাও? এ মূর্ত্তি ত তোমার কখনও দেখি নি।

মধুরাও। পরশমণির স্পর্শে লোহা সোণা হ'য়ে গেছে। জান দিবাকর, বাংলার মাটিতে আমি একটা মা পেয়েছি।

দিবাকর। স্বর্গের আলো দেখেছ যদি, নরকে আর নেমো না মধুরাও।

ভাস্কর। দিবাকর,—

দিবাকর। দাদা,—

ভাস্কর। শৈশবে পিতামাতা তোমায় আমার কোলে ফেলে দিয়ে চ'লে গেলেন। সেদিন থেকে সন্তানের মত তোমায় বুকে ক'রে মানুষ করেছি। নিজের সন্তানের দিকে কখনও ফিরেও তাকাই নি। কত অপরাধ তুমি করেছ, তবু তোমায় শাস্তি দিতে আমার হাত ওঠে নি। আমার এ দুর্ব্বলতার খবর তুমি রাখ। তাই আমার মাথায় অপমানের পুরীষ-কর্দ্দম নিক্ষেপ করতেও তোমার বাধে নি।

দিবাকর। না দাদা, না; অপমান আমি করি নি।

ভাস্কর। আজ জাতির মর্য্যাদা তুমি ক্ষুণ্ণ করেছ, দশহাজার বর্গী তোমারই জন্য নিহত, তোমারই অপরিণামদর্শিতার জন্য পেশোয়া আজ আমায় অপদার্থ বিশ্বাসঘাতক ব'লে তিরস্কার ক'রে পাঠিয়েছেন

মধুরাও। আপনাকে দেখলেই তিনি সব ভুলে যাবেন পণ্ডিতজি।

ভাস্কর। কিন্তু আমি ভুলবো না তাঁর এ কটূক্তি। আর এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী তুমি—উদ্ধত অপরিণামদর্শী যুবক।

মধুরাও। ক্ষমা করুন পণ্ডিতজি। অন্যায় যা করেছি, সে আমরাই করেছি, দিবাকর সে অন্যায় কিছু খণ্ডন করেছে মাত্র।

ভাস্কর। খণ্ডন করেছে! অন্যায়! সর্‌ফরাজ খাঁর যুদ্ধে আলিবর্দ্দী যে অন্যায় করেছে, কোন অন্যায়ই তার সঙ্গে তুলনীয় নয়। কবি-দম্পতীর অসার অনুকম্পায় মনটা যদি তোমার গ'লে গিয়ে থাকে, ফিরে যাও তুমি তোমার পুত্র-পরিবারের কাছে। ভাস্কর পণ্ডিত প্রমাণ ক'রে যাবে যে, সে বিশ্বাসঘাতক নয়। দিবাকর,—

দিবাকর। দাদা,—

ভাস্কর। জন্মে তুমি হিন্দু, কিন্তু কর্ম্মে তুমি মুছলমান। এক মুছলমান বালিকার রূপের মোহে তুমি তোমার দেশকে ভুলেছ, ভাইকে ভুলেছ, ন্যায়নীতিবোধ বিসর্জ্জন দিয়েছ। ইচ্ছা হয় তুমি ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে সেই নারীকে নিয়ে সুখে ঘর কর; আমি তোমায় জন্মের মত পরিত্যাগ—

দিবাকর। দাদা, তুমি আমায় ত্যাগ ক'রো না। অন্যায় জেনে আমি কোন অন্যায় করি নি। তবু যদি তোমার বিচারে আমি অপরাধী হই, আমায় যে-কোন শাস্তি দাও, আমি মাথা পেতে গ্রহণ করবো।

ভাস্কর। শাস্তি নিতে পারবে?

দিবাকর। পারবো।

ভাস্কর। [নিজের তরবারি দিবাকরের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন] তাহ'লে তুলে নাও এই তরবারি। তোমার পিতৃতুল্য অগ্রজের এই শেষ দান। এই তরবারি দিয়ে হয় তুমি আমার বক্ষ ভেদ ক'রে মুছলমান রাজত্বে উচ্চ রাজপদ নিয়ে সুখে বাস কর, না হয় রণ-ক্ষেত্রে নিঃসংশয়ে প্রমাণ কর যে, তুমি দেশদ্রোহী নও।

দিবাকর। তাই কর্‌বো দাদা, আমি প্রমাণ কর্‌বো যে, আমি দেশদ্রোহী নই। [তরবারি তুলিয়া লইলেন] এতদিন যুদ্ধের অভিনয় করেছি, আজ যথার্থ যুদ্ধ কর্‌বো দাদা। যত্ন ক'রে শাস্ত্র বেদ উপনিষদ পড়েছিলুম, বাইবেল কোরাণশরিফ পড়েছিলুম, সব মিথ্যা হ'য়ে গেল, সব মিথ্যা হ'য়ে গেল। যদি তুমি একা দেশে ফিরে যাও, আমার পুঁথিগুলো সব গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দিও।

[প্রস্থান।

মধুরাও। কি কর্‌লেন পণ্ডিতজি?

ভাস্কর। ভালই করেছি। চল মধুরাও, নবাবী ফৌজ এগিয়ে আস্‌ছে। আজ আর কেউ বেইমানি কর্‌বে না, কেউ আর পেছন থেকে হাত টেনে ধর্‌বে না। আজ আর কোন ভয় নেই, আজ আমরা নিরাপদ, আজ আমরা নিরাপদ।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মন্ত্রণা-কক্ষ।

আলিবর্দ্দীর প্রবেশ।

আলিবর্দ্দী। নবাব সরফরাজ খাঁ, তোমার সঙ্গে বেইমানি ক'রে সুবে বাংলার শাসনদণ্ড যখন হাতে নিয়েছিলুম, তখন ভেবেছিলুম রাজসিংহাসন ফুলের বিছানা, রাজমুকুট লোভনীয় অলঙ্কার! আজ দেখছি কত সুতীক্ষ্ণ কণ্টক এই মুকুটের তলায়, কত গোখরো সাপ ফণা তুলে আছে এই মসনদের চারিধারে!

মোস্তাফা খাঁর প্রবেশ।

মোস্তাফা। জাঁহাপনা!

আলিবর্দ্দী। [আপন মনে] কত আশা ক'রে রাজত্ব হাতে নিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম সোণার বাংলাকে আমি বেহেস্তের গুলবাগে পরিণত করবো। কোথায় বেহেস্তের গুলবাগ আর কোথায় এ বর্গি বিধ্বস্ত বাংলার মহাশ্মশান!

মোস্তাফা। জাঁহাপনা, আপনি আর এখানে অপেক্ষা করবেন না; বেগমসাহেবাকে নিয়ে মুর্শিদাবাদে চ'লে যান। জয় আমাদের হবে না।

সিরাজের প্রবেশ।

সিরাজ। নানাসাহেব—

আলিবর্দ্দী। চিরউন্নতশির সিরাজউদ্দৌলা, তুমিও আজ মাথা নিচু ক'রে এসে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়েছ? তুমিও বল্‌ছ, জয় হবে না?

সিরাজ। না দাছু, জয় হবে না।

আলিবর্দ্দী। মোস্তাফা খাঁ আর মোহনলাল ছ'জনের সম্মিলিত আক্রমণের মুখেও ভাস্কর পণ্ডিত তৃণের মত ভেসে গেল না?

মোস্তাফা। কে ভাস্কর পণ্ডিত? কতটুকু তার শক্তি? আমার অস্ত্র এতদিনে নিশ্চয়ই তার শিরশ্ছেদ কর্‌তো। সহস্র ভাস্করের শক্তি একাধারে নিয়ে রণক্ষেত্রে মৃত্যুর কামানল বর্ষণ ক'চ্ছে তার ভাই দিবাকর।

আলিবর্দ্দী। দিবাকর! সেই নবনীত-কোমল যুবক?

সিরাজ। সৈন্যেরা যুদ্ধ কর্‌বে কি নানাসাহেব? তার অদ্ভুত রণকৌশল দেখে তারাই যুদ্ধ ভুলে গিয়ে করতালি দিয়ে ওঠে। সেদিন যদি তাকে হত্যা কর্‌তুম, তাহ'লে আজ আমাদের এই শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হ'ত না।

আলিবর্দ্দী। মোহনলাল কোথায়?

সিরাজ। মানুষের যা সাধ্য, মোহনলাল তাই করেছে জাঁহাপনা, কিন্তু ভাস্কর পণ্ডিতের কাছেও সে যেতে পারে নি। একা দিবাকর যেন সমগ্র রণস্থল জুড়ে ছুটোছুটি ক'চ্ছে।

আলিবর্দ্দী। মোস্তাফা খাঁ,—

মোস্তাফা। ও কণ্ঠস্বর আমি চিনি জনাব। আমার অতীতের পরিচয় যাই হোক্‌, খোদার কসম, মানকরের যুদ্ধে আমি যদি এক লহমা কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হ'য়ে থাকি, তাহ'লে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হোক্‌।

আলিবর্দ্দী। কত সৈন্য আর আছে আমাদের?

মোস্তাফা। মাত্র দশহাজার। তারাও আহত।

আলিবর্দ্দী। তাদের নিয়েই আমি নিজে কাল বর্গীদের সম্ভাষণ করবো। বেগমকে নিয়ে তুমি রাজধানীতে চ'লে যাও সিরাজ। প্রজাদের হাতে হাতে অস্ত্র তুলে [illegible] বাংলার রাজশক্তি তাদের রক্ষা করতে পারলে না। তারা যদি অভিশাপ দেয়, প্রতিবাদ ক'রো না ভাই। তারা যদি মাথায় পয়জার ছুঁড়ে মারে, মাথা পেতে দিও দাদু। যে ক'দিন রাজত্ব করবে, রাজভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'রে গৃহহারা প্রজা, পুত্রহারা জননী আর সর্ব্বহারা বাঙ্গালীর একটু ক্ষতিপূরণ ক'রো। বেগমকে ডাক, সৈন্য-সামন্তদের ডাক। আজ সবাই একসঙ্গে নমাজ পড়ি এস।

সিরাজ। তুমি চোখের জল ফেলছ দাদু?

আলিবর্দ্দী। সরফরাজ খাঁ, সরফরাজ খাঁ, সার্থক তোমার অভিশাপ! সফল তোমার ভবিষ্যদ্বাণী।

মোস্তাফা। আমার একটা পরামর্শ ছিল জনাব! বিশ্বাস করুন, আমি আপনার দেশের মঙ্গলের জন্যই বলছি। আসুন আমরা সন্ধির অভিনয় করি।

আলিবর্দ্দী। সন্ধির অভিনয়! তার অর্থ?

মোস্তাফা। সন্ধির প্রস্তাব ক'রে ভাস্কর পণ্ডিত আর তার ভাইকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে—

আলিবর্দ্দী। তারপর কি?

মোস্তাফা ও সিরাজ। হত্যা।

আলিবর্দ্দী। চুপ—চুপ! দেওয়ালগুলো অট্টহাসি হাসবে, স্তম্ভগুলো ভেঙ্গে গুঁড়ো হ'য়ে যাবে।

মোস্তাফা। ভেবে দেখুন, এ ছাড়া আর পথ নেই।

আলিবর্দ্দী। মরবার পথ ত খোলা আছে।

সিরাজ। তাতে কোন লাভ নেই।

আলিবর্দ্দী। কি বল্‌ছ তোমরা বেয়াদপ? এতবড় সাহস তোমা-দের আমাকে এই জঘন্য পরামর্শ দিতে এসেছ! নিমন্ত্রিত অতিথিকে হত্যা করবো আমি!

মোস্তাফা। আপনাকে হত্যা কর্‌তে হবে না। ঘাতকের কাজটা আমিই কর্‌বো। ভেবে দেখুন, শঠের সঙ্গে শঠতায় কোন অধর্ম্ম নেই।

[প্রস্থান।

সিরাজ। অক্ষমের একমাত্র ধর্ম্ম কৌশল! আপনি যত ধর্ম্মভয়ই করুন, হত্যাই আপনাকে কর্‌তে হবে। সমগ্র বাংলাদেশের দাবী—ছলে বলে কৌশলে বাংলার দুশমনদের হত্যা।

[প্রস্থান।

আলিবর্দ্দী। হত্যা! একি,—আকাশে, বাতাসে, মাটিতে, জলে, সর্ব্বত্র এই একই দাবী—হত্যা! কি বল্‌ছে ও চন্দনা পাখীটা? হত্যা! চুপ্‌ চুপ্‌! না-না-না, আমি পারবো না, আমি পারবো না এ অধর্ম্ম কর্‌তে।

গীতকণ্ঠে গঙ্গারামের প্রবেশ

গঙ্গারাম

গীত।

কিসের ধর্ম্মভয়?
ধর্ম্ম যে মুখ লুকিয়ে আছে, জগৎ জোড়া পাপের জয়।
আমার জাতির শত্রু যারা,
ছলে বলে মরুক তারা,
দেশের লাগি, হে বিরাগি, ধর্ম্ম-ত্যাগ অধর্ম্ম নয়।

আলিবর্দ্দী। কবি, তুমিও এর মধ্যে?

গঙ্গারাম। কবি ব'লে আমাকে ত তারা বাদ দেয় নি। আমার সংসার যারা ছিন্নভিন্ন করেছে, আমি তাদের ধ্বংস চাই।

কাকলীর প্রবেশ।

কাকলী। দূর মিন্‌সে, খালি ধ্বংস—খালি ধ্বংস, আর যেন মুখে কথা নেই। যত বারণ করি, ততই তুমি শিষ্‌ পা তোল। ধ্বংস—ধ্বংস! একটা মরাগাছে ফুল ফোটাতে পার? পার একটা পোকা-মাকড় সৃষ্টি কর্‌তে? এঃ, তা আর পারতে হয় না। যে সৃষ্টি কর্‌তে পারে না, সে ধ্বংস কর্‌বে কেন গো? কি গো নবাব, তুমিই বল না।

আলিবর্দ্দী। ঠিক বলেছ মা। কথাটা এমনি ক'রে একবার ভাস্কর পণ্ডিতকে ব'লে আসতে পার?

কাকলী। সে দুষ্টু ছেলে, কথা শোনে না। তুমি ত দুষ্টু ছেলে নও। দুষ্টুমি কর্‌লে মারবো বল্‌ছি।

আলিবর্দ্দী। কবি,—

গঙ্গারাম। পাগল হ'য়ে গেছে জাঁহাপনা। অপরাধ নেবেন না।

আলিবর্দ্দী। যাও মা-লক্ষ্মি, ঘরে যাও মা। বাংলার নবাব যার ছেলে, তার কি এই বেশ সাজে মা? সে কি বাইরে থাকে? গিয়ে দেখ, নবাবের মা তুমি—কতবড় প্রাসাদ তোমার জন্য তৈরী হয়েছে।

কাকলী। দূর! প্রাসাদ! প্রাসাদ কি হবে? ওগো শুনছ? বিশু ডাকছে—তেপান্তরের মাঠের পার থেকে বিশু ডেকে বল্‌ছে—মা, আমি বৃন্দাবনে রাধাশ্যামের বুকের মধ্যে লুকিয়ে আছি। তোরা আয়, তোরা আয়। চল—চল।

গঙ্গারাম। আঃ—কেন বিরক্ত ক'চ্ছ?

কাকলী। যাবে না? যাবে না তুমি? বিশুর ডাক শুনবে না তাহ'লে?

আলিবর্দ্দী। যাও কবি, যাও। বাংলার নবাব তোমাদের শান্তি দিতে পারলে না, রাধাশ্যামের পায়ের তলায় গিয়ে শান্তি লাভ কর।

গঙ্গারাম। আসি তবে জাঁহাপনা। বিদায়।

[উভয়ে কুর্ণিশ করিল, নবাব প্রতিকুর্ণিশ করিলেন, উভয়ের প্রস্থান।]

আলিবর্দ্দী। কবি যাবে, ঋষি যাবে, মানুষেরা সব চ'লে যাবে—থাকবে কতকগুলো কঙ্কাল, আর দিবানিশি অতন্দ্র প্রহরীর মত তাই পাহারা দেবে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ। ওঃ—এ-ই নবাবী!

শরফুন্নেসার প্রবেশ।

শরফুন্নেসা। সিরাজ কি বলছে জাঁহাপনা?

আলিবর্দ্দী। বলছে, সন্ধির প্রস্তাব ক'রে ভাস্কর আর দিবাকরকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে হত্যা করতে।

জানকীরামের প্রবেশ।

জানকী। হত্যা!

শরফুন্নেসা। আপনিও শিউরে উঠছেন যে! আপনার বুঝি কেউ বর্গীর হাতে মরে নি?

জানকী। মরেছে বেগমসাহেবা। তাই ব'লে নিমন্ত্রিত অতিথিকে হত্যা করা কোন শাস্ত্রের বিধান নয়।

শরফুন্নেসা। শাস্ত্র এখন বাক্স-বন্দী ক'রে রাখুন।

আলিবর্দ্দী। এ তুমি কি বলছ বেগম? এতবড় অধর্ম্ম আমি করতে পারি?

শরফুন্নেসা। না পার, মসনদ ছেড়ে মক্কায় চ'লে যাও। সঙ্গে নিয়ে যাও এই ধর্ম্মধ্বজী রাজাকে।

জানকী। বেগমসাহেবা, আপনি আপনার স্বামীকে অধর্ম্মের পরামর্শ দিতে পারেন, কিন্তু আমি বৃদ্ধ রাজকর্ম্মচারী—প্রাণ গেলেও তাঁকে ধর্ম্মভ্রষ্ট হ'তে বলবো না।

আলিবর্দ্দী। ব'লো না জানকীরাম, কখনও ব'লো না, ধর্ম্মই যদি গেল, মানুষের রইল কি?

শরফুন্নেসা। প্রজাপালন তোমার ধর্ম্ম নয়?

আলিবর্দ্দী। নিশ্চয়।

শরফুন্নেসা। বুকে হাত দিয়ে বল, সে ধর্ম্ম পালন করতে পেরেছ তুমি?

আলিবর্দ্দী। তা পারি নি বটে।

শরফুন্নেসা। তবে ধর্ম্মের দোহাই তোমার আর সাজে না। ওরা যা বলছে, তাই কর।

আলিবর্দ্দী। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে এতই যদি তোমাদের আগ্রহ, তাহ'লে আমাকে বধ ক'রে সিরাজকে মসনদে বসাও, তারপর তোমাদের যা খুশী ক'রো, আমি দেখতে আসবো না।

শরফুন্নেসা। উচ্ছ্বাস রাখ। এতবড় বিপর্য্যয় যার রাজ্যে, তার অত ভাবুক হ'লে চলে না। ধর্ম্মযুদ্ধ একতরফা চলে না। বেইমানের সঙ্গে বেইমানিই তোমায় করতে হবে। এ আমার কথা নয় নবাব, সমগ্র বাংলার আদেশ।

[প্রস্থান।

আলিবর্দ্দী। বাংলার আদেশ। ছুটো দিক্‌পালকে ডেকে এনে হত্যা! তার মধ্যে একজন বারবার আমাকে রক্ষা করেছে, আমি—আমি—ওঃ, জানকীরাম, জরা এল বুঝি—পৃথিবী আর আমায় বইতে পাচ্ছে না।

জানকী। আপনি ভাববেন না জাঁহাপনা। সর্ব্ববিপদে যাঁর উপর আপনি নির্ভর করেন, তাঁকেই স্মরণ করুন।

আলিবর্দ্দী। তাঁকে যে আর বুকের মধ্যে পাচ্ছি না। তাই জরা আসছে—মৃত্যুও বুঝি আস্‌ছে।

মোহনলালের প্রবেশ।

মোহনলাল। জাঁহাপনা, একি! আপনি কাঁপছেন কেন?

আলিবর্দ্দী। বাংলার দাবী শুনতে পাচ্ছ? সন্ধির প্রস্তাব ক'রে ভাস্কর আর দিবাকরকে ডেকে এনে হত্যা—

মোহনলাল। বলেন কি আপনি? আমরা যুদ্ধ ক'রে মর্‌বো, তবু এতবড় অধর্ম্ম কর্‌বো না।

আলিবর্দ্দী। না—না, অধর্ম্ম কর্‌বো না। শুন্‌ছ রাজা, মোহন বল্‌ছে, 'অধর্ম্ম কর্‌বো না।' ওরা কি বলে জানিস্ মোহন? বলে, "কণ্টকে নৈব কণ্টকম্।"

জানকী। এ শাস্ত্রের কথা নয়, শয়তানের কথা।

মোহনলাল। শাস্ত্রের কথা হ'চ্ছে,—"ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকম্" ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করে।

আলিবর্দ্দী। ঠিক-ঠিক। এ ছেলেটা সব জানে রাজা, সব জানে।

মোহনলাল। চলুন জাঁহাপনা, আজ আপনাকে যুদ্ধে যেতে হবে।

আলিবর্দ্দী। নিশ্চয় যাবো, তুমি যখন বল্‌ছ, নিশ্চয় যাবো। অস্ত্র পেয়েছি, ভয় কি আর? ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকম্, ধর্ম্মো রক্ষতি, ধার্ম্মিকম্। ✓

[প্রস্থান।

জানকী। মোহনলাল, তুমি দীর্ঘজীবী হও।

[প্রস্থান।

মোহনলাল। কিন্তু এই দিবাকরকে বধ কর্‌তে না পারলে জয়ের আশা দুরাশা মাত্র।

মেহরউন্নিসার প্রবেশ।

মেহের। আমায় ডেকেছ মোহনদা?

মোহনলাল। হ্যাঁ দিদি। তুমি আমার কাছে একসময় অস্ত্রশিক্ষা করেছিলে, মনে আছে?

মেহের। আছে বই কি? দিদির বাড়ীতে তোমায় ধ'রে আমি কত শিখেছি। সেকথা কেন দাদা?

মোহনলাল। আজ গুরুদক্ষিণা দাও বোন।

মেহের। গুরুদক্ষিণা দেবো! এত কাঙ্গাল তুমি মোহনদা? বল, কি চাই তোমার?

মোহনলাল। যদি সাধ্য হয়, দিবি বোন?

মেহের। দেবো।

মোহনলাল। এই তরবারি নাও। যুদ্ধে যেতে হবে।

মেহের। আমি যাবো যুদ্ধে!

মোহনলাল। আজ এর প্রয়োজন হয়েছে মেহের। বাংলা রসাতলে যায়, তাকে রক্ষা কর্। একজন শত্রুর জন্য আজ আমরা সবাই মর্‌তে বসেছি। তুমি তারই সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বে।

মেহের। তোমরা যার সঙ্গে পারলে না, আমি তার সঙ্গে—কে বল ত সে?

মোহনলাল। দিবাকর।

মেহের। [তরবারি ফেলিয়া দিল]

মোহনলাল। দিদি, প্রেমাস্পদের চেয়ে দেশটা অনেক বড়। সাধারণ মেয়ের মত ঘোমটা টেনে তুই সংসার কর্‌তে যাস্‌নে মেহের। দধীচি বুকের পাঁজর দিয়ে দেবসমাজকে রক্ষা করেছিল, তুই তোর হৃৎপিণ্ড দিয়ে বাংলাকে রক্ষা কর্। এতবড় ত্যাগ আমার বোন্‌টি ছাড়া কে আর কর্‌বে বল্।

মেহের। এ তুমি কি রহস্য ক'চ্ছ মোহনদা?

মোহনলাল। রহস্য নয় বোন্।

মেহের। তোমার ত কিছুই অজানা নেই দাদা। দিবাকরকে হত্যা করার চেয়ে তুমি যদি প্রাণটা দিতে বল, আমি অনায়াসে দিতে পারি।

মোহনলাল। প্রাণ তুচ্ছ; অনেকেই দিতে পারে। দেশের জন্য প্রাণের চেয়ে যা প্রিয়, তাই আমার গুরুদক্ষিণা চাই। পারবে না দিতে? বল মেহের, আর সময় নেই। পারবে না?

মেহের। পারবো মোহনদা, পারবো। কিন্তু তুমি—কি নিষ্ঠুর, তুমি কি নিষ্ঠুর!

[তরবারি তুলিয়া লইয়া প্রস্থান।

মোহনলাল। সত্যই আমি নিষ্ঠুর মেহের। কিন্তু এ ছাড়া আর উপায় নেই, কোন উপায় নেই।

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

রণস্থল।

সমরু ও মধুরাওয়ের প্রবেশ।

সমরু। তুমি না সেই মহাপুরুষ?

মধুরাও। কোন্ মহাপুরুষ?

সমরু। যিনি কবির শিশুপুত্রকে হত্যা ক'রে এক নিরপরাধ দম্পতীকে সর্ব্বহারা করেছিলেন?

মধুরাও। আরও আছে সমরু। কত নরনারীকে যে আমি হত্যা করেছি, তার সংখ্যা নেই। আমার চোখের উপর বর্গী-দস্যুরা কত নারীর সর্ব্বনাশ করেছে, আমি প্রতিবাদও করি নি। আজ তারা একসঙ্গে আমার মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে এসেছে। এ জীবনের অবসান কর সমরু, আমি তোমায় দোয়া ক'রে মর্‌বো।

সমরু। এস, আমিই তোমায় দোয়া ক'চ্ছি।

[উভয়ের যুদ্ধ ; মধুরাওয়ের পতন]

মধুরাও। আর একজন রইল—আলিভাই। আমার আর কিছু চাইবার নেই সমরু। শুধু এই চাই, সেই শয়তানটাকেও আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও। আমরা একসঙ্গে বাংলার বুকে রক্ত চুষে নিয়েছি, এক সঙ্গেই বিদায় নেবো। আমি যাবো নরকে, আর সে যাবে দোজাকে। আঃ—

[প্রস্থান।

সমরু। একটা পাপ বিদেয় হ'লো এইবার আর একটা।

[প্রস্থান।

ভাস্করের প্রবেশ ।

ভাস্কর । সাবাস্ দিবাকর, সাবাস্ । তুমি যে এতবড় যোদ্ধা, ভাস্কর পণ্ডিতের কল্পনায়ও তা আসে নি । চালাও তরবারি, চালাও বর্শা । নবাবী ফৌজের মৃতদেহ পাহাড় তৈরী করেছে । পালাও বাঙ্গালী সৈন্যগণ, পালাও ভীরু আফগানের দল ।

মোস্তাফার প্রবেশ ।

মোস্তাফা । পালাও ভাস্কর পণ্ডিত ।

ভাস্কর । কার ভয়ে ? তোমার ? হাঃ-হা-হাঃ !

মোস্তাফা । এ হাসি থাক্‌বে না পণ্ডিত । আজ আমি মরিয়া হ'য়ে এসেছি ।

ভাস্কর । আমাকে বধ না ক'রে ঘরে ফিরবে না, কেমন ? ওরে আফগান, মারাঠার আকাশে একটা ভাস্কর নিভে গেলে আর একটা উঠবে । আমরা সবাই যদি ম'রে যাই, তবু তোমাদের নিস্তার নেই, একা দিবাকরই তোমাদের সবাইকে বধ কর্‌বে ।

মোস্তাফা । আজই দিবাকর অস্ত যাবে ।

ভাস্কর । সেই আশায়ই ব'সে থাক আফগান ।

[উভয়ের যুদ্ধ, মোস্তাফার পলায়ন ও ভাস্করের পশ্চাদ্ধাবন]

সিরাজ ও মোহনলালের প্রবেশ ।

সিরাজ । কারও সাধ্য নেই, কারও সাধ্য নেই যে এ মূর্ত্তিমান মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে । চল মোহনলাল, এক সঙ্গে আক্রমণ করি ।

মোহনলাল । কোন প্রয়োজন নেই । আপনি আলিভাইকে দেখুন ।

উদ্‌ভ্রান্ত রক্তাক্তদেহে দিবাকরের প্রবেশ।

দিবাকর। কে আছ আর? এগিয়ে এস। একি? শবের পাহাড়! এ পাহাড় আমার রচনা। পূর্ব্বপুরুষ, তোমরা দেখতে পাচ্ছ না ত? পিতা, পুত্রগর্ব্বে তোমার বুকখানা দশ হাত ফুলে উঠছে না? এতদিন ভাস্করকে দেখেছ, এবার দিবাকরকে দেখে তৃপ্ত হও।

মেহের। চমৎকার!

দিবাকর। পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মেছিলুম; জন্মসূত্রে পেয়েছিলুম বিপন্নকে রক্ষা করবার ব্রত। পঞ্জরাস্থি দিয়ে অসুরবিনাশী বজ্র তৈরী করবার মহান কর্ত্তব্য কি সুন্দর ভাবে পালন করেছি! আমায় দোষ দিও না কুলপুরুষ; ছোট হ'য়ে যে বড় অপরাধ করেছি। বড় ভাইয়ের আদেশ কি অমান্য করতে পারি?

মেহের। অপূর্ব্ব!

দিবাকর। এই পাহাড় সব বাঙ্গালীর মৃতদেহে গড়া। এরা কারও বুকে দাঁত বসিয়ে দেয় নি, কোন জাতিকে পর ভাবে নি। তবু এরাই চিরদিন মরে, কারণ বাংলার মাটিতে বীজ ফেল্‌লে সোণা ফলে। হে পরম বিচারক, বল, তুমি বল, বাঙ্গালী হওয়া কি এতই অপরাধ?

মেহের। প্রশ্নটা আমিও তোমায় জিজ্ঞাসা ক'চ্ছি।

দিবাকর। কে, মেহের? একি বেশ! রক্তের এ হোলিখেলায় তুমি কেন মেহের? এ স্থান ত তোমার নয়।

মেহের। তোমার স্থানও ত এ নয় ঠাকুর। চেয়ে দেখ, কি করেছ তুমি ব্রাহ্মণ। দশটা ভাস্কর পণ্ডিত দশ বছরে যা পারত না, তুমি মাত্র পাঁচদিনে তাই করেছ।

দিবাকর। এতদিন লক্ষ্য করি নি মেহের। আজ নিজের রচনা দেখে নিজেই শিউরে উঠছি। তুমি কি আমার উপর প্রতিশোধ নিতে এসেছ মেহের?

মেহের। হ্যাঁ।

দিবাকর। নবাবের কি আর যোদ্ধা নেই?

মেহের। আছে; কিন্তু তোমার মত রাক্ষস যোদ্ধা, আমি রাক্ষসী ছাড়া আর কেউ নেই।

দিবাকর। রাক্ষসীর চোখে ত জল পড়ে না।

মেহের। জল নয়, এ আগুন।

দিবাকর। আগুন আমায় স্পর্শ করবে না মেহের। সে যে পাবক, সব পবিত্র ক'রে দেয়। আমায় কি কেউ পবিত্র করতে পারে? আগুন বরফ হ'য়ে যাবে। তুমি ফিরে যাও মেহের।

মেহের। না, যাবো না; আগে তোমাকে যমালয়ে পাঠাবো, তারপর নিজে মরবো।

দিবাকর। এক জায়গায় ত যাবো না। আমি ছাই হবো, তুমি হবে মাটি। আমার আত্মা নরকে যাবে, তোমার যাবে বেহেস্তে। অনেক ব্যবধান মেহের।

মেহের। হোক্, তবু বাংলার মঙ্গলের জন্য তোমার মৃত্যু চাই।

দিবাকর। তবে এস, চোখ দুটো আগে মুছিয়ে দিই। [মেহেরের চোখ মুছাইয়া দিল]

মেহের। তোমার চোখেও ত জল এল দিবাকর। [চোখ মুছাইয়া দিল]

[উভয়ের যুদ্ধ; দিবাকর ভাণ করিয়া হারিতে লাগিল]

মেহের। দিবাকর,—

দিবাকর। চালাও তরবারি। এইবার তোমাকে—যাঃ। [ইচ্ছা করিয়া তরবারি ছাড়িয়া দিল]

মেহের। [তরবারির আঘাতে দিবাকরকে নিপাতিত করিল]

দিবাকর। মেহের। [পতন]

মেহের। দিবাকর !

দিবাকর। জানি না, কেন ঈশ্বর আমাকে করেছিলেন হিন্দু, তোমাকে পাঠিয়েছিলেন মুছলমানের ঘরে। আমরা যদি মিলিত হ'য়ে ঘর বাঁধতে পারতুম, তাহ'লে আমাদের মিলিত শক্তি দুনিয়ায় স্বর্গ রচনা করত। সন্ধ্যা হ'লো, তুমি যাও।

মেহের। তুমি থাকবে রণস্থলে, আর আমি যাবো ঘরে ? না প্রিয়তম, চল একসঙ্গে যাই। [নিজের বুকে তরবারি বিঁধাইয়া দিল]

দিবাকর। কি করলে মেহের ?

[নেপথ্যে জয়ধ্বনি—"জয় নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর জয়।"
সঙ্গে সঙ্গে তূর্য্যধ্বনি হইল]

ভাস্করের প্রবেশ।

ভাস্কর। দিবাকর, দিবারক,—

দিবাকর। দাদা, তোমার কথা রেখেছি। কাউকে দয়া করি নি। পায়ের ধুলো দাও দাদা, আমাকে আর তোমার ভ্রাতৃবধূকে।

ভাস্কর। [সাশ্রুনেত্রে উভয়ের মস্তক পদদ্বারা স্পর্শ করিলেন] তুমিও যাচ্ছ মা ?

মেহের। শেষ অনুরোধ—আমাদের দেহ কেউ যেন না পোড়ায়, কেউ যেন কবর না দেয়। একটা নৌকায় আমাদের যেন তুলে দেওয়া হয়, আমরা ভাসতে ভাসতে সাগরে চ'লে যাবো।

ভাস্কর। সবাই চ'লে গেল! আলিভাই গেছে, মধুরাও গেছে, দিবাকরও গেল! কিন্তু আমি মর্‌বো না। বাংলাকে শ্মশান কর্‌বো আমি, আলিবর্দ্দী খাঁকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবো।

শ্বেতপতাকাহস্তে সিরাজউদ্দৌলার প্রবেশ।

সিরাজ। সন্ধি।

মোহনলালের প্রবেশ।

মোহনলাল। সন্ধি!

ভাস্কর। না, কিসের সন্ধি! ছল ক'রে যারা আমার ভাইকে হত্যা করেছে, তাদের সঙ্গে সন্ধি!

দিবাকর। সন্ধি কর দাদা, বাংলাকে আর দগ্ধ ক'রো না।

ভাস্কর। তাই হোক্ শাহজাদা, আমার মুমূর্ষু ভাইয়ের অনুরোধে আমি সন্ধি কর্‌বো।

সিরাজ। তাহ'লে অনুগ্রহ ক'রে আগামী কাল প্রভাতে নিদমহলে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ ক'রে কৃতার্থ কর্‌বেন। জাঁহাপনা আহত। তবু আপনার যদি ইচ্ছা হয়, তিনিও আপনার শিবিরে আসতে পারেন। তবে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ।

ভাস্কর। তাঁর আসবার প্রয়োজন নেই, আমিই কাল নিদমহলে যাবো। চল ভাই, চল মা আমার।

[ভাস্করের সাহায্যে দিবাকর ও মেহেরউন্নিসার প্রস্থান।

মোহনলাল। সন্ধি করাই স্থির হ'লো শাহজাদা?

সিরাজ। উপায় নেই।

মোহনলাল। মরার উপায়ও কি ছিল না?

সিরাজ। তুমি আমি মরলে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু বাংলার ছ'কোটি মানুষকে আমরা মরতে দিতে পারি না।

মোহনলাল। এই যদি আপনাদের সঙ্কল্প ছিল, তবে এই অভাগী মেয়েটাকে কেন মৃত্যুর গহ্বরে টেনে আনলুম? সে চায় নি, আমিই জোর ক'রে তার, হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছি। এ দুঃখ আমার মরলেও যাবে না শাহজাদা। করুন আপনারা সন্ধি। আমি আর নবাবের চাকরি করবো না। আদাব, আদাব।

[প্রস্থান।

সিরাজ। এ ছাড়া অন্য পথ নেই। খোদা, যত পাপ হয়, আমার হোক্, আর কারও দোষ নেই, কারও দোষ নেই।

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নিদমহল।

আলিবর্দ্দীর প্রবেশ।

আলিবর্দ্দী। সিরাজ, শরফুন্নেসা, মোহনলাল, মোস্তাফা খাঁ.— না না, এ হ'তে পারে না, এতবড় অধর্ম্ম আমি করতে পারবো না।

শরফুন্নেসার প্রবেশ।

শরফুন্নেসা। আবার ধর্ম্ম জাঁহাপনা? দু'বছর চৌথ উৎকোচ দিয়ে বর্গীদের লোভ যখন বাড়িয়ে দিয়েছিলে, তখন ত তোমার প্রজাদের মত নাও নি। ভুল করেছ তুমি, তার জন্য তারা কেন হাজারে হাজারে প্রাণ দিলে? আছে তোমার কোন জবাব?

আলিবর্দ্দী। আছে, জবাব আছে বেগম, আমার এই বুকের তলায়। বুকটা চিরে দেখ, নবাব আলিবর্দ্দীর আর কোন কামনা নেই, শুধু এক ভাবনা বাংলার কল্যাণ। পাঁচ ওক্ত নমাজ পড়িনি আমি, যুদ্ধ করতে গিয়ে কতদিন খোদার অস্তিত্ব ভুলে গেছি; কিন্তু এক লহমা ভুলি নি আমার এই বাঙ্গালী প্রজাদের। আমার জন্য নয় বেগম, আমার জন্য নয়। নিরপরাধ বাঙ্গালীজাতির মাথায় এ কলঙ্কের ভার তোমরা চাপিয়ে দিও না। ফিরিয়ে আন মোস্তাফা খাঁকে।

সিরাজউদ্দৌলার প্রবেশ।

সিরাজ। তা হয় না দাদু, এইমাত্র খবর এল, তারা শিবির ত্যাগ ক'রে রওনা হয়েছে।

আলিবর্দ্দী। ভাই, তুমি রাজ্যটা নাও। আজই কোরাণ স্পর্শ ক'রে আমি তোমায় মসনদ দান করছি। শুধু তোমার দাদুকে একটা প্রতিশ্রুতি দাও দাদু, কারও সঙ্গে কোন প্রলোভনেই তুমি বেইমানি করবে না।

শরফুন্নেসা। কি প্রলাপ বকছ তুমি? তোমার সম্মতি নিয়েই ত সিরাজ সন্ধির প্রস্তাব ক'রে এসেছে। মোস্তাফা খাঁ ভাস্কর পণ্ডিতকে নিয়ে প্রায় প্রাসাদে পৌঁছে গেল, আর তুমি এখন বলছ তাকে ফিরিয়ে দিতে?

আলিবর্দ্দী। ফিরিয়ে না দাও, সন্ধিই কর, কিন্তু প্রবঞ্চনা ক'রো না। জানকীরাম,—

জানকীরামের প্রবেশ।

জানকী। আদেশ করুন জাঁহাপনা।

আলিবর্দ্দী। চৌথ আন। বর্গীদের পাওনা মিটিয়ে দাও।

শরফুন্নেসা। না; চৌথ নয়। এতবড় দস্যুর প্রাপ্য শুধু মৃত্যু।

জানকী। বেগমসাহেবা, অধর্ম্ম ক'রে কখনও শান্তি হয় না।

সিরাজ। ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রেও ত শান্তি পাই নি রাজা! এই চলন্ত দুনিয়া লক্ষ পায়ে ছুটে চলেছে; যে সমর্থ, সেই শুধু এই দুনিয়ায় সুখে-সমৃদ্ধিতে বেঁচে থাকবে; অন্ধ খঞ্জ ধর্ম্মের ধ্বজাবাহী যারা, তাদের মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে দুনিয়ার রথের চাকা দুর্ব্বার গতিতে

চ'লে যাবে। অধার্ম্মিকের সঙ্গে অধর্ম্ম ব্যবহারই প্রয়োজন। এতে যদি পাপ হয়, সে পাপের বোঝা সব আমি নেবো, আপনাদের এতটুকু ভাগ দেবো না।

আলিবর্দ্দী। বেইমানি! নিমন্ত্রিত অতিথির সঙ্গে বেইমানি! ওরে, খোদাতালা সব ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু এই বেইমানি ক্ষমা করেন না। এ বেইমানির ছুরিতে মরচে পড়ে না, সে আবার একদিন নিজের বুকেই এসে আঘাত করবে। বেগম, শুনছ বেগম?

শরফুন্নেসা। কাল শুনব, আজ নয়।

জানকী। চলুন জাঁহাপনা, আজ আমরা অনাবশ্যক আবর্জ্জনা, আমাদের কথা যারা শুনত, তারা সবাই চ'লে গেছে।

আলিবর্দ্দী। চল জানকীরাম। [নেপথ্যে তোপধ্বনি] ওই এল রে হতভাগ্য ভাস্কর পণ্ডিত। ফিরে যাও ভাস্কর, ফিরে যাও। উঃ—আমার পা দুটো টলছে কেন? পুরাতন বুঝি শেষ হ'য়ে গেল জানকীরাম। দুনিয়া আর তাকে বইতে পাচ্ছে না। এবার নূতনের অভ্যুত্থান, অধর্ম্মের অভিষেক।

জানকী। স্থির হোন জাঁহাপনা। কেন আপনি অধীর হচ্ছেন? এ যুগের দাবী, না মেনে উপায় নেই।

আলিবর্দ্দী। যুগের দাবি! কবি বলেছিল, কলিযুগ শেষ হ'য়ে ঘোর কলি এল। এই কি তার স্বরূপ! স্ত্রী স্বামীকে মানে না, ভৃত্য মনিবকে গ্রাহ্য করে না, মমতার পুতুল দৌহিত্র—সেও দংশন করতে চায়। বাংলার নবাব আমি—এতটুকু শক্তি নেই আমার। চল জানকীরাম, মুর্শিদাবাদে চল, না হয় কবরে চল। নবাব আলিবর্দ্দী ফুরিয়ে গেছে।

[জানকীরাম সহ প্রস্থান।

শরফুন্নেসা। চল সিরাজ।

সিরাজ। আর একবার ভেবে দেখ নানি।

শরফুন্নেসা। তুমি মিঞা মরদ, না জেনানা? [কাণ ধরিল] চ'লে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

[নেপথ্যে নকীব হাঁকিল – "বর্গিনায়ক মারাঠা-সেনানী মহাবীর ভাস্কর পণ্ডিত জিন্দাবাদ"]

শোকাচ্ছন্ন ভাস্করের প্রবেশ।

ভাস্কর। পেশোয়া তাঁর প্রাপ্য পাবেন, বর্গীরা পেয়েছে লুটের সম্পদ, আলিবর্দ্দী ফিরে পাবে তাঁর সুজলা সুফলা বাংলা; কিন্তু আমি কি পেলুম? সবাই হাসিমুখে দেশে ফিরে যাবে, স্ত্রী-পুত্রের মুখ দেখে শীতল হবে, ভাই এসে গলা জড়িয়ে ধরবে। আমার ভাই আর কাছে এসে জবাব চাইবে না। জ্ঞানে বৃহস্পতি, শৌর্য্যে ভীষ্ম, ত্যাগে দধীচি—অকালে নিঃশেষ হ'য়ে গেল। কার দোষ? আমার, শুধু আমার।

সমরুর প্রবেশ।

সমরু। এই যে পণ্ডিতজী; আসুন—আসুন, বেশ ভাল আছেন? একটু শরবৎ খাবেন?

ভাস্কর। না।

সমরু। কেন? আমরা মুছলমান ব'লে? আপনার ভাই ত আপত্তি করেন নি।

ভাস্কর। ভাই ছিল দেবতা, আমি মাটির মানুষ।

মোস্তাফার প্রবেশ।

মোস্তাফা। মাটির মানুষ হ'য়ে বাংলার বুকের উপর এমন লোহার মুগুর চালালে কি ক'রে পণ্ডিত?

ভাস্কর। তুমি ত সবই জান মোস্তাফা খাঁ। তোমার সহায়তা না পেলে পঙ্গু আমি গিরিলঙ্ঘন করতে পারতুম না।

মোস্তাফা। আমার সহায়তা! মিথ্যাবাদী!

ভাস্কর। মোস্তাফা খাঁ, ভাস্কর পণ্ডিত আজ শোকাচ্ছন্ন হ'লেও ভাস্কর পণ্ডিত। সমরু, তোমাদের নবাব কোথায়? তাঁকে ডাক।

সমরু। তিনি অসুস্থ।

ভাস্কর। শাহজাদাকে ডাক।

সমরু। তিনি বিশ্রাম কচ্ছেন।

ভাস্কর। একজন অসুস্থ, আর একজন বিশ্রামরত, তাহ'লে নিমন্ত্রিত অতিথিকে অভ্যর্থনা করবে কে?

মোস্তাফা। আমরাই করবো। ভাবছ কেন? তুমি যেমন অতিথি, অভ্যর্থনাও ঠিক তেমনি হবে।

ভাস্কর। নিমন্ত্রিতের সঙ্গে একি ব্যবহার? নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ, শাহজাদা সিরাজউদ্দৌলা, রাজা জানকীরাম, সেনানী মোহনলাল—কেউ সাড়া দিচ্ছে না?

সমরু ও মোস্তাফা। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

ভাস্কর। হাসছ কেন? কোথায় নবাব? কোথায় সন্ধিপত্র?

[অকস্মাৎ নেপথ্যে ঘণ্টা বাজিল]

মোস্তাফা ও সমরু। এই যে। [দুজনের দুইদিক হইতে তরবারির আঘাত]

ভাস্কর। একি! প্রতারণা! বেইমানি! অস্ত্র দাও—একখানা অস্ত্র। উঃ—

[মোস্তাফা ও সমরু তাহাকে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিল, ভাস্করের পতন]

আলিবর্দ্দী ও সিরাজের প্রবেশ।

আলিবর্দ্দী। ক্ষান্ত হও; মোস্তাফা, সমরু—

ভাস্কর। নবাব আলিবর্দ্দি, বাংলার ইতিহাসে শুধু আমার নামটাই অমর হ'য়ে থাকবে না, তোমার নামও আমার সঙ্গে উজ্জ্বল হ'য়ে থাকবে। শাহজাদা সিরাজ, আমি সব বুঝেছি। বেইমানি ক'রে তুমি আমায় মৃত্যু দিয়েছ। আমি অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছি, এই বেইমানির ছুরিকাঘাতে একদিন তোমায় রাজ্যহারা সর্ব্বহারা হ'য়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হবে। আর সেদিন বেশী দূরে নয়। উঃ—

আলিবর্দ্দী। হে বীর বর্গিনায়ক, হে প্রবঞ্চিত অতিথি, হে বাংলার নবাবের বেইমানের বলি, যাবার আগে আমার অভিবাদন গ্রহণ কর।

[প্রস্থান।

ভাস্কর। ওই দিবাকর, ওই দিবাকর আমায় ডাকছে। যাচ্ছি ভাই, যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

সকলে। জয় বাংলা মায়ের জয়, জয় নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর জয়।

[প্রস্থান।

———

যবনিকা।

—যাত্রাদলে অভিনীত প্রসিদ্ধ নাটকাবলী—

ঝান্সীর রাণী—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক। অম্বিকা নাট্য কোংতে সগৌরবে অভিনীত। ভারতলক্ষ্মী রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের রক্তক্ষরা জীবন-কাহিনী, সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় অঙ্কিত ভারতবাসীর মুক্তিসংগ্রামের অবিস্মরণীয় আলেখ্য। লক্ষ্মীবাঈয়ের বজ্রকঠোর ও কুসুম-কোমল প্রাণের স্পর্শে মহীয়ান্, গোলাম ঘোষ ও মান্দারের অপূর্ব্ব প্রভুভক্তিতে সুরভিত, হিউরোজের নৃশংসতা ও এলিসের মহত্ত্বে আন্দোলিত এই অপূর্ব্ব নাট্যগাথা নাট্যরসিক মাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য। কেন হিউরোজ এত নিষ্ঠুর, কোন্ বজ্র চূর্ণ করলে সারঙ্গী ঘোড়ার দুর্দ্ধর্ষ আরোহিণীকে কেমন ক'রে নীরব হ'লো লৌহমানব তান্তিয়া তোপীর তোপের গর্জ্জন, যদি জানতে চান, পাঠ করুন ঝান্সীর রাণী। এমন চমৎকার দেশাত্মবোধক নাটক আগে হয়নি। মূল্য তিন টাকা।

কণ্ঠহার—শ্রীগৌড়চন্দ্র ভড় প্রণীত নূতন বিয়োগান্ত নাটক। ইতিহাসের ছায়া অবলম্বনে লিখিত দুটি তরুণ-তরুণীর জীবনের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী। অত্যাচারী কালানাগের নৃশংসতায় ফতেজংপুরের রাজা মুকুন্দরায়ের ভাগ্য-বিপর্যয়, নবাব সায়দ খাঁর সদাশয়তা, শত্রুজিতের কর্তব্য-পরায়ণতা, মহানন্দের ষড়যন্ত্র, সুন্দরের অনাবিল স্নেহধারা, তোরাবের প্রভুভক্তি, নবাব-কন্যা দৌলতের সরলতা, শিবানীর স্বর্গীয় প্রেম, উংচোর মহানুভবতা নাটকের উপজীব্য। তাছাড়া রণস্থলে শিবানীর গলায় কণ্ঠহার দর্শনে কালা নাগের আর্তনাদ। মূল্য তিন টাকা।

জীবন্ত পাপ—ঐতিহাসিক নাটক, যুব সমাজের অধঃপতনে চারিদিকে আজ "গেল-গেল" রব উঠেছে। কিন্তু যুব সমাজের এই অধঃপতনের জন্য দায়ী কে? শুধু কি যুবকেরাই, না-তাদের রক্ত আর পরিবেশ?

তার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এই "জীবন্ত পাপ।" ঔরঙ্গজেবের আমলে সুবে বাঙলার একটি পরগণার ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এই নাটকের সৃষ্টি। সুরু যার অভিশপ্ত বাল্য প্রেম নিয়ে, সমাপ্তি তার অনুতপ্ত যুবকের ফরিয়াদ দিয়ে। সম্পূর্ণ নূতন আঙ্গিকে লেখা। মূল্য তিন টাকা।

শেষ অভিযান বা সীমান্ত দস্যু—জিতেন বসাক প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক। প্রাচীন যুগ থেকে এই স্বর্ণপ্রসূ হিন্দুস্থানের বুকে বার বার হয়েছে বৈদেশিক আক্রমণ। কে সেই ব্যক্তি যে চিহ্নিত হয়ে আছে এক নৃশংস সীমান্ত দস্যু নামে তারই মর্মব্যথা, অশ্রুঝরা কাহিনী এই রক্তাক্ত ইতিহাসের স্বাক্ষর। সহজে অভিনয় হয়। মূল্য তিন টাকা।

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম-এ, বি-টি প্রণীত নাটকাবলী

বঙ্গবীর (ঐতিহাসিক নাটক) গণেশ অপেরায় অভিনীত। মূল্য ৩·০০
প্রবীরার্জ্জুন (পৌরাণিক নাটক) গণেশ অপেরায় অভিনীত। মূল্য ৩·০০
লীলাবসান (পৌরাণিক নাটক) গণেশ অপেরায় অভিনীত। মূল্য ৩·০০
রক্ত-তিলক (ঐতিহাসিক নাটক) নট্ট কোংতে অভিনীত। মূল্য ৩·০০
চাঁদের মেয়ে (ঐতিহাসিক নাটক) নট্ট কোংতে অভিনীত। মূল্য ৩·০০
বাঁশের বাঁশী (কাল্পনিক নাটক) রঞ্জন অপেরায় অভিনীত। মূল্য ৩·০০
রাজলক্ষ্মী (পৌরাণিক নাটক) গণেশ অপেরায় অভিনীত। মূল্য ৩·০০
সারথি (পৌরাণিক নাটক) নিউ গণেশ অপেরায় অভিনীত। মূল্য ৩·০০
স্বামীর ঘর (দেশাত্মবোধক নাটক) প্রভাস অপেরায় অভিঃ। মূল্য ৩·০০
সমাজের বলি (কাল্পনিক নাটক) নট্ট কোংতে অভিনীত। মূল্য ৩·০০
রাজ-নন্দিনী (কাল্পনিক নাটক) রঞ্জন অপেরায় অভিনীত। মূল্য ৩·০০
মায়ের ডাক (রূপক নাটক) প্রভাস অপেরায় অভিনীত। মূল্য ৩·০০
দেবতার গ্রাস (পৌরাণিক নাটক) নট্ট কোংতে অভিনীত। মূল্য ৩·০০
রাজসন্ন্যাসী (ঐতিহাসিক নাটক) বিল্বগ্রাম নট্ট কোংতে। মূল্য ৩·০০
স্বর্ণলঙ্কা (পৌরাণিক নাটক) বাণী নাট্য-সমাজে অভিনীত। মূল্য ৩·০০
ভক্তকবি জয়দেব ঐতিহাসিক নাটক) নট্ট কোংতে অভিঃ। মূল্য ৩·০০
দানবীর (পৌরাণিক নাটক) ভোলানাথ অপেরায় অভিনীত। মূল্য ৩·০০
চাষার ছেলে (ঐতিহাসিক নাটক) নট্ট কোংতে অভিনীত। মূল্য ৩·০০
গন্ধর্ব্বের মেয়ে (পৌরাণিক নাটক) নট্ট কোংতে অভিঃ। মূল্য ৩·০০
গাঁয়ের মেয়ে (ঐতিহাসিক নাটক) সত্যনারায়ণ অপেরায়। মূল্য ৩·০০
ভারত-তীর্থ (কাল্পনিক নাটক) নট্ট কোংতে অভিনীত। মূল্য ৩·০০
বিচারক (ঐতিহাসিক নাটক) রঞ্জন অপেরায় অভিনীত। মূল্য ৩·০০
কুরুক্ষেত্রের আগে (পৌরাণিক নাটক) নট্ট কোংতে " । মূল্য ৩·০০
রক্তের আলপনা (ঐতিহাসিক নাটক) আর্য্য অপেঃ „ । মূল্য ৩·০০
ঝান্সীর রাণী (ঐতিহাসিক না মূল্য ৩·০০